বিজ্ঞাপন।

"শরৎ-সরোজিনী" সমগ্রচিত্রের একদেশমাত্র। তাহাও তুলিকা-বিন্যাসদোষে অসম—কোনস্থলে বা হীনপ্রভ, কোনস্থানে বা অতিরঞ্জিত। অধিক কিছু বলিতে চাহি না——চিত্রকর মৃত——কিন্তু আলেখ্যটি সূর্য্যালোকে আনীত না হইলেই ভাল হইত। প্রথম তৃতীয়াংশ একেবারে নীরস, অবশিষ্ট অশ্লীলতাদিকলঙ্কপরিপ্লুত। ধর্ম্মবিগর্হিত রাজনিন্দারও অসদ্ভাব নাই। স্বর্গীয় দুর্গাদাসবাবুর বন্ধুবিশেষের অনুরোধে চিত্রখানি জনসমাজে প্রকাশিত হইল। পাঠকমহাশয়গণ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি একবার বঙ্কিমবাবুকে দেখাইব মনন করিয়াছিলাম—যদি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া দেন। কিন্তু পরলোকগত দুর্গাদাসবাবুর পূর্ব্বোক্ত বন্ধু নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু আমাদের দেশের একজন নিতান্ত অপকৃষ্ট লেখক নহেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রসূত গ্রন্থনিচয়ের একটি মহৎ দোষ আছে। একবার একখানি হস্তে লইলে, তাহার শেষ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির শেষ অক্ষরটি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন না করিলে পরিত্রাণ নাই। যাঁহার রচনা স্বভাবদত্ত ক্ষুৎপিপাসাদিবৃত্তির প্রতিরোধ করে,—পাঠককে আত্মবিস্মৃত করে,—তিনি কি প্রকারে উচ্চশ্রেণীর লেখক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? আমার বিবেচনায় 'শরৎ-সরোজিনী' অতি উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে——এক বা অর্দ্ধপৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়া অক্লেশে ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারা যায়। সর্ব্বত্র সমভূমি; আর দুর্গাদাসবাবুর লেখনীর বিশেষ চমৎকারিত্ব এই যে দুই চারি পংক্তি পড়িলেই উত্তম নিদ্রাকর্ষণ হয়। বঙ্কিমবাবু দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইবার কোন প্রয়োজন নাই।" আমি নিরুত্তর হইলাম।

উপেন্দ্রনাথ দাস।

পুনঃ চঃ। পাঠকমহাশয়দিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতের বলে ষষ্ঠ অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কটি হারাইয়া গিয়াছে। অপরগুলিও সেই মার্গ অনুসরণ করিলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

১৭, নিমুখানসামার গলি,
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।
১লা পৌষ, সন ১২৮১ সাল।

উঃ——

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

৺ দুর্গাদাস বসু জীবিত থাকিলে অদ্য তাঁহার কি সুখের দিন হইত! কিন্তু তিনি——বৈকুণ্ঠে, এবং তাঁহার নিম্নোক্ত প্রকাশক, উপেন্দ্রবাবু——লণ্ডনে। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন লিখিবে কে? প্রথমমুদ্রিত সহস্র কয়েকমাস হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। এবারে মুদ্রাযন্ত্র হইতে এককালীন দুই সহস্র খণ্ড গৃহীত হইল।

ইংলণ্ড যাত্রার পূর্ব্বে উপেন্দ্রবাবু এই কয়েকটি কথা বলিয়া যান :——"বহুদিবসের জন্য মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম—জীবন লইয়া প্রত্যাগত হইতে পারিব কি না, জানি না! আমার অবর্ত্তমানে যদি কেহ 'শরৎ-সরোজিনী'র প্রশংসা করে, বলিও——গুণীগণের অনুকম্পা, আর্ত্তদিগের সহানুভূতি ও চারণবর্গের অভিনয়সৌকুমার্য্যই উহার আশাতিরিক্ত সাফল্যের কারণ।"

স্থলে স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু পাঠকবৃন্দ দেখিবেন, ঘটনাসূত্রের রেখাপাত পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

১০, মদন বড়ালের গলি,
বহুবাজার, কলিকাতা
১লা বৈশাখ, সন ১২৮৩ সাল।

শ্রীতারিণীচরণ দাস।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

স্ত্রী।

সরোজিনী	...	...	শরৎকুমারের গৃহে পালিতা কন্যা।
সুকুমারী	...	...	শরৎকুমারের ভগ্নী।
রমাসুন্দরী	...	...	শরৎকুমারের বিমাতা।
বিন্দুবাসিনী	...	...	মতিলালের স্ত্রী।
ভুবনমোহিনী	...	...	মতিলালের বিধবা ভ্রাতৃবধূ।

পুরুষ।

শরৎকুমার দত্ত	...	...	জমীদার।
মতিলাল দে	...	...	ঐ।
ভগবান	...	...	শরৎকুমারের সরকার।
বিশ্বম্ভর	...	...	মতিলালের মোক্তার।
বিনয়	...	...	মতিলালের আশ্রিত যুবক।
নন্দ	...	...	শরৎকুমারের বন্ধু।
বিপিন	...	...	ঐ
কৈলাস	...	...	ঐ। (বৈজ্ঞানিক।)
[illegible]রাম	...	...	শরৎকুমারের ভৃত্য (বালক)
গোপীনাথ	...	...	মতিলালের লাঠিয়াল।
নারান	...	...	গোপীনাথের বন্ধু (চোর)।

দাসদাসী, [illegible], ধোবা, বটকী ইত্যাদি।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	২৭	ত	তা
১৬	১১	রাজপ্রসাদে	রাজপ্রস
১৯	২৭	চিন	দিন
৫০	১৯		সরোজ।
৭০	৫	উপর	উপকার
৭১	১০	তামার	আমার

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। ভুবন বাবু দেখা করতে এসেছেন।

শরৎ। নিয়ে আয়।

[বেচারামের প্রস্থান।

বিপিন ও নন্দ বাবুর প্রবেশ।

শরৎ। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আস্তে আজ্ঞা হয়, আস্তে আজ্ঞা হয়,— বসুন। আপনারা ভাল আছেন ত ?

(সকলের উপবেশন।)

শরৎ। তবে, আজ অনুগ্রহ কি মনে করে ?

নন্দ। না, এমন কিছু মনে করে নয়।—আজ অভিনয় দেখতে যাবেন কি ? বিপিন বাবুতে আর আমাতে ত যাচ্ছি।

শরৎ। আজ্ঞা না, আজ যেতে পারব না। একটা কাজ আছে। আপনারা কোথায় অভিনয় দেখতে যাচ্ছেন ? অভিনয়মন্দিরের ত আজ কাল ছড়াছড়ি।

বিপিন। কোন্‌টায় যাব, তা এখনও ঠিক করি নি। যেটায় ভাল বোধ হয়, সেই টেতেই যাব।

নন্দ। আমাদের দেশে অভিনয় দেখতে যাওয়া না কি নূতন প্রথা আরম্ভ হয়েছে, লোকে মনে করে যে যেটায় হোক একটায় গেলেই হল। ভাল মন্দ বিবেচনা নাই। কোনটায় হয়ত দৃশ্যপট নেই বল্লেই হয়, খান কতক ছেঁড়া নেকড়া মাত্র। কোন খানে বা ঐক্যতান বাদ্যের এমনি সুমধুর ধ্বনি উঠছে, যে কাণে গেলে, আমরা ত আমরা, মড়া মানুষ পর্য্যন্ত সেখান থেকে উঠে পালায়। আবার কোনটায় হয়ত অভিনেতা এক জন এমনি মদ খেয়ে আসরে নেবেছেন, যে মুখ দিয়ে বাবুর কথা সরছে না, ঢলে পড়তে পড়তে রহে যাচ্ছেন। এ পাশ ও পাশ থেকে অন্য অন্য অভিনেতারা কত ধমকাচ্ছে, আর গালাগালি দিচ্ছে, কেবল মারতে বাকী রেখেছে বল্লেই হয়—দর্শকেরা পর্য্যন্ত তা শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু বাবুটির কিছুতেই সংজ্ঞা হচ্ছে না। (শরৎ বাবুর প্রতি) ছবিটে বেশি ভুল হল কি ?

শরৎ। আমার, মহাশয়, অভিনয় দেখতে বড় একটা যাওয়া আসা নেই

বিপিন। কেন, আপনি কি একেবারে অভিনয় দেখতে যাওয়াই মন্দ বলেন নাকি ?

শরৎ। না, তা ঠিক বলিনে বটে, কিন্তু তারই কাছাকাছি। আমাদের নাটক-লেখকেরা আর অভিনেতারা এক প্রণয় নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাঁদের আদিতে প্রণয়, মধ্যে প্রণয়, অন্তে প্রণয়। প্রণয়, প্রণয়, প্রণয়।

বিপিন। কেন বিশুদ্ধ প্রণয়ের অভিনয় কি মন্দ ?

শরৎ। প্রণয়ের অভিনয় কেন; আমার মতে প্রণয়ই মন্দ।

নন্দ ও বিপিন। (সবিস্ময়ে) সে কি, আপনি বলেন কি ! আশ্চর্য করলেন যে ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি কখন বিবাহ করবেন না ?

শরৎ। না, কখন না, জীবন থাকতে না। আচ্ছা, সে কথা এখন যাক আপনাদের প্রশ্ন করি, যে পচা পুরাণ প্রণালীতে অভিনয়মঞ্চে আজ কাল প্রণয়ের শ্রাদ্ধ করা হয়, তাতে কি উপকার দর্শে ? সেই কোকিল, সেই ... সেই রতিপতি, সেই পঞ্চস্বর, সেই বসন্ত কাল, সেই মলয় পবন—আর নাম শুনলে গায়ে জর আসে, সেই মানভঞ্জন। বন্ধুবর নবগোপাল বাবুর কথাটি মনে পড়ে গেল, বলতে হাঁসি পায় ! তিনি বলেন কি, যে আজ কাল কি অভিনয় হয়, না—"বিধুমুখি, তোমার মুখ-চন্দ্র দেখে আমার মনঃপুষ্প প্রস্ফুটিত হল !" মহাশয়েরা, এ দেখে কি হয় ?

নন্দ। নাটকে প্রণয়ের মূর্ত্তি যে এত অধিক অঙ্কিত দেখতে পাওয়া যায় তার নিগূঢ় কারণ আছে। আপনার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রণয় আমাদের সর্ব্ব প্রধান মনোবৃত্তি।

শরৎ। পশুদের হতে পারে, মানুষের নয়—অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়। আর তাই যেন হল, প্রণয়ে মত্ত হবার কি এই সময় ? আমাদের ঘৃণা নাই ? গরু গাধার মত দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তাকি মনে থাকে না ? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয় না ? শরীর উত্তপ্ত হয় না ? মনে ধিক্কার জন্মায় না ? এখন অন্য ইচ্ছা ? অন্য অভিলাষ ?

নন্দ। তবে বন্দুক ধরুন না কেন ?

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) এখনও সময় হয় নি।

নন্দ। শীঘ্র হবে ?

শরৎ। আমরা যে হতভাগা কাপুরুষের জাত, দুশ—তিনশ বৎসরের মধ্যে
যে হবে এমন আশাও মনে স্থান পায় না। কিন্তু যত দিন না ভারতে
াধীনতা-সূর্য্য পুনরুদয় হয়, যতদিন না অত্যাচারের লোহিত মুণ্ড আমরা
াদতলে লুণ্ঠিত, দলিত, করতে পারি, ততদিন যে প্রণয়, কি অন্য কোন
ৃত্তির অনুসরণ করবে, সে কৃতঘ্ন—পামর—নরাধম—দেশের কুসন্তান।

নন্দ। (ব্যঙ্গস্বরে) প্রণয়ও করবে না, বন্দুকও ধরবে না ! তবে লোকে
ন কি করবে ? কেবল বসে বসে ঘোড়ার ঘাঁস কাটবে না কি ?

শরৎ। (ঈষৎ বিরক্তভাবে) মহাশয়, ইতর ভাষা প্রয়োগ না করলে যে
াবার্ত্তা কওয়া যায় না, তা জানতেম না।——কেন, সকলে সমবেত হয়ে,
ীয় অজ্ঞানান্ধকারদূরীকরণের চেষ্টা করবে—দেশীয় কৃষি, বাণিজ্য ও
ের উন্নতি করবে—ভারতান্তরীণসৌহার্দ্দসংস্থাপনব্রতে ব্রতী হবে। প্রেমিকের
িতদানদ্বারা এসকল সুসম্পন্ন হওয়া অতিশয় কঠিন।

বিপিন। আপনার ওটা বিষম ভ্রম। যার স্ত্রী পুত্র আছে, তার দেশের
ি যতটা মমতা জন্মায়, রাজা কোন অত্যাচার করলে, অন্যায় রকম কোন
স্থাপন করলে, তার যতটা আন্তরিক, মর্ম্মভেদী কষ্ট উপস্থিত হয়, এক
ন অপ্রণয়ী, অবিবাহিত পুরুষের ততটা হয় না—হতে পারে না।

শরৎ। আপনাকে——

নন্দ। (ঘড়ি দেখিয়া, ব্যস্তভাবে, বিপিনের প্রতি) ভাই, ৬॥০ টা হল,
এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম হোক, আমাদের আবার নীলকমল বাবুর
র যেতে হবে। আর এক দিন এসে শরৎ বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে ভাল
তর্ক করা যাবে।

শরৎ। আমাদের সভায় এক দিন এই বিষয়টা উত্থাপন করলে হয় না ?

নন্দ ও বিপিন। সেই ভাল কথা, তা আজ আমরা এখন আসি। (উত্থান।)

শরৎ। (উত্থান পূর্ব্বক) আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—ইডন্ গার্ডন্।

এক জন গায়নের প্রবেশ।

গায়ন। (গীত।)

রাগিণী পূরবী,—তাল আড়া।

বাজিল হৃদয়-বীণা হেরি উদ্যান-সুন্দর।
আনন্দ-নির্ঝর-রূপে সেজেছে ধরণী মনোহর॥
মোহিনী-প্রকৃতি-সতী, ফুল্ল-কুমুদ, মালতী,
সুধাংশু-রজত-ভাসে, হাসিছে সদা মৃদু, মধুর।
যত ব্রিটন-সন্তান, সহ দারা, পুত্র-গণ,
আনন্দে মগন হয়ে, মিলে সবে করিছে বিহার॥
রণ-বাদ্য ভীম-রোলে, সুরভি-বায়ু-হিল্লোলে,
ঘোষিছে বীর-গরবে, ইংরাজের বিক্রম অপার।
হায় মম দেহ, মনঃ, ব্যথিত রে নিশি, দিন;
কে পারে ভুঞ্জিতে সুখ, পায়ে যার দাসত্ব-নিগড়॥

[গায়নের প্রস্থান।

শরৎ বাবুর প্রবেশ।

শরৎ। বেস বাতাস আস্‌ছে, এই খানে একটু বেড়াই।—নন্দ আ… বিপিনটার সঙ্গে তর্ক করে মাথা ধরে গিয়েছে। (পরিক্রমণ)। বাঃ, কি মনোহ… (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) কিন্তু এ সব মহাপুরুষদের অনুগ্রহে ভোগ করছি মা… ইচ্ছা হলেই দেবতারা নিয়ম করতে পারেন, বেলা ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত ধবল… মূর্ত্তি ভিন্ন আর কেউ এখানে বেড়াতে পারবে না।—চতুর্দ্দিকেই বি… প্রভুত্বের চিহ্ন দেদীপ্যমান। (দক্ষিণমুখ হইয়া) সম্মুখে ফোর্ট উইলিয়মের ভীষণ মূর্ত্তি——বঙ্গের জীবন্ত পরীবাদ—বিরাজমান। যেন কাপুরুষ বঙ্গ-

নবে মহাপুরুষ এক দিন হঠাৎ——। (ক্রোধবিকম্পিতস্বরে) তার পর——।
ভাগা স্ত্রীলোকটার স্বামী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নামে উচ্চতর বিচারালয়ে
অভিযোগ করলে। অভিযোগ অগ্রাহ্য হল—প্রমাণাভাব। শুদ্ধ তাই হয়ে
শেষ হল না। সত্যপরায়ণ, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, নিষ্পাপদেহ—সাহেব—ম্যাজিষ্ট্রেটের
নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছে বলে, সেই স্ত্রীলোকটার আর তার স্বামীর
তিন মাস করে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হল।

হরি। আমি জানি না, আপনি যা বল্লেন তা সত্য কি মিথ্যা। কিন্তু
সত্য হলেও, এক জনের দোষের জন্য সমস্ত জাতিকে কিম্বা সমগ্র গবর্ণমেণ্টকে
দোষী করা অন্যায়। যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ।

শরৎ। আচ্ছা আরও শুনুন——

হরি। বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি হলেই ওসব সেরে যাবে। এখন শুনুন,
মানুষ্য আর শাখামৃগে——

শরৎ। মহাশয়, রাত্রি হল, এখন বাড়ি যাওয়া যাক, চলুন।

হরি। আচ্ছা চলুন, পথে যেতে যেতেই আপনাকে বুঝিয়ে দেব এখন।
মানুষ যে প্লবঙ্গের অবতার, এটি জগতের একটি গুরুতম সত্য, আর এর প্রথম
প্রমাণ এই যে——

শরৎ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) যে মানুষে বাঁদরের মত কলা খেতে
ভাল বাসে?

হরি। মহাশয়, এ সব উচ্চ বিজ্ঞানে, দেখেছিস ত ভাল করে? চিনে নিতে

[সরোষে প্রস্থান।

শরৎ। (আলজ্জিতভাবে) আজ্ঞা না, আমার অপরাধ হয়েছে, অপরাধ
হয়েছে——

[হরিদাস বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

——————

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনন্দপুর, মতিলাল বাবুর বাটী।

মতিলাল বাবু খট্টিকোপরি শয়ন করিয়া আলবালায় ধুমপান করিতেছেন
এক জন ভৃত্য পদসেবা করিতেছে—নিকটে বিনয় দণ্ডায়মান।

মতি। এই পাশি নৈল্, এই পাটা টেপ্—আরে বেটা ভাল করে টে
ভাত খাস্ নে না কি ?—উহুঃ হুঃ, বেটাচ্ছেলে মেরে ফেলেছে গো, বেটাচ্ছে
মেরে ফেলেছে। (ভৃত্যকে এক চপেটাঘাত পূর্ব্বক) বেটাচ্ছেলে, প
দুবছর আমার বাড়ি রয়েছিস, এখনও পা টিপতে শিখলি নে ? বেটাচ্ছে
পাজী—ই—ই ? (ভৃত্যের অশ্রুমোচন)। হাঁ, হাঁ, অমনি করে টেপ্, ে
মাইনে বাড়িয়ে দেব। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) আঃ বেশ হচ্ছে, বেশ হে
ঐ খানটা টেপ্। আঃ। (সুখানুভব ও মধ্যে মধ্যে আলবালা টানন
(কিয়ৎবিলম্বে) অরে, ঘটকী মাগী খসড়ে গিয়েছে ?

ভৃত্য। সে ত অনেক ক্ষণ গিয়েছে।

বিনয়। আমার উপর কি আজ্ঞা হয় ? আমাকে কি কালই যেতে হবে

মতি। হাঁ, কাল প্রাতেই তোমাকে যেতে হবে। তোমাকে আমি
[illegible] অনর্থক তোমাকে পুষতে পারি নে। তো
কে পারে ভুঞ্জিতে সুখ, ছে। তোমার বাপের সঙ্গে আমার এ
[illegible] বই ত নয় ? মরবার সময় তিনি তার তোমার জন্য টাকা
কিছু রেখে যান নি ?—তা কাঁদলে আর কি হবে, বাপু—কাঁদলে ত অ
আপনি এসে তোমার পায় গড়িয়ে পড়বে না ?

বিনয়। আজ্ঞা না, তার জন্য কাঁদছি না। (অশ্রুমোচন।) আ
আশ্রয়ে এতদিন প্রতিপালিত হয়েছি, এখন আপনাদের ছেড়ে যেতে
তাই মন কেমন করছে।

মতি। তা, বাপু, এখন বিদায় হও। কাল সকালে দেখা না হলেও
পারে, আমার ঘুমটা কিছু বেলায় ভাঙ্গে, জানইত। সর্ব্বদা কাগজ পত্র দে
হয়, আর ত ছাড়া অন্য কাজ কর্ম্মও আছে।

ভৃত্য। (স্বগত) কাজকর্ম্ম ত কতই, কেবল বসে বসে ভড়র ভড়র হুকে টানা, সন্ধে হলেই পা টেপান, আর সমস্ত রাত্তির——। যে চড়টা মেরেছে, গালটা একেবারে ফুলে উঠেছে।

বিনয়। (সাশ্রুনয়নে) তবে আমি বিদায় হই। আপনার কাছে কত অপরাধ করেছি;—মার্জ্জনা করবেন।

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও প্রস্থান।

মতি। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) মাংস তয়ের হল কি না দেখে আয়। যা, শিগ্গির যা, যা না বেটা।

ভৃত্য। (প্রস্থান করিতে করিতে স্বগত) লাফিয়ে যাব না কি ? বড়মানুষ বাবুদের একবার বিশেতা পুরুষ গরিব করে ফেলে, আর আমাদের মত খেটে খেতে হয়, ত বাবুভেয়েরা টেরটা পান। এই রকম করে দিন রাত্তির খাটায়, মুখ খিচোয় আর মার ধর করে বলেই ত আমাদের মন ভেঙ্গে যায়, আপনার মনীব বলে একটা মায়া থাকে না, জিনিষ টিনিষ অপচ আর চুরি চামারি করতে ইচ্ছে যায় ?

[প্রস্থান।

অপর পার্শ্ব হইতে গোপীনাথের প্রবেশ।

মতি। (তীব্রভাবে) কিরে গুপে, দেখেছিস ত ভাল করে ? চিনে নিতে পারবি ?

গোপী। (শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক) হাঁ—া—াঃ। যাকে আমি একবার এই চক্ষু দিয়ে দেখেছি, তাকে হজম করেছি।

মতি। নজরে রাখিস, কোথায় যায়, কি করে। বুঝেছিস ত ?

গোপী। হুঁ, হুঁ।

মতি। দু দিন চার দিন অন্তর আমাকে খবর দিবি। কিন্তু আমার হুকুম না পেলে কিছু বাড়াবাড়ি করিস নে। যা যা বলে দিয়েছি সব যেন মনে থাকে। (গোপীনাথকে অর্থপ্রদান পূর্ব্বক) এখন এই নে। যেমন কাজ দিবি, তেমনি পাবি।

গোপী। আচ্ছা, তার জন্যে ভাবনা নেই, আমার ঠেঁয়ে ব্রহ্মাস্ত্র আছে। (হস্তস্থিত লগুড়া প্রদর্শন)।

মতি। তবে এখন যা, চাকর বেটারা আবার কে কখন এসে পড়বে।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

মতি। (সাহ্লাদে) ছোঁড়াটার টাকা খুব হাত করেছি, যা হোক।—কি করবে আমার ছোঁড়া? হঃ। যাই এখন, দু দিন হবিষ্যি করে আছি বল্লেই হয়।—আজ একবার কামিনীর কুঞ্জে যেতে হবে। ভুবনমোহিনীকে আর ভাল লাগে না। চিরকাল কি এক জন কে ভালবাসা যায়? এ যে প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ, বাবা! (পরিক্রমন ও চিন্তা)। কিন্তু আগুন নেবে না কেন? সুখ হাতে পেয়েও পাই নে কেন? ওয়ার্ড্‌স্ ইনিষ্টিটিউসনে যখন ছিলেম, সেই সময় থেকেই ত সকল বিদ্যার পারদর্শী হয়েছি, সুখের সাগর ক্রমাগত মন্থন করছি, কিন্তু পিপাসা নিবৃত্তি হয় কই? আর তা ছাড়া মনটা কখন কখন এরকম চঞ্চল হয় কেন? কিছুই যেন ভাল লাগে না?—আঃ, দূর ছাই, আর ভাবতে পারি নে। দারু পিয়ে, বাবা, সব চলা বাগা। কালিদাস ভায়া ঠিক বলে গিয়েছেন,

"শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিসস্য বিষমৌষধং।"

মদ আর মেয়েমানুষেই ব্যাধি চিন্তা জন্মায়, আবার তাতেই যায়।—সবই ফক্কিকার, বাবা, চক্ বুজলে আর কিছুই নয়। কেবল মাত্র সত্য—সংখ্যা এক। দু এক বেটা লেখা পড়া শিখে আবার "দেশহিতৈষী" হতে আরম্ভ করেছেন! আরে আমার দেশহিতৈষীরে! মরে গেলে বুঝি "দেশহিতৈবিতা" সঙ্গে যাবে? "জলবুদ্বুদবৎ!" যতক্ষণ আছ, বাবা, খাও দাও, মজা করে নেও।—কিন্তু তার পর?—তার পর আবার কি? হুক্ গেঁজার ভেলকী। আমি ওসব মানিনে।—কিন্তু বাস্তবিক কি আমি সুখ ভোগ করছি, না কেবল সুখ পাবার আশায় এ দিক্ ও দিক্ ছুট ফট করে বেড়াচ্ছি?—নাঃ, মিছি মিছি কতকগুল ভাবলে আর কি হবে? পেটে "অগ্নি জল" পড়লেই সব সেরে যাবে এখন। যাই দম আর যাই কর, বাবা, এর বাড়া আর কিছু নেই।

দুইজন নর্ত্তকীর প্রবেশ।

মতি। আরে, এ যে বিনা মেঘে বৃষ্টি!!!

নর্ত্তকীদ্বয়। আপনিই আমাদের মনে রাখেন না, তা বলে কি আর মরা আপনাকে ভুলতে পারি?

নৃত্য ও গীত।

রাগিণী খাম্বাজ,— তাল ঠুংরি।

তেরি পালংগ পরে কংকণ টুটা .
কর নেহি টুটা মেরি কংকণ টুটা ॥
কংকণকো শোচমে, ভয় হয় বাওরি,
শাশ, ননদীকো, মিলন ছুটা।

মতি। বাঃ, কেয়াবাৎ হায়! চল, চল, বড় নাচঘরে চল। ওসব কি এখানে জমে?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আনন্দপুর, মতিলাল বাবুর বাটীর অন্তঃপুর।

বিনয় ও বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিনয়। মা, আমি আপনার কাছে বিদায় হতে এসেছি।

বিন্দু। (দুঃখিতস্বরে) বাবা, নিতান্তই যাবে? কবে যাবে, বাবা?

বিনয়। মা, এখনই যাব।

বিন্দু। এখনই যাবে, বাবা?

বিনয়। হাঁ, মা।

বিন্দু। (অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া) তুমি আমাকে কেমন করে ছেড়ে যাবে বাবা? তুমি ছাড়া আমাকে মা বলে ডাকবার আর কেউ নেই যে, বাবা?

বিনয়। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) মা, বছর দুই পরে আবার আপনার সঙ্গে এসে দেখা করব।

বিন্দু। বাবা, ততদিন আর আমি বাঁচলে ত? বাবা, আমাকে মা বলে ডাকবার বুঝি এই শেষ হল। আমার ছেলে পিলে কিছু হয়নি। (অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক) তোকে মানুষ করে বিনয়, আর তোর মুখে মা মা শুনে, আমি সে দুঃখ এতদিন ভুলে ছিলেম। তোকে পেটের ছেলের মত দেখতেম। বাবারে আমার সে নেবান আগুন আজ আবার জলে উঠল। বাবারে, আর আমাকে কেউ মা বলে আমার কাছে আসবে না? আর ত আমাকে কেউ মা বলে ডাকবে না?

বিনয়। (গদ্গদস্বরে) মা, আপনি এত উতলা হবেন না। আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, আমি আবার আসব। শীঘ্রই আসব। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।

বিন্দু। একটু দাঁড়াও বাবা, আমি আসছি।

[প্রস্থান

ভুবনমোহিনীর প্রবেশ।

ভুবন। (ত্রস্তভাবে) বাছা, যাবার আগে তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। আমার মাথা খাও, অতি অবিশ্যি একবার দেখা করবে।

বিনয়। (সঙ্কোচের সহিত) আপনার কাছে যেতে——

ভুবন। তোমার লজ্জা করে। (চক্ষু মুছিয়া) আমি অসতী বলে আমাকে সকলেই ঘৃণা করে। (বিনয়ের হস্ত ধরিয়া) বাবা, তোমার হাতে ধরে বলছি, একটিবার আমার কাছে যাবে। তোমারই ভালর জন্য বলছি।

বিনয়। (সাশ্চর্য্যে) আমার ভালর জন্য!

ভুবন। হাঁ। বাছা, তোমারই ভালর জন্যে। তোমাকে এক জন প্রাণে নষ্ট করবার চেষ্টায় ফিরছে।

বিনয়। (সভয়ে) অ্যাঁ, সে কি?

ভুবন। সে অনেক কথা, বাছা।। (সশঙ্কিতভাবে) এখানে তা বলতে পারিনে: সে টের পেলে, তোমাকেও প্রাণে রাখবে না, আমাকেও না।

বিনয়। সে কে?

ভুবন। একটু আস্তে কথা কও, বাছা। কি জানি কোন শত্তুর, কোন কান দিয়ে শুনতে পেয়ে সর্ব্বনাশ বাধিয়ে দেবে। যেও, বাছা, একবার আমার কাছে, সব জানতে পারবে। মদের মুখে আমাকে বলে ফেলেছে।

বিনয়। আ—চ্ছা যা—ব।

ভুবন। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

[ভুবনমোহিনীর প্রস্থান।

বিনয়। লোকের কাছে মুখ দেখায় কেমন করে? মতিলাল বাবু সম্পর্কে শ্বশুর, তাই—।—যাব কি? না, যাব বলেছি একবার যেতেই হবে।—ভয়ও হচ্ছে। কিন্তু আমার ত কেউ শত্রু নেই? কে আমার অনিষ্ট আচরণ করবে? প্রয়োজনই বা কি? গরিবের সঙ্গে শত্রুতা করে লাভ?

বিন্দুবাসিনীর পুনঃপ্রবেশ।

বিন্দু। বাবা, এই টাকা গুলি নেও। তোমার পথের খরচে লাগবে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্বগত) বাবা, তোমারই টাকা তোমাকে দিচ্ছি।

বিনয়। আমার টাকা আছে যে, মা!—এই দেখুন। আর আমি টাকা নিয়ে কি করব, মা?

বিন্দু। তোমার ওতে কোন না কোন সময়ে উপকার হতে পারে। আমি ব্যগ্রতা কচ্চি, বাবা, টাকা গুলিন নেও। ফিরিয়ে দিও না, লক্ষ্মী বাবা আমার।

বিনয়। মা, আপনি আমাকে অমন করে বলছেন কেন? আমি কি কখন আপনার কথা অবহেলা করেছি? মা, জ্ঞান হয়ে অবধি আপনাকেই মা বলে জানি। আপনার কথা কি কখন অবহেলা করিতে পারি? এই দেখুন, আমি টাকা গুলি নিলেম।

বিন্দু। বাবা, তোর জন্যে আমার পোড়া মায়াটা বেড়ে উঠেছে যে, বাবা! আমাকে কে এমন করে কথা বলবে, বাবা? (রোদন)।

বিনয়। (সাশ্রুনয়নে) মা, একটু ধৈর্য্য ধরুন। বেলা হলো, আ আশীর্ব্বাদ করে বিদায় দিন্।

বিন্দু। তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করব, বাবা? এই আশী করছি, যে দেবব্রাহ্মণে যদি আমার ভক্তি থাকে, আমি যদি একমনে পতি করে থাকি, তোমার কখন কোন বিপদ হবে না, আর যদিই হয় ত থা না, কেটে যাবেই যাবে।

বিনয়। মা, আমার ভয় হচ্ছে, এই বাড়ী থেকে বেরুলেই আমার একটা বিপদ হবে, কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদ কখন বৃথা হবে না। মা, ত এখন বিদায় হই। আহা, মা কথাটা কি মধুর! দেশে বিদেশে, বি আপদে, রাজপ্রসাদে কি কারাগারে, একবার মুখে উচ্চারণ করলেই ম অর্দ্ধেক দুঃখ লাঘব হয়। (অশ্রু মুছিয়া) মা, তবে আসি।

বিন্দু। (সরোদনে) চল, বাবা, তোমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে আসি বাবা, তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকব, বাবা, কেমন করে থ রে? (অতিশয় রোদন)।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
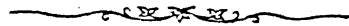
খড়দা, শরৎবাবুর বাটীর দফতর খানা।

এক খানি খাতা ও এক তোড়া মুদ্রা লইয়া

ভগবানের প্রবেশ।

ভগ। (মুখবিকাশ পূর্ব্বক) আর বেঁচে সুখ নেই। দিন রাত্তির হিসেব আর পত্তর, হিসেব, আর পত্তর। (উপবেশন)। একদণ্ড আয়েষ করবার জো নেই। বাবু কেবল কলকেতাতেই থাকবেন। কেবল কেতাব, খবরের কাগজ আর সভা নিয়েই আছেন। বিষয়টার দিকে একবার দেখবেন না। "অমুক জায়গায় দুর্ভিক্ষ, ১০০ টাকা পাঠিয়ে দেবে", "অমুকের বড় বিপদ, ৫০ টাকা দেবে", অমুকের স্কুলের মাইনে দেবে", "অমুকের বই কিনে দেবে"; "অমুকের ঘরটা ঝড়ে পড়ে গেছে, তুলে দেবে",—লিখতেই আছেন। দিনের মধ্যে দশ খানা চিঠি লেখেন কি না, আমাদের গ্রামে অন্নাভাবে কারও যেন কষ্ট না হয়। তা আমার হাত দিয়ে যে টাকা যায়, আর কেউ হলে তাতে ঘর বাড়ি তয়ের করে নিত, আমি অনেক কালের পুরণ চাকর বলেই অধর্ম্মটা করি নে। যা মাসে ২৫।৩০ টে টাকা এ দিক্ ও দিক্ করে উপরিলাভ করে থাকি। না করলেই বা সংসার চলে কিসে? মাগ ছেলেকে ত খাওয়ান চাই? তা ফি বছর বশেক ভট্টি মাসে গরিবদের যে জল ছোলা দিই, তাইতেই পাপ কেটে যায়। আর রোজ বাড়িতে বিগ্রহর সেবা হচ্ছে—জাগ্রত ঠাকুর। তাতেও বা কোন না মাসে দু টাকা খরচ হয়। হরি—ই—ই, রক্ষা কর।

একজন লোকের প্রবেশ।

লোক। মশাই, আমার সেই হিসেবটা একবার দেখে দিলেন না?

ভগ। আজ্ঞে হাঁ, বসুন, আজই দেখে দেব। ওরে ভোলা?

নেপথ্যে। আজ্ঞে—এ—এ—এ।

ভগ। আরে, বোসজা মশাই এসেছেন, এক ছিলিম তামাক দে বা। মি কড়া সাজিস্।—আমি, মশাই, ভ্যানসা ট্যানসা ভাল বাসি নে। ও বাবুদের সাজে। একবার টানলুম, আর সব জল হয়ে গেল। তামাক খা ত মিঠে-কড়া খাবে।

ভোলার প্রবেশ ও তামাকু দিয়া প্রস্থান

(উভয়ের ধূমপান।)

ভগ। কত টাকা সবশুদ্ধ, মশাই?

লোক। আজ্ঞে ১৩৭।৶০।

ভগ। দেখি। (লোকের প্রদত্ত হিসাব খাতার সহিত মিলাইয়া) হঁ ঠিক আছে। কিন্তু, মশাই, আপনি পূর ১৩০ টাকা পাবেন। বক্রীটে আমা দক্ষিণে বলেন ত এখনই দিই। আর তা না হলে দুটি মাস চক্র।

লোক। না, মশাই, আমার ভারি দরকার, আমার আজই চাই। আপনি ১৩০ টাকাই দিন।

ভগ। (১৩০ টাকা দিয়া) একটা সই করে দিন।

লোক। (সেই রূপ করিয়া ও টাকা গণিয়া লইয়া) আচ্ছা, মশাই, বা কি বে-করবেন না? বয়েস ত ২৫।২৬ হবে। সুন্দর পুরুষ, টাকার অভাব নেই। আর ভগ্নীর বেরই বা কল্লেন কি? তারও ত সমস্ত বয়েস ১৬।১৭ হবে শুনছি। অত বড় বনকে আইবুড় রেখেছেন কেমন করে, লজ্জা করে না? এর পর তাকে বে করবেই বা কে? আপনারা বলতে পারেন না?

ভগ। বের জন্যে ভাবনা নেই। বড় মানুষের বাড়ির মেয়ে, তাতে আবার খুব সুন্দরী।

লোক। বলি তা যেন হল, তা বলে কি বুড় হলে তার বে দেবেন নাকি আপনারা বলতে পারেন না? কি লজ্জার কথা, ১৬।১৭ বছরের আইবুড় বর ঘরে

ভগ। আমরা কি বল্‌তে কসুর করি, মশাই? তিনি বের কথা মোটে কাণে ঠাঁই দেন না, তার কি করব? নিজেরও না, বনেরও না। আর ঐ যে আর একটি মেয়ে আছে, তারও না। তারও বয়েস অনেক হয়েছে, ১৭।১৮ হবে।

লোক। আচ্ছা, মশাই, তাদের যে কত্তে ইচ্ছে যায় না?

ভগ। তারা কি আর বাবুকে বলবে, আমাদের বে দাও? বাবুও তাদের বের নাম গন্ধ করেন না, তারাও কিছু বলে না। যে যা কি জানেন, মশাই, কপালের কথা, বড়মানুষ হলেও হয় না, গরিব হলেও হয় না। ঐ যে কথায় বলে—

যার কপালে নাই কো ঘি।
ঠক্‌ঠকালে তার হবে কি॥

লোক। (সঙ্কেত পূর্ব্বক) বলি, মশাই, সে সব কিছু নয় ত?

ভগ। আজ্ঞে না, তা কিছু নয়। সে দিকেই না। আমি এ বাড়িতে একাদিক্রমে প্রায় বার বচ্ছর চাকরি কচ্ছি, তা এতটা কালের মধ্যে সে সব কিছু দেখিও নে, শুনিও নে। মেয়ে দুটি বড় ভাল। তবে একটু উচক্কা-উচক্কা গোছ।

লোক। সে কি রকম?

ভগ। এই যার তার সঙ্গে কথা কওয়া আছে। মাথায় ঘোমটা টোমটা দেওয়া নেই। তা ওসব কি জানেন, মেয়েদের লেখা পড়া শেখার ফল। তাতে আবার বাড়িতে গিন্নি বান্নি মেয়েমানুষ ত কেউ নেই। যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ায়। তবে মেয়ে দুটি অন্য বিষয়ে খুব ভাল। আমার ছোট ছেলেটার যখন ভারি ব্যারাম হয়, তখন দুজনে তাকে দু বেলা দেখতে যেত, তা ছাড়া ওষুধ টষুধ খাওয়ান, বেদানা ছাড়িয়ে দেওয়া, কোলে করে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ান, সকল রকম করেছে। সে সব বিষয়ে খুব ভাল। আর দুঃখী কাঙ্গালির উপর বড় দয়া। সে দিন তাঁরা খেতে বসছেন, এমন সময়ে জন ১০।১২ লোক বর্দ্ধমান অঞ্চল থেকে এসে উপস্থিত হল,—জীর্ণ শীর্ণ, তিন দিন অন্নাভাবে মৃতপ্রায়। তাঁরা তেমনি খাওয়া ছেড়ে উঠলেন।

আর দুজন রাঁধুনীতে সব পেরে উঠবে না বলে, আপনারাও তাদের সঙ্গে যোগাড় দিলেন, তার পরে সকলের পরিতৃপ্তি রকম খাওয়া হলে, নিজেরা খেতে বসলেন।

লোক। তবে ত খুব ভাল বলতে হবে। বড় মানুষের, কি কারও, ঘরে এরকম মেয়েছেলে আজকাল বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আচ্ছা মশাই, তারা নাকি খুব লেখা পড়া শিখেছে?

ভগ। খুব। বাঙ্গালা, ইংরাজি দুইই। এমন কি কেতাব পর্য্যন্ত নাকি লিখতে পারে। দুখানা কি ঐ যে মেয়েদের খবরের কাগজ আছে, বামা বোধিনী আর অবলাবান্ধব, ডাকে আসে দেখতে পাই, তাইতে নাকি মাঝে মাঝে লেখে।

লোক। আচ্ছা, চাল চুল কেমন?

ভগ। সে, মশাই, কেমন কেমন এক রকম। গওনা বড় একটা পর নেই। কখন ইচ্ছে হয় দু এক খানা পরা হল, না হয় না হল। মল ত পরেই না হাতও কখন কখন শুদ্ধ থাকে। আলতা টালতার সঙ্গে সম্পর্কই নেই।

লোক। ওঃ, তবে খ্রিষ্টানি মত, বোঝা গিয়েছে।

ভগ। আজ্ঞে না, তাই বা বলি কেমন করে? গির্জ্জেয়ও যায় না, আর বাড়িতে বসেও সুর করে, "হে প্রভু ঈশু খৃষ্ট, আমাদিগের আত্মাকে পরিত্রাণ কর, আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও", বলে চেঁচায় না।

লোক। (হাস্য পূর্ব্বক) আলো থেকে অন্ধকারে কি, মশাই?

ভগ। না, না, খুড়ি, ওটা বলবার ভুল হয়েছে। অন্ধকার থেকে আলোয়। তা একি কথা, উনিশ বিশ মাত্তর।

লোক। বলি, মশাই, ওরা অ্যা নয়, অও নয়, তবে ওরা কি?

ভগ। তা বলতে পারি নি, মশাই, কি। আমি নিজেই বুঝি নে, তা আর আপনাকে বলব কি?

লোক। ভদ্দর লোকের বাড়ির মেয়ে ছেলে, গওনা টওনা পরে না, পায়ে আলতা দেব না, এত ভাল কথা নয়?

ভগ। মশাই, আপনাকে আর একটা কথা বলি, শুনলে আশ্চর্য্য হবেন। কাকেও বলবেন না কিন্তু।

লোক। মহাভারত, তাও কি হয়! কি, মশাই, বলুন দেখি, ঈশ্বর কাণ দিয়েছেন, শুনি।

ভগ। (মৃদুস্বরে) মশাই, বলব কি, জামা গায়ে দেয়, মোজা পরে—(অধিকতর মৃদুস্বরে)—আর কখন কখন বিবিদের মত বুট পায়ে দেয়।

লোক। (চক্ষুবিস্তার পূর্ব্বক) অ্যাঁ—া—্যাঃ, বলেন কি, মশাই!—জামা গায়ে দেয়!—মোজা পরে!!—বুট পায়ে দেয়!!!

ভগ। হ্যাঁ, মশাই। যাগগে, মশাই, আমাদের ওসব কথায় থেকে কাজ নেই। বড় ঘরের বড় কথা।

লোক। মশাই, আমি অবাক্ হয়েছি। এমন কথা আমি বাপের জন্মে কখন শুনিনি!—জামা গায়ে দেয়!—মোজা পরে!!—বুট পায়ে দেয়!!!——আচ্ছা, মশাই, বাবু নিজে লোক কেমন?

ভগ। ঐ, এক রকম। কি যে কিছু ঠিক করে ওঠবার জো নেই। তবে ন ধ্যানটা খুব আছে। দোষের মধ্যে এক রাগ। রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে ।। রাগ পড়ে গেলে আবার জল—একেবারে জল। সে মানুষ যেন নয়। কটু একটু পাগলামী ছেলেমান্সিও আছে। কিন্তু এ সব কথা কাকেও বেন না যেন?

লোক। রাম, রাম, তাও কি হয়। (উত্থান পূর্ব্বক) বলি ওপাড়ায় ড়ুয্যো মশাইদের বাড়ী আজ খেমটার নাচ হবে দেখতে যাবেন কি?

ভগ। মশাই, আমার কি আর যাবার [illegible] আছে, যে যাব? আচ্ছা, দেখি ঘণ্টা খানিকের জন্যে যেতে পারি।—বাব আমাদের খেমটার নাচ চর উপর বড় চটা।

লোক। (সাশ্চর্য্যে) খেমটার নাচ, এমন সখের জিনিষ, তার উপর চটা! া কিবে অঙ্গভঙ্গী! আর কিবে মিষ্টি গান! মন একেবারে ভিজে যায়! র করিয়া) "নবীন নাগর——"

ভগ। (সভয়ে, লোকের মুখে হস্তাবরণ পূর্ব্বক) মশাই, করেন কি. ন কি, বাড়ীতে মেয়েরা আছেন, তাঁরা, শুনতে পাবেন যে?

লোক। (সক্রোধে) মশাই, বুট পায়ে দিলে দোষ হয় না, আর একটা খেমটার গান শুনলেই যত মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে পড়ে? এ যে কলির উলট বিচার?

ভগ। তা না হলে আর কলিকাল বলেছে কেন।

লোক। তবে, মশাই, আমি এখন আসি, বেলা হল।

ভগ। আসুন, আমিও উঠি। তামাকটে আর একবার ইচ্ছে করবেন না।

লোক। মশাই, আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছে। আর তামাক খাবার ইচ্ছে নেই। (প্রস্থান করিতে করিতে) জামা গায়ে দেয়!—মোজা পরে!!—বুট পায়ে দেয়!!!—হরিবল বল মন একবার। কালে কালে সব একাকার হল আর কি, কিছুই রইল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান, শরৎবাবুর বাটীর অন্তঃপুর।

সরোজিনী ও সুকুমারী আসীনা।

সুকু। দিদি, "বোম্বাই এর পার্সিদিগের সমাজবন্ধন ও আচার ব্যবহার" বলে যে এক খানি নূতন বই বেরিয়েছে, তা পড়েছ?

সরোজ। না, কেমন হয়েছে?

সুকু। বেশ বই হয়েছে।—পার্সিদের মধ্যে দুঃখীদের ভরণপোষণের জন্য বড় ভাল নিয়ম আছে। হাঁ, দেখ, দিদি, দুঃখীদের কথায় মনে পড়ে গেল,—তোমাকে সকলে ভাল বাসে, বলে সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আহা কি কথা থেকেই কি কথা আনলেন! আমি অন্নপূর্ণা, তবে তুমি কি?

সুকু। (সরোজিনীকে আলিঙ্গন করিয়া) আমি আর কি, শুধু সুকুমারী, তোমার ছোট বন্।

সরোজ। তোমার মেয়ে কেমন আছে?

সুকু। আমার মেয়ে!

সরোজ। কেন, ঐ যে বসুন্ধরার কোলের মেয়েটি, যে তোমাকে মা মা বলে ডাকে, তোমার হাতছাড়া আর কারও হাতে ওষুধ খায় না।

সুকু। সে আজ একটু ভাল আছে। কাল অবধি আর জ্বর আসে নি।

সরোজ। সুখ, দেখ, অনেক দিন তোমার দাদার কোন চিঠি পাওয়া যায় নি। মনে বড় ভাবনা হয়েছে।

সুকু। আমারি দাদা, তোমার কি কেউ নন?

সরোজ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) আমার আর কে, বন্? আমাকে দয়া করে একটু ভাল বাসেন বই ত নয়?

সুকু। একটু? বরং তোমাকে আমার চেয়ে বেশি ভাল বাসেন।

সরোজ। (সজলনয়নে) বন্, তুমি তাঁর মায়ের পেটের ভগ্নী, আর আমি কে বল দেখি? পিতৃমাতৃহীনা বালিকা। অনুগ্রহ করে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। তা আমাকে যে এত স্নেহ করেন, এই যথেষ্ট।

সুকু। তোমার, ভাই, আর কিছুতেই মন ওঠে না। আচ্ছা, দাদা বাড়ি আসুন আগে, দাদাকে সব বলে দেব।

সরোজ। না, না, সুখ, আমার মাথা খাস, তাঁকে এ কথা বলিস নে। শুনলে তিনি মনে দুঃখ পাবেন।

একজন দাসীর এক খানা পত্র লইয়া প্রবেশ।

দাসী। দিদিঠাকরুণরা, সরকার মশাই এই চিঠি খান পাঠিয়ে দিলেন, বল্লেন, কলকেতা থেকে এসেছে, তোর দিদিঠাকরুণদের দিয়ে আয়।

[পত্র প্রদান পূর্ব্বক দাসীর প্রস্থান।

সুকু। এই নাও, চিঠি চিঠি করে ভাবনায় মরছিলে, তোমার চিঠি এসেছে।

(উভয়ের নীরবে পত্র পাঠ।)

সুকু। (হাস্য করিয়া) আমরা বাঁদরের বংশে জন্মেছি কি না, এই নিয়ে সভায় তর্ক! ওমা, কোথায় যাব! ওমা, কোথায় যাব!

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) চুপ কর্ না, বন্, একটু। আগে চিঠি খানা সব পড়ে নিই, তার পর যত পারিস হাঁসিস এখন।

(পুনরায় পত্র পাঠ।)

সুকু। (ওষ্ঠ ফুলাইয়া) দাদা আমাকে পাগলী বলেছে। আচ্ছা দাদা বাড়ী এসে দাদার সঙ্গে ত কথা কইব না। আমি বুঝি পাগলী?

সরোজ। (হাস্যপূর্ব্বক, সুকুমারীর গাল টিপিয়া) তোকে ভাল বাসেন বলেই বলেছেন।

সুকু। তোকেও ত ভাল বাসে, তোকে তবে পাগলী বলে নি কেন? হুঁ—উ—উ—উ।

(পুনরায় উভয়ের পত্র পাঠ।)

সরোজ। (পত্রপাঠানন্তর স্বগত) "নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা, শরৎকুমার দত্ত"—"নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা"! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

সুকু। তুমি কি ভাবছ, দিদি?

সরোজ। ভাবব কি, বন্? আচ্ছা, এ চিঠির কি উত্তর দেব, বল দেখি?

সুকু। কথাটা ভাঁড়ালে বুঝি? তুমি আমাকে সব কথা খুলে বল না কেন, দিদি? হ্যাঁ, দিদি, আমি কি তোমার পর?

দাসীর পুনঃপ্রবেশ

দাসী। ওগো দিদিঠাকরুণ রা—হিঃ হিঃ হিঃ।

সরোজ। কি, ঝি, হয়েছে কি? অত হাঁসছ কেন?

দাসী। হিঃ হিঃ হিঃ। এক জন ঘটকী—হিঃ হিঃ হিঃ।

সুকু। হাঁসির রকম দেখ, হয়েছে কি বল্ না?

দাসী। হিঃ হিঃ হিঃ। ওগো ছোট দিদিঠাকরুণের বের সম্বন্ধ এসেছে! হিঃ হিঃ হিঃ।

সুকু । মরণ আর কি । হেঁসে গেলেন ।

সরোজ । (হাস্য পূর্ব্বক) কার সঙ্গে ?

দাসী । ওগো, আনরপুরের মতিলাল দের সঙ্গে । তার একটা বৌ আছে, হিঃ হিঃ হিঃ ।

সরোজ । এ সম্বন্ধ আনলে কে ?

দাসী । হিঃ হিঃ হিঃ । আমার হাঁসতে হাঁসতে নাড়ী ছিঁড়ে গেল, না! এক মাগী ঘটকী এনেছে । আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি ।

দাসীর প্রস্থান ও ঘটকীকে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ ।

সরোজ । কার সঙ্গে সম্বন্ধ, বাছা ?

ঘটকী । আনরপুরের জমীদার মতিলাল দের সঙ্গে । খুব বড় মানুষ, অনেক দেবে থোবে ।

সরোজ । তাঁর এক স্ত্রী আছে না ?

ঘটকী । তা থাকুক না কেন ? (সুকুমারীকে নির্দ্দেশ করিয়া) তিনি ওঁরই হবেন । তিনি অমন সোন্দর যুবো মাগ ছেড়ে কি আর একটা আন্-বুড়ো মাগীকে সোহাগ করবেন ?

(সরোজিনী ও সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী) ।

দাসী । হিঃ হিঃ হিঃ । হাঁ গা, তোমাদের বাবুর বয়েস্ কত গা ? আর দেখতে [illegible] কার্ত্তিক ঠাকুরের মত না ? হিঃ হিঃ হিঃ ।

ঘটকী । আ মর্, কেরে এ মাগীটে ? এত হাঁসে কেন ? মতিলাল বাবুর বয়েস্ না হয় একটু বেশি হয়েছে, আর না হয় তিনি দেখতে একটু কাল । তাতে কি এসে যায় ? যে ইন্দিরের মত টাকা আছে, একবার হুঁ কল্লে কত গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে লোকে নিয়ে এসে তাঁর পায়ে সেধে দে যায় ।

সরোজ । (উঠিয়া, সুকুমারীকে দক্ষিণবাহু দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক) বাছা, তোমার বাবুকে বোলো, যে তাঁর মত একশ মতিলাল দের একশটা বিষয় এনে দিলেও আমার সুকুমারীর পায়ের একটা আঙ্গুলের দাম হয় না [illegible]

ঘটকী । তুমি ওঁর কে হও, বাছা ?

সরোজ । (সগর্ব্বে) আমার ছোট বন্ ।

ঘটকী। শুন্ বন্, এইতেই, বাছা, এত গুমোর, না জানি ওঁর দাদা হলে কি কত্তে।

দাসী। তিনি হলে তোমাকে গলা টিপে বাড়ি থেকে বার করে দিতেন।

ঘটকী। (ভাওয়া—সক্রোধে) আমি ঘটকী, আমার রাজা রাজড়ার বাড়ি পর্য্যন্ত যাওয়া আসা আছে, আমার এমন অপমান? আমি চল্লেম, কিন্তু এ বাড়ির কক্ষণ ভাল হবে না। মতিলাল বাবু এমন নন, দিন দশ বারর মধ্যে যদি তিনি তোমাদের চোকের জলে নাকের জলে এক না করেন, আমি বামুনের মেয়ে নই।

[সরোষে প্রস্থান।

দাসী। আমার সুদকে তুই ওঁদের শাপ দিস, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা? ডাঁড়া, মাগী, ডাঁড়া, তোর মাথায় ঘোল ঢেলে তোকে গঙ্গা পার করে দেব। ডাঁড়া না, মাগী, তোকে ঝাঁটাপেটা করি একবার। অরে অ মাগী—ঈ—ঈ।

[দাসীর প্রস্থান।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) মতিলাল বাবুকে বে করবি?

সুহৃ। কেন, তুমি কর গে না।

সরোজ। আচ্ছা, তোর তাকে না মনে ধরে, আর একটা না হয় খুঁজে এনে দিইগে চল্। তার জন্যে আর এত দুঃখ কেন?

সুহৃ। তোকে যদি না বড্ড ভাল বাসতেম, দিদি, ত তোর সঙ্গে আর ঝকড়া কত্তেম।—কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে, দিদি, ঘটকী যে শাসিয়ে গেল।

সরোজ। হাঁাঃ, ঘটকীরা, অমন বলে থাকে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতার এক প্রান্তে এক রাজপথ।

এক বৃক্ষতলায় একজন পাহারাওয়ালা এবং একজন নাগরিক উপবিষ্ট।

পাহা। আরে, ভাই, সব নসীবকা বাত হৈ। যিসকো কিস্মেনজি দেতে হৈঁ, উসকো মিলতা হৈঁ। যিসকো নাহি দেতে হৈঁ, উসকো নাহি মিলতা হৈঁ। নসীবকা লিখে।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। বেশ হয়েছে। এই পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করি। পাহারাওয়ালাজি, এই কি কলিকাতা যাবার পথ?

পাহা। (বিনয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) কাহে জি?

বিনয়। আমি আনরপুর থেকে আসছি—কলিকাতায় কর্ম্মের চেষ্টায়।

পাহা। (চিন্তাপূর্ব্বক) হুঁ। আপকা পাস কুছ রুপেয়া হৈ?

বিনয়। কেন?

পাহা। (নাগরিককে সঙ্কেত পূর্ব্বক) অব কলকেত্তামে যানেকা হুকুম নহী হৈ, লেকেন যো যো আদমি রোঠো করকে রুপেয়া দে সেক্তা, উনিকে যানেকা ইক্তেয়ার হৈ। কোম্পানি বাহাদুরকা হুকুম, হাম ক্যা করে?

বিনয়। গবর্নমেণ্ট এই টাকা নিয়ে কি করবে?

পাহা। আরে ভাই, উয়হ্ বড়া মজেকা বাত হৈ। কোম্পানি বাহাদুর ওহি রুপেয়াসে বান্দরকা নাচ দিলাওএগা।

বিনয়। (সবিস্ময়ে) গবর্ণমেণ্ট বাঁদরনাচ দেবে!

পাহা। হাঁ বাবু, হাম ক্যা ঝুট বোলতে হৈঁ?

বিনয়। আচ্ছা, কি রকম বাঁদরনাচ হবে?

পাহা। শুনিয়ে। চৌরিঙ্গিক ময়দানমে বড়ে বড়ে বাঁশ গাড়তে হৈ।

বিনয়। তাতে কি হবে?

পাহা। উসকা উপর বান্দরকা নাচ হোগা।

বিনয়। বাঁশের উপর বাঁদরনাচ! এ বাঁদর কোথেকে আনবে? আর নাচাবে কে?—বাঁশের উপর বাঁদরনাচ!

পাহা। হাঃ হাঃ হাঃ। বড়ী মজেকা বাত হায়, বাবু সাহেব, বড়ী মজেকা বাত। উয়হ্ যো জুষ্টিস বাবুলোক হৈঁ, মিউনিসিপিলি না ক্যা তো কহতা হৈঁ, ওহি লোগকো বাঁশকা উপর নাচনে হোগা। অওর ওহি লোগকো সব একঠো করকে ঝুম বনায় দেগা। অওর হরেক ঝুমমে এক একঠো রশি বাঁধা রহেগা। জুষ্টিস বাবুলোক সব বব বাঁশকা উপর উঠকে নাচেগা, নিচুসে রশি খিঁচকে উন লোগকো ইধর উধর ঘুমাওএগা।

বিনয়। কলিকাতার জষ্টিস বাবুদের বাঁশের উপর উঠে বাঁদরনাচ নাচতে হবে! আচ্ছা, নাচাবে কে?

পাহা। ছোটা লাট সাহেব ডুম্বুরি বাজাওএঙ্গে, অওর যেসা যেসা করনে হোগা, চিল্লায়কে কহেঙ্গে। অওর উয়হ্ যো চেয়ারম্যান সাহেব হৈঁ, ওহি সাহেব এক হাতমে রশি পাকড়েঙ্গে, অওর দোসরা হাতমে চাবুক লেঙ্গে।

বিনয়। (সচকিতে) জষ্টিস বাবুদের চাবুক মারবে না কি?

পাহা। নহী, বাবু সাহেব, উয়হ্ মারেঙ্গে নহী, চাবুকসে আওয়াজ করকে উন লোগকো ডর দেখলাওএঙ্গে। যে সা বান্দরকা নাচমে করতা হৈ। আওয়াজ শুননেসে বাবুলোক অচ্ছীতরহ্সে নাচেগা।

বিনয়। আচ্ছা, তুমি এসব শুনলে কোথায়?

পাহা। লম্মীবারমে ক্যা যো একঠো বাঙ্গালকা কাগজ ছাপা যাতা হৈ, উসীকা মালিক হামকো কহে হৈঁ।

নাগ। (জনান্তিকে) অরে, সত্যি নাকি রে?

পাহা। (জনান্তিকে) হাঁ সব সচ হৈ, খালি রুপৈয়াকা বাত ঝুট হৈ। দো রুপৈয়ামেসে তোমকো একঠো দেঙ্গে।

বিনয়। সব জষ্টিস বাবুদের কি বাঁদর নাচতে হবে?

পাহা। হাঁ, দো তিনঠো বাবু ছোড়কে সবহিকো নাচনে হোগা।

বিনয়। সে দু তিন জনকে নাচতে হবে না কেন?

প্যাহা। চেয়ারমান সাহেব উন লোগকা পর গোসসা কিয়া। ওহি বাবু লোগকা বড়া ছোটা নজর হৈ। যঁহা চেয়ারমান সাহেব দশ হাজার রুপৈয়া খরচ করনে চাহতেঁ হৈঁ, উয়হ্ বাবু লোগ কহতা হৈ, দোহাজারমে হোগা। চেয়ারমান সাহেব যব টেকস যাস্তি করণে মাংগতেঁ হৈঁ, উয়হ্ কহতা হৈ, এত্তা টেকসকা কুছ দরকার নহী হৈ। ইয়হ্ কৈসা ছোটা নজরকা বাত হৈ? সাহেব লোগ যো কহতেঁ হৈঁ, ওহি করণা মুনাসীব হৈ।

নাগ। অরে বাবু সবে পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন, কলিকাতার ত কিছু জানেন না, কি রকম নাচ হবে বাবুকে একবার দেখিয়ে দেনা।

প্যাহা। আচ্ছা, দেখালাতে হৈঁ। (উত্থান পূর্ব্বক, কটিবন্ধের কিয়দংশ উন্মুক্ত করিয়া) আপ এইঠো হমারা ডুমকা মাফিক পাকড়িয়ে। (বিনয় সঙ্কুচিত) আপকো ডর ক্যা হৈ, আপ পাকড়িয়ে। (বিনয়ের তথাকরণ)। যহাঁ তো বাঁশ হৈ নহী, হাম রাস্তাকা উপর নাচেঙ্গে, লেকেন বাঁশ হোনেসে আচ্ছা হোতা। (নাগরিকের প্রতি) আরে তোম একঠো চাবুক অওর একঠো বাজা লা সেকতে হো?

নাগ। হাঁ, ঐ যে কাছে একটা আস্তাবল আছে, ঐখানে দেখি যদি পাই।

প্রস্থান এবং একগাছা চাবুক ও একটা ডুম্বুরি লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

নাগ। পেয়েছি রে, পেয়েছি।

প্যাহা। বাবু, আপ হমারা ডুম ঠিক রখিয়ে। হাম তো অতি জুষ্টিন বনা হুয়া। লেকেন ডুমমে চোট লাগনেসে জুষ্টিন বাবুলোক বড়া খাপ্পা হোগা। (নাগরিকের প্রতি) তোম, ভাই, ইধর উধর আঁখ রকখো। সার্জ্জন সাহেব অওর কোই আওয়ে, তো হামকো জলদি বোলো।

নাগ। তোমার কিছু ভয় হায় নেই, তোম নাচ্।

প্যাহা। (নৃত্য ও গীত)। অরে বড়া ভালা নাচ হোতা হৈ—জুষ্টিন

বাবু লোগকা নাচ—বড়া মজেদার নাচ—বকসীস দিজিয়ে সব বাবু সাহেব—বড়া ভালা নাচ——

নাগ। (সভয়ে) ওরে, বাবা, সার্জ্জন আসছে, পালা, পালা!

সকলের পলায়ন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, রাজপথ।

গোপীনাথের প্রবেশ।

গোপী। ছোঁড়া গেল কোন্ দিকে? হাত ছাড়া হল নাকি, হ্যাঁ? (নেপথ্যের দিকে অবলোকন পূর্ব্বক, সহর্ষে) এই যে!

নেপথ্যে। আর কত ঘুরব?——এই বাড়িটেতে একবার চেষ্টা করে দেখি।—কেউ বাড়ি আছেন, গো?

গোপী। কে হে তুমি? চেঁচাচ্চ কেন এত?

নেপথ্যে। একজন ভদ্রলোক দেখছি! আঃ, বাঁচলেম!

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। মহাশয়, আমি একজন বিদেশী। এখানে কোথায় বাসা পাওয়া যেতে পারে, আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দিতে পারেন?

গোপী। তুমি ত বড় বোকা হে। এ কলকেত্তার সহর, যেখানে কথায় বলে কড়ি দিলে বাঘের দুধ মেলে, তুমি একটা বাসা খুঁজে পেলে না?

বিনয়। (বিনীতভাবে) আমি এই প্রথম এখানে এসেছি, এখানকার কিছুই জানি নে।

গোপী। তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমাকে আমাদের বাড়িতে জায়গা দেব এখন—এই মুলুকে আমাদের বাড়ি। কোন ভাবনা চিন্তা নেই। আমাদের বাড়িতে কত দিন ইচ্ছে থেক।

বিনয়। আপনার কাছে, মহাশয়, কত যে বাধিত হলেম, তা বলতে পারি নে।

গোপী। আচ্ছা, এস এখন। (স্বগত) তোমাকে বাধিত করবার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছি। (অগ্রসর হইয়া) বলি, ও মামা, মামা কোথা গেলে গো? মামা—আ—আ?

কেনারামের প্রবেশ।

কেনা। আরে খুড়ো যে, এস, বাপ, এস। কোলাকুলি করি এস। (উভয়ের আলিঙ্গন)। বলি সঙ্গে কে?

গোপী। (কেনারামের কর্ণে কথন)।

কেনা। হুঁ—উ—উ! (আহ্লাদে লম্ফ প্রদান।)

বিনয়। (বিস্মিতভাবে) এ কি!

গোপী। ওঁর কোমরে বাৎ আছে বলে কবরেজ ওঁকে বলেছে, "তুমি মধ্যে মধ্যে লম্ফ প্রদান করো, তা হলেই তোমার বাৎ সেরে যাবে।" তাই উনি এখন তখন লাফান।

বিনয়। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক, চিন্তিতভাবে স্থিতি।)

কেনা। তুমি ভাবছ কি হে?

বিনয়। আজ্ঞা—না—ভাবছিলেম,—বলি,—আপনাদের—মামা খুড় সম্পর্ক—কি—করে—হল।

গোপী। (হাস্য পূর্ব্বক) আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। ওস আদরের বুলি!

বিনয়। এক জন বলে মামা, আর এক জন বলে খুড়, এ আদরের বুলি!

গোপী। ও কলকেতায় রেওয়াজ আছে। তাতে কোন দোষ নেই। আদরের বুলি বই ত নয়? ওসব এখানে চলে। এত তোমার পাড়াগাঁ নয়? আমাদের এখানে মামা কি খুড় একটা কিছু বলে না ডাকলে, আদরই হয় না, আর ইয়ারকিও চলে না। মামা খুড় সম্পর্ক দূরে থাক্, কোন কোন বাবুরা নিজের বাপকেই, কত সময়ে কত কি বলে ফেলে।

[কে]না। আরে, তবে সে কথাটাও বলে নিই! আজকাল মেগে ছাতা-

রের নাম ধরে ডাকে! এই যেমন মনে কর, আমার নাম পেলা, তা আমার মাগ আমাকে ডাকবে, (বিকৃতস্বরে) "পেলু ও আমার পেলু, একবার এ দিকে আয়ত রে।" আমাকে তখনি গিয়ে হাজিরি দিতে হবে। যদি একটু দেরি হয়, তা হলেই বিভ্রাট। মাগ বাবুটি রাগ করে গোঁ হয়ে বসে আছেন আর চক্ ছল ছল কচ্চে। সে আবার গুরুমান, ভাঙ্গতে কম নাথ্যি সাধন লাগে না।

বিনয়। (সহাস্যে) কলিকাতায় কি সকল স্ত্রীলোকই স্বামীর নাম ধরে ডাকে?

কেনা। সকল মাগীর কি সোয়ামী আছে, যে আদর করে সোয়ামীর নাম ধরে ডাকবে? সিকি মেয়েমানুষের সোয়ামী মোটেই নেই। (ভঙ্গী পূর্ব্বক) পটল তুলেছেন। আর বাকী বার আনার আট আনার সোয়ামী থেকেও নেই—বারমুখ। অমরাবতীতে দিনরাত্তির সুখ লোটেন। আর তাঁদের স্ত্রীরা—

বিনয়। বাকী চার আনার কি সকলেই স্বামীর নাম ধরে ডাকে?

কেনা। উঁহুঁ। এই আমাদের বেশি ইংরিজি পড়া বাবুদের ভালবাসার মেয়েরা।

গোপী। অরে, আমাদের সেই গানটা একবার শুনিয়ে দিই আয়।

কেনা। সাদা চোকে আর শুকন গলায়, বাবা, কোন্ শালা গান গাইবে?

গোপী। আরে ছি বাবা, আদ বণ্টা অন্তর আরম্ভ কল্লে যে? অত রূপচাকি কই? চল, বাবা, তবে এখন বাড়ি যাওয়া যাক। তুমি এস হে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, এক রাজপথ ও তদুপরিস্থ পুস্তকালয়।

পুস্তকবিক্রেতা আসীন।

শরৎকুমার বাবুর প্রবেশ।

শরৎ। আমাদের শিক্ষিত যুবকদের যত্ন, অধ্যবসায়, তেজ, দেশহিতৈষিতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করলেই একেবারে অন্তর্দ্ধান হয় কেন? এক প্রণয়ই সব গ্রাস করে। প্রণয়ই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করলে। আচ্ছা, দেখি এই প্রবল শত্রুর বিপক্ষে আমি কতদূর করে উঠতে পারি। আমাদের সভায় 'প্রণয় অনর্থ অনিষ্টের হেতু, অতএব জ্ঞানীলোকের সর্ব্বতোভাবে বিবর্জ্জনীয়", এই নামে ত আপাততঃ একটি রচনা পড়ব সংকল্প করেছি। এবিষয়ে ত বই আছে সব পড়ে দেখতে হবে। দেখি, এই দোকানটাতে এ রকম কোন বই আছে কি না। (পুস্তকবিক্রেতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক) আপনার দোকানে প্রণয়ের বিষয়ে কোন বই আছে?

পুং-বি। এই নিধির টপপা গোছ? না, মশাই, আমাদের দোকানে স্কুলের বই আছে। অন্য বই বড় নেই। এসব স্কুলের ছাত্রের দোকান, দেখতে পাচ্ছেন না? এই "বস্তুবিচার" আছে, "ভূগোলবিবরণ" আছে, "পাটীগণিত" আছে, "চরিতাবলী" আছে, "চারুপাঠ" আছে, "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" আছে, "রামের রাজ্যাভিষেক" আছে——

শরৎ। (হাস্য পূর্ব্বক) না, মহাশয়, আমার ও সব বই আবশ্যক নেই। প্রণয়ের বিষয়ে কোন বই নেই? দেখুন দেখি ভাল করে, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন!

পুং-বি। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) মশাই, এই খানা দেখুন দেখি, আপনার চলে কি না। এখানার নাম "প্রণয় পরীক্ষা"।

রের রং। "প্রণয় পরীক্ষা"! দিন, দিন, আমি তাই চাই। (পুস্তক খানি দেখিয়া, সবিস্ময়ে) এঃ, এখানা একখানা নাটক যে! আমার যা প্রয়োজন, এ সব বয়ে তা বড় পাওয়া যায় না। এ পড়ে লাভ কি? (প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত)।

পু-বি। আজ্ঞা, মশাই, একবার পড়েই দেখুন না কেন, ভাল কি মন্দ। দাম ত আর বেশি নয়।

শরৎ। কত?

পু-বি। আজ্ঞে ২ টাকা মাত্র।

শরৎ। বয়ে লেখা রয়েছে ১ টাকা, আর আপনি চাচ্ছেন ২ টাকা?

পু-বি। ও বই সব বিকিয়ে গেছে। কেবল থানার দোকানে দুখানা ছিল। তা কাল এসে এক জন ১৸০ দিয়ে এক খানা কিনে নিয়ে গেছে, এই খানাই বাকী আছে। তা আমি এ খানাকে ২ টাকার কম ছাড়বো না। খদ্দেরের অভাব কি? আর দুদিন থাকলে ও বই খানা তিন টাকা দামে বিকোবে। খুব ভাল বই।

শরৎ। আচ্ছা, আমি আর এক দোকান দেখে আসি। (গমনের উপক্রম)।

পু-বি। বলি, একটু দাঁড়ান না, মশাই। দর কল্লেন না কিছু না, একেবারেই চলে যাচ্ছেন। একটা দরই করুন। ১৸০ দিতে পারবেন, ১৸০ ১৷৷০, বলি ১৷৷০ দেবেন? দিন গে মশাই, ১ টাকাই দিন, যা লেখা আছে তাই দিন। আজ সকালে কার মুখ দেখে যে উঠে ছিলেম, তা বলতে পারিনে। ১ টাকায় কেনা, ১ টাকাতেই বেচতে হল। একটি পয়সা ব্যাপার করতে পারলেম না। দিন, মশাই, দাম দিন।

শরৎ। আচ্ছা দিচ্ছি। (উপবেশন পূর্ব্বক পুস্তক দর্শন)।

পু-বি। হ্যাঁ, মশাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনার বিবাহ হয়েছে কি?

শরৎ। (বিস্মিতভাবে) কেন?

পু-বি। না, বলি, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমি এই দশ বচ্ছর বই এর ব্যবসা করছি, বরাবর দেখে আসছি, যাদের বিবাহ হয় নি, তারাই এ সব বই বেশি খোঁজে।

শরৎ। (স্মিতমুখে) কেন বলুন, দেখি?

পু-বি। ওর আর কেন কি? যতক্ষণ না জিনিসটে পাওয়া যায়, ততক্ষণ বড় ভাল আর বড় মিষ্টি বলে বোধ হয়। কিন্তু পেলে আর সে ভাব থাকে না। উলটে তার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে উদ্ধার পেলেও ক্ষতি বোধ হয় না।

শরৎ। (হাস্য পূর্ব্বক) ঠিক বলেছেন। প্রণয়ের বিষয়ে আমারও কতকটা তাই মত। (পুস্তকের মূল্য প্রদান ও মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ।)

রক্তাক্তকলেবরে বিনয়ের বেগে প্রবেশ।

বিনয়। (শরৎকুমারের পদতলে পতিত হইয়া) মহাশয়রা, আমাকে রক্ষা করুন—মহাশয়রা, আমাকে রক্ষা করুন!

শরৎ। (উত্থান পূর্ব্বক, ব্যস্তভাবে) কেন, কেন, কি হয়েছে, আপনি কে?

নেপথ্যে। ধর চোর, ধর চোর। পকড়ো উসকো।

বিনয়। (উঠিয়া) মহাশয়, আমি চোর নয়, আমি চোর নয়। আমি যে বাসায় থাকতেন, সেই বাসায় দু জন লোক চুরি করেছিল। পাহারাওয়ালারা এসে তাদের বাঁধে। আমি চলে যাচ্ছিলেম, আমাকে ধরে তাদের লাঠির বাড়ি বড় মেরেছে। আমি কোন মতে পালিয়ে এসেছি। ঐ সব আবার ধরতে আসছে। মহাশয়, আর দৌড়ুতে পারি নে, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! (পুনরায় শরতের পদতলে পতন)।

শরৎ। (বিনয়কে উঠাইয়া, সন্দিহানভাবে) আপনি চোরেদের বাসায় ছিলেন কেন? কত দিন ছিলেন?

বিনয়। অল্প দিনই। আমি তাদের চোর বলে জান্তেম না।

নেপথ্যে। এই যে বেটা এই খানে আছে, এই যে বেটা এইখানে আছে, ধর চোর, ধর চোর।

বিনয়। (ভয়ার্ত্তস্বরে) মহাশয়, আমাকে রক্ষা করুন! (অশ্রুমোচন পূর্ব্বক) আমার কেউ নেই। জগদীশ্বর আপনার ভাল করবেন। আমি যদি দোষ করে থাকি বিচারে প্রমাণ হয়, আমার যথাবিধি শাস্তি হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বিচারের আগে যেন পুনরায় আমাকে এরকম মার খেতে হয়। দেখুন, আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

শরৎ। আপনাকে ভদ্রলোক বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু ভদ্রই হোন, আর অভদ্রই হোন, বিচারের আগে আপনার গায়ে হাত দেবার কারও ক্ষমতা নেই।

দুই জন পাহারাওয়ালা, একজন সার্জ্জন ও অনেক গুলি লোকের প্রবেশ।

সকলে। ধর বেটাকে, ধর বেটাকে।

(সার্জ্জনের বিনয়কে ধৃত করিয়া প্রহার করিবার চেষ্টা, শরৎকুমারের নিজশরীর দ্বারা বিনয়কে রক্ষা করণ। পুস্তকবিক্রেতার সভয়ে পুস্তকালয়ের দ্বার বন্ধকরণ ও অন্তরাল হইতে দর্শন। অন্যান্য সকলের ইতস্ততঃ ধাবন।)

শরৎ। মারো মৎ। মারনেকা তুমহারা কুছ ইকতার নহী হৈ। উসকো থানামে লে যানে মাংগো, লে চলো।

সার্জ্জন। চুপ রহ, তু সুয়র, কুত্তাকা বচ্চা।

(শরৎকুমারের মুখে সবলে দণ্ডাঘাত, ও পুনরায় বিনয়কে ধৃত করিবার চেষ্টা।)

শরৎ। কি আমাকে? (ক্রোধান্ধ হইয়া সার্জ্জনের হস্ত হইতে তাহার দণ্ড কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহাকে গুরুতর প্রহার। পাহারাওয়ালাদিগের সার্জ্জনের সাহায্যে আগমন ও শরৎকুমার কর্তৃক প্রহারিত হইয়া ভূমিতে পতন।)

সার্জ্জন। (পাহারাওয়ালাদিগের প্রতি) নিমক হারাম, সুয়র!

(পুনরায় শরৎকুমারকে আক্রমণ।)

শরৎ। (পদাঘাত দ্বারা সার্জ্জনকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) সাদা চামড়া দেখে লোকে আর ভয় করে না, জানিস নে নরাধম, পশু? (বিনয়ের প্রতি) আসুন আপনি আমার সঙ্গে, আপনার কোন ভয় নেই। (বিনয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, কলুটোলা, মতিলাল বাবুর বাসাবাটী।

মতিলাল ও বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

মতি। তুই অবশ্য এর কিছু না কিছু জানিস। তুই না বলে দিলে ছোঁড়াটা টের পাবে কেমন করে? তুই জানিস, আর আমি জানি—ত্রিভুবনে আর এক প্রাণী ত জানে না? তুই না বলে দিলে, ছোঁড়া এত সন্ধান পাবে কি রকমে? আর এমন ভাবে চিঠি লিখবেই বা কেন?

বিন্দু। মা জগদম্বা জানেন!

মতি (মুখবিকৃতি পূর্ব্বক) মা জগদম্বা জানেন!—তুই আমাকে বোকা বোঝাতে চাস নাকি? এখন আর সেকাল নেই, যে দেবতারা রাতারাতি এসে বলে যাবে, অমুক গাছতলার এত টাকা পোতা আছে। এখন আর সে কাল নেই। ইংরেজ নেকড়ের দপদপানিতে দেবতারা পর্য্যন্ত দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তুই অবশ্য বিনেটাকে বলে দিয়েছিস। বল্ সত্য করে, তা না হলে তোকে কেটে ফেলব।

বিন্দু। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হাঁ গা, আমার উপর কি তোমার মনে হয়? আমি কি এমন কাজ কখন কত্তে পারি? তুমি আমার স্বামী, পরম গুরু, তোমার কথা আমি পরকে বলব? আবার কথা বলে কথা? সর্ব্বনেশে কথা! যে কথা মাজিষ্টরের কাণে গেলে তোমাকে ধরে ম্যান খাটাতে পারে? বাবারে, বলতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তোমার স্ত্রী হয়ে এমন কাজ কখন কত্তে পারি? এও কি সম্ভব?

মতি। তবে এ কথা প্রকাশ হল কেমন করে রে, মাগী?

বিন্দু। (অশ্রু মুছিয়া) তা আমি কেমন করে জানব? আচ্ছা, একটা কথা, রাগ করবে না?

মতি। বল্

বিন্দু। ভোলাপাড়ীই কাজটা বড় ভাল হয় নি। চিরকাল কি —

কথাটা লুকন থাকে? একদিন না একদিন আপনা হতেই বেরিয়ে পড়ে; কাকেও বলে দিতে হয় না।

মতি। (সক্রোধে) পাজি, নচ্ছার মাগী, এত বড় তোর বুকের পাটা! আমার সুমকে তুই আবার নিন্দে করিস? (বিন্দুবাসিনীকে পদাঘাত, বিন্দুবাসিনীর ভূমিতে পতন)।

বিন্দু। (উঠিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে) আমার দোষ হয়েছে, মাপ কর। বোকা মেয়েমানুষের জাত, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। (চক্ষু মুছি নিকটে আগমন পূর্ব্বক) তোমার কি পায়ে লেগেছে?

মতি। আমার পায়ে লাগে নি, তুই এখন যা।

[বিন্দুবাসিনীর প্রস্থান

মতি। (পরিভ্রমণ করিতে করিতে—চিন্তিত ভাবে) কি করি, ৮০ টাকা, কম ত নয়। আচ্ছা, ছোঁড়াটাত কোন রকম প্রমাণ দিতে পারবে না; তবে আমার এত ভয় কেন?—তবু কি জান, একটু খানি বিষও বিষ। ক যে কি মূর্ত্তি ধরে বসবে, তারই বা ঠিক কি? নাঃ, পথ একেবারে নিষ্কণ্টক করাই ভাল। তা না হলে সুখে বিষয়টা ভোগ করতে পারব না।

গোপীনাথের প্রবেশ।

মতি। (আশ্চর্য্যভাবে) কি রে গুপে যে! পুলিসের হাত এড়া কেমন করে?

গোপী। আমি ত আর বামাল শুদ্ধ ধরা পড়িনি, কাজেই আমাকে ছেড়ে দিতে হল। তবে জমাদার টমাদারের কিছু কিছু পূজা দিতে হয়েছে।

মতি। আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব আমি দেব। এখন ছোঁড়াটার কি হ তাই বল।

গোপী। ছোঁড়াটা, মশাই, বড় ফাঁকি দিয়েছে। শরৎ দত্ত বলে এ বেটা তাকে বাঁচিয়েছে; সে বেটা ভারি তেজিয়ান। যে সার্জ্জন বিনয় ধরতে গিছল, তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।

মতি। শরৎ দত্ত! কোন শরৎ দত্ত রে?

গোপী। তার বাড়ি খসড়ে, এখানে এই বহুবাজারে বাসা করে আ

মতি। (সক্রোধে) স্বয়ন্তের শরৎ দত্ত? আমার ঘটকীকে সে দিন অপমান করেছে, সেই বেটাই আবার বিনেকে বাঁচিয়েছে? (রোষকষায়িত-লোচনে) আচ্ছা, বেটার বুটনোম্বাপরুণি, সুন্দরী বনকে বের করে আনব, এনে আমার সেবাদাসী করব, আর বেটার ভিটেয় ঘুঘু চরাব, তবে আমার নাম মতিলাল দে। দেখ, শোন্। বিনে ছোঁড়াটার উপর নজর রাখিস, আর শরৎ দত্তর বনের যদি কোন উপায় কত্তে পারিস, ত তোকে বড়-মানুষ করে দেব।

গোপী। (আহ্লাদে) যে আজ্ঞে! বলেন ত কালই এনে হাজির করে দিই। (স্বগত) এ রকম দু একটা জমীদার না থাকিলে কি আমাদের চলে?

মতি। আরে না রে, একে ইংরেজের মুলুক, সাবধান হয়ে চলতে হয়, তাতে আবার বেটাদের টাকার জোর আছে। তুই এখন যা, সন্ধের সময় আসিস, যা যা করতে হবে সব বলে দেব এখন।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

মতি। (পরিক্রমণ) ছোঁড়া টের পেলে কেমন করে তাই আমি ভাবছি। যাই হোক, কাঁটা তুলে ফেলতে হল, তা যত টাকাই খরচ হয়, আর যে করেই হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, গোলদীঘী।

শরৎ ও বিনয়ের প্রবেশ।

শরৎ। ভাই, এ দুঃখের কথা আর কি শুনবে। সুকুমারী সবে ছ মাসের, আমি দশ বছরে পড়েছি, এমন সময় মার কাল হল। (অশ্রুমোচন)। তার কিছু দিন পরেই, পাঁচ জনের পরামর্শে, বাবা পুনর্ব্বার বিবাহ করবার জন্য ব্যস্ত হন। বেহালার [illegible] বাড়ি বিবাহ হল। আমার বিমাতা এদিকে খুব

ভাল ছিলেন। আমাকে বড় ভাল বাসতেন। সুকুমারীকে ত কোলে ক মানুষ করেছিলেন বল্লেই হয়। ঠিক আপনার মার মত ব্যবহার করতেন কিন্তু মানুষের মনের কথা কিছু বলা যায় না! বাবার মৃত্যুর পর—আমি তিন বৎসরের কথা বলছি—পাপীয়সী ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিলে। তখন তার বা ২৪।২৫ হবে। (অশ্রুত্যাগ)।

বিনয়। কেমন করে টের পেলেন?

শরৎ। আনরপুরের মতিলাল দের ভুবনমোহিনী বলে—

বিনয়। কে, কে?

শরৎ। ভুবনমোহিনী। কেন, তুমি তাকে জান না কি?

বিনয়। পরে বলব। তার পর?

শরৎ। ভুবনমোহিনী বলে একটা রক্ষিতা স্ত্রী আছে। তার বাড়ি পাপীয়সী যাওয়া আসা করতে লাগল। লোকে কথা কাণাকাণি আরম্ভ করলে আমি এক দিন জিজ্ঞাসা করলেম, "তুমি ঐ বেশ্যাটার কাছে রোজ রো যাও কেন?" তা কিছু উত্তর দিলে না, কেবল আমার মুখের বাগে চে রইল। আমি রাগ সামলাতে না পেরে বল্লেম, "তুমি ভ্রষ্টা, অসতী,—সকলে এই কথা বলছে।" শুনে একটু কাঁদলে, তার পর কাকেও কিছু না বলে, বাপ বাড়ি চলে গেল। সেখানেও তারা সব শুনে ছিল, তারা থাকতে দিলে ফিরে আসবার সময় পথে নৌকা ডুবি হয়ে মরে গেল। সংবাদ পেয়ে বড় হল। আর যতই দোষ থাক্, আমাদের বড় ভাল বাসত। (অশ্রু বিসর্জ্জন

বিনয়। তাঁর অসতীত্বের আর একটু প্রমাণ পেলে ভাল হত। কি সত্য সত্যই অসতী হয়ে ছিলেন কি না, তা আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়। ঐ ভুবনমোহিনীর নাম করলেন, তাঁকে আপনারা যত মন্দ বলে শুনেছেন, কি বাস্তবিক তত মন্দ নন। আমার সম্বন্ধে মতিলালের বিশ্বাসঘাতকতার ক তিনিই আমাকে বলে দেন। আর তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে তাঁকে ত বারনারী বোধই হয় না। অন্ততঃ, তিনি স্বেচ্ছায় পাপপথে প্রবেশ করেছেন, এ আমি কোন মতে বিশ্বাস করতে পারি নে।

শরৎ। বল কি? সে যে মতিলালের উপপত্নী, তা কি তুমি অস্বী কর?

বিনয়। আজ্ঞা না। কিন্তু আমার বোধ হয়, এর ভিতর এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন আছে, যা লোকে অদ্যাপি টের পায় নি। আচ্ছা, সে কথা এখন থাক,—আপনার পিতা কি আপনার বিমাতার নামে সমস্ত বিষয় লিখে দে যান?

শরৎ। এই রকম একটা গুজব শুনেছিলেম বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

বিনয়। আমার ভয় হচ্ছে, তাই নিয়ে মতিলাল আপনার নামে কোন মকর্দ্দমা বাধাবার চেষ্টায় আছে।

শরৎ। সে কি? মতিলাল মকর্দ্দমা করবে কি বলে? তুমি কোথায় শুনলে?

বিনয়। ভুবনমোহিনী আমাকে এর কতকটা আভাস দিয়েছিলেন।

নেপথ্যে শব্দ এবং বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। মশাই, এক বেটা গোরা মাতাল হয়ে যাকে তাকে মাচ্চে। এক জন গেরস্তরের বাড়ি ঢুকে তাদের উপর এমনি উৎপাত করেছে——

শরৎ। বিশুদ্ধ ইংরাজচরিত্রের কীর্ত্তিস্তম্ভ! ইংরাজি সুশাসনের উড্ডীয়মান জয়পতাকা!

[সকলের প্রস্থান।

নন্দ ও বিপিন বাবুর প্রবেশ।

নন্দ। দেখা যাবে আজ, শরৎ বাবু কত তর্ক করতে পারেন। কি পাগলামি!

বিপিন। পাগলামি না পাগলামি! পাগলামি ছেলেমান্সি দুইই।

হরিদাস বাবুর প্রবেশ।

নন্দ। কোথায় যাচ্ছেন?

হরি। সভায়। আপনারা?

বিপিন। চলুন, আমরাও সেই পথ।

নন্দ। আপনি আজ কোন পক্ষ?

হরি। আমি কোন পক্ষই নয়। আমি সত্যের পক্ষ।

বিপিন। তবু, আপনার এ বিষয়ে মতটা কি?

হরি। মতামত কিছু বুঝি নে। বিজ্ঞানানুশীলন করাই মানুষের প্রধা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তা করে, তার পর যার যা ইচ্ছা করুক, আমার তাতে কো আপত্তি নাই। প্রণয়, অপ্রণয়, আমার কাছে সবই সমান। বিজ্ঞানালো বিস্তারিণী সভায় এ সব বিষয়ের তর্ক হতে দেওয়াই অন্যায়। সময় নষ্ট ক মাত্র।

শরৎবাবুর পুনঃপ্রবেশ।

বিপিন। আস্তে আজ্ঞা হয়। আপনারই কথা হচ্ছিল। আমরা সকলে সভায় যাচ্ছি। আপনার সেই নাৰ্জ্জনমারা মকর্দ্দমার কি হল?

শরৎ। হবে আর কি? ইংরাজ বাদী আর বাঙ্গালি প্রতিবাদী হলে সচরাচর হয়ে থাকে। আমার ২০০ টাকা অর্থদণ্ড হয়েছে। তবু আমি প্রথ মারি নি। আমি পুনর্বিচারের প্রার্থনা করেছি। দেখা যাক, কি হয়।

নন্দ। "ইংরাজদিগের শাসন-প্রণালী" এই নামে "নাগরিকে" সম্প্রতি যে চারটে প্রস্তাব বেরিয়েছে, সে গুল কি আপনার লেখনী-সম্ভূত?

শরৎ। কেন?

নন্দ। শুনতে পাচ্ছি না কি, তার জন্য গবর্ণমেণ্ট আপনার নামে প্রধান তম বিচারালয়ে অভিযোগ করবে।

শরৎ। অধীনের অপরাধ?

নন্দ। মিথ্যাদোষারোপ আর বিদ্রোহ উত্তেজনা।

শরৎ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আচ্ছা দেখা যাবে।

বিপিন। না, বাস্তবিক আপনি একটু সাবধান হবেন।

হরি। আর আপনার চেষ্টা এক রকম বৃথা হচ্ছে। বিজ্ঞানচর্চ্চাই দেশে উন্নতির এক মাত্র উপায়।

শরৎ। (হাস্য পূর্ব্বক) সে ত আমাদের পুরাণ বিবাদ।

বিপিন। বিবাহ না করলে আমাদের মানসিক বৃত্তির সামঞ্জস্য থাকে না। আপনার উদ্দেশ্য মহৎ, বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ, কিন্তু (সহাস্যে) আপনার "উ অর্দ্ধাঙ্গ" নাই বলে, আপনি সকল বিষয় ঠিক বুঝতে পারেন না।

শরৎ। আজ তর্কে যদি আমাকে পরাস্ত করতে পারেন, আপনাদের উপর আমার জন্য একটি "উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ" নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া যাবে।

বিপিন। স্বীকার।

নন্দ। স্বীকার।

শরৎ। বিলাতে ফরমাজ দেবেন নাকি?

বিপিন। ফরমাজ দিলেই যদি বিলাত থেকে, ঝাড়, ঘড়ি, কাগজ, সূতার কলের মত বাক্স বাক্স ভাল স্ত্রী আসত, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি।

নন্দ। হরিদাস বাবু, আপনার বিজ্ঞান এর কোন একটা উপায় করে দিতে পারে না? বাঁদরী এক আধটা ধরে এনে প্রেম-প্রতিমা গড়া যায় না? বাজারে ত মেলা ভার।

হরি। আমরা যে মর্কটসন্ততি তা আপনারা বিশ্বাস করেন না বলেই, ও রকম পরিহাস করেন। আপনারা যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তা হলে আমি এখনি প্রমাণ করে দিতে পারি।

শরৎ। চলুন, চলুন, এখন আমরা সভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।

মতিলাল ও গোপীনাথের প্রবেশ।

মতি। আমি ভিতরে ভিতরে সন্ধান নিয়েছি, ও বেটা কলকেতাতেই থাকে, কালে ভদ্রে কখন এক আধ বার বাড়ী যায়। আমাদের বেশ সুবিধে হয়েছে। তোর লোক জন সব ঠিক আছে ত?

গোপী। অনেক মারামারিতে ছ জন যুটেছে। কোন বেটা এগুতে চায় না, বলে মানুষচুরি অসমসাহসিক কাজ।

মতি। কিসের ভয়? আমি বৃষ্টির মত টাকা ঢালব, টাকায় কি না হয়?

গোপী। হাঁ, তা ত বটেই। আসল কথা, তারা কিছু বেশি চায়।

মতি। কত?

গোপী। জনা পিছু ৫০ টাকা।—সব শুদ্ধ ১০ জন হলেই চলবে।

মতি। কিছু—বেশি—হচ্ছে। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু শিগ্‌গির শিগ্‌গির [illegible] করে দিতে হবে।

গোপী। তা হবে। এক হপ্তার মধ্যে ছুঁড়িকে এনে আপনার কাছে কলে দেব, তা হলেই হল ত? আপনি তখন——

মতি। (সাহ্লাদে) আঃ, তা যদি কত্তে পারিস! আর, টাকা দিই গে যায়!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভার অধিবেশন।

শরৎ। (বক্তৃতা পাঠ করিতেছেন)। আমি এই বিষয়ে অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না। অধিক বলিবারও কিছু নাই। বিশেষতঃ সভার মহার্ঘ্য সময়, আপনাদিগের মহার্ঘ্য সময়—অপব্যয় করিতে আমার কোন অধিকার নাই। পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা দ্বারাই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে এই দুর্ভগা পৃথিবীতে, প্রণয় সকল অমঙ্গলের, সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের পরিষ্ঠ প্রস্রবণ। এমন আর কিছুই নাই, এমন আর একটি বস্তুও নাই, যাহা হইতে জনসমাজের এবম্বিধ দুর্নিবার্য্য, সর্ব্বাঙ্গীন, অসীম বিপদরাশি সমুদ্ভূত হয়। (প্রশংসা)। শুদ্ধ অপবিত্র প্রণয়ই—যে প্রণয়কে লোকে সচরাচর উৎকট পাপ বলিয়া ঘৃণা করে—শুদ্ধ অপবিত্র প্রণয়ই নয়, প্রণয় মাত্রেই প্রকৃত অশুভের হেতু ও মূল। অতএব ইহা জ্ঞানবান্ মনুষ্যদিগের—বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভার সভ্যদিগের ন্যায় ধীমান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের, সর্ব্বতোভাবে বিবর্জনীয়। এক প্রণয় দ্বারা যে পৃথিবীতে কত ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, কত দেশ মহাদেশ রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়াছে, আমাদিগের স্বাভাবিক রোষ, হিংসা ও ঈর্ষাদি রিপু কতদূর উত্তেজিত ও সংবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা গণনা করা সুকঠিন। প্রণয়বৃক্ষের বিষময় ফলের, কল্পনাতীত, সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। মূঢ়মতি মনুষ্যলোকে ভাবে যে বিশুদ্ধ

প্রণয় নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয়, প্রকৃত ধর্ম্মের সোপান। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রণয়——অর্থাৎ বিজ্ঞানালোকবিবর্জ্জিত মনুষ্যসন্তানেরা যাহাকে বিশুদ্ধ প্রণয় বলে—তাহার যথার্থ নাম দাস্য ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা। (প্রশংসা)। প্রণয়ে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে—যে সকল মনোবৃত্তি পৃথিবীর উপকারের জন্য সঞ্চালিত হওয়া উচিত, তাহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে, দেশহিতৈষিতাবৃত্তিকে একেবারে নিষ্পেষিত করে—অধিক আর কি বলিব, দেবতুল্য মনুষ্যকে অবশেষে পশুত্বে পরিণত করে। যে প্রণয়ের এইরূপ ফল—আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাহাকে কি কখন সুখের আলয়, ধর্ম্মের সোপান বলা যাইতে পারে? (কখন না, কখন না)। আমরা যদি মনুষ্য হই, বিজ্ঞানালোক যদি আমাদিগের অন্তঃকরণকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারিয়া থাকে, আসুন আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, যে জ্ঞান থাকিতে কখন এই ঘৃণ্য প্রণয়পথের পথিক হইব না, কখন এই জঘন্য প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার করিব না—না, কখনই না। প্রণয়মাত্রেই জঘন্য,—প্রণয়মাত্রেই কুৎসিত পঙ্ক। ইহার বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ নাই, সকলই অবিশুদ্ধ। (ভয়ানক প্রশংসা)।

২য় বক্তা। সভাপতি মহাশয় এবং সভ্য মহোদয়গণ, শরৎবাবুর অন্য-কার বক্তৃতাটি অতিশয় উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অতএব আমি প্রস্তাব করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, যে তাঁহাকে আমাদিগের উক্ত ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়। (প্রশংসা)।

৩য় বক্তা। আমি অন্তঃকরণের সহিত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করি, কিন্তু ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, যে প্রস্তাবটি ইংরাজি প্রণালীতে না হইয়া সহজ বাঙ্গালায় হইলে আরও ভাল হইত। "উক্ত ধন্যবাদ" কাহাকে বলে? (হাস্য এবং প্রশংসা)।

শশিভূষণ। পরের ছিদ্রান্বেষণ করা আমাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রথম বক্তা মহাশয়ের ভাষা দোষবিবর্জ্জিত নয় আমি স্বীকার করি, কিন্তু দ্বিতীয় বক্তা মহাশয় কি নিশ্চিত জানেন, যে তাঁহার নিজের ঐরূপপ্রকার কোন দোষ নাই? ইংরাজিতে একটি বচন আছে, যে "যাহারা কাচবিনির্ম্মিত গৃহে বাস করে তাহাদিগের অন্য লোকের প্রতি প্রস্তরক্ষেপন বিধেয় নয়"। আমরা বাঙ্গালিরা এ কথা কখন কখন বিস্মৃত হই, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে।

শরৎবাবু আমাদিগের ধন্যবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি—একটি মাত্র। প্রণয় যেন অবনা, অপকৃষ্ট পদার্থ হইল, আমরা যেন সকলে বিজ্ঞানালোকবলে ইন্দ্রিয়সংযম করিলাম, কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা হইবে কি প্রকারে? বিজ্ঞানোন্নতির, সভ্যতাবিস্তারের এই কি শেষ ফল, এই কি চরম সীমা, এই কি পরাকাষ্ঠা, যে মনুষ্যবংশ লোপ হয়, মনুষ্যাকৃতি ধরাতল হইতে, পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে অপনীত, তিরোভূত হয়? এবং তাহাই কি আকাঙ্ক্ষণীয়? (প্রশংসা)। আর বিজ্ঞানবলেই যে কিরূপে আমাদিগের ঈশ্বরদত্ত মনোবৃত্তিবিশেষনিচয়কে মনঃক্ষেত্র হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত, চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত করিতে সক্ষম হইব, তাহাও আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। (অতিশয় প্রশংসা)।

শরৎ। শেষ বক্তা মহাশয়ের আপত্তির বিরুদ্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে বিজ্ঞানের ক্ষমতা কোথায় সীমাবদ্ধ হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। বিজ্ঞানবলে বিনাবিবাহেও হয়ত আমরা ভবিষ্যতে পুত্র উৎপাদনে সমর্থ হইব। আমি শুনিয়াছি, কমত্‌ নামে ফরাশিদেশীয়, সুবিখ্যাত, সর্ব্ববিজ্ঞানাধীত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরও এই বিশ্বাস। তবে যত দিন না বিজ্ঞান সেই উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তত দিন—আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি—পীড়ার সময় তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় আমাদিগকে অশেষ কষ্টকর বিবাহপাশ বহন করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহ করিব বলিয়া প্রণয়কে মনে স্থান দিব কেন? বিবাহ করিব, কিন্তু সুখেচ্ছায় নয়, প্রণয়েচ্ছায় নয়—কর্ত্তব্যজ্ঞানে যদি চক্ষু ইহাতে আমার বিরোধী হয়, সেই চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিব—যদি অন্তঃকরণ বিরোধী হয়, তাহাকে খড়্গাঘাতে দ্বিধা করিব, কিম্বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিব। যদি ইহাই না পারিব, তবে আমাদিগের উচ্চশিক্ষায় কি লাভ হইল? মনের একটা নীচ প্রবৃত্তিকেই যদি দমন করিতে না পারিলাম, তবে আমাদিগের জীবনে ধিক্, বিজ্ঞানকে ধিক্, আমাদিগের এই বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভাকেও ধিক্। (ভয়ঙ্কর প্রশংসা)।

নন্দ। (স্বগত) আচ্ছা, ভাই, দেখা যাবে, এ দম্ভ কতদিন থাকে।

(সভাপতির গাত্রোত্থান ও সমস্তকে চতুর্দিক অবলোকন)। (প্রশংসা

সভাপতি। [illegible] শরৎবাবুর বক্তৃতা অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে

অতএব তাঁহাকে আমি সমবেত সভা এবং দর্শক মণ্ডলীর নামে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। (প্রশংসা)। কিন্তু আমি শরৎবাবুকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তিনি যেন আর কখন সভার মধ্যে কম্‌টের ন্যায় ঘোর নাস্তিকদের নাম না করেন। নাস্তিকের নাম উচ্চারণে পাপ, শ্রবণে পাপ। (প্রশংসা)।

এক্ষণে আমি আপনাদিগকে একটী কথা বলিতেছি, মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। ইহা আমার অতি সূক্ষ্ম ও বহুদিবসব্যাপৃত চিন্তা হইতে সমুত্থিত। আমাদিগের—বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভার সভ্যদিগের ন্যায় "গভীরচিন্তা-বিলোড়িতশিরঃ" বিদ্বান্‌দিগের—সর্ব্বদা উচ্চমুখ হইয়া চলা উচিত—এই প্রকার —কারণ আমাদিগের মন সর্ব্বদা উচ্চবিষয়চিন্তায় ব্যস্ত, ক্ষুদ্র বস্তু আমাদিগের [illegible] প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ। এবং অন্তরের ভাব সর্ব্বদা বাহ্যে প্রকাশিত হওয়া উচিত, কারণ তাহা না হইলে ঘোর কপটতা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা সকলে গম্ভীরপ্রকৃতি, অতএব আমাদিগকে সর্ব্বদা স্থির [illegible]ভাবে চলা উচিত, যেন হস্তদ্বয়ের আন্দোলন না হয়। দুই হস্ত দুই পার্শ্বে সংলগ্ন থাকিবে।—এইরূপ—। তৃতীয়তঃ, আমাদিগের এই মর্ত্ত্য ভূমির সহিত অল্পমাত্র সম্বন্ধ, অতএব মৃত্তিকাতে পদন্যাস যত অল্প স্থানে হয়, ততই ভাল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া চলিতে হইবে। এইরূপ—।——অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে। আগামী অধিবেশনে এই [illegible]টি উত্তম করিয়া বিবৃত করিবার অভিলাষ রহিল। অদ্য সভাভঙ্গ করা হউক। যাঁহারা আমার মতের অনুগামী, তাঁহাদিগের অদ্য হইতেই এই প্রকারে চলিতে অভ্যাস করা উচিত।

সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভাভঙ্গ। সভাপতি মহাশয়ের ও সভ্যগণের উক্তপ্রকারে, ক্রমান্বয়ে, গত্যারম্ভ। উচ্চমুখ হইয়া গমনকালীন [illegible] আঘাত লাগিয়া সভাপতি মহাশয়ের এবং অনুচরপরম্পরার [illegible]।

[illegible]। ([illegible] পূর্ব্বক) এক অত্যুচ্চবিষয়চিন্তায় অভিমগ্ন [illegible] এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র বস্তুর আঘাত লাগিয়া পড়িয়া [illegible] নাই। তিমিরাচ্ছন্ন জগতে যে সকল মহাত্মা বিজ্ঞা-[illegible] করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের [illegible]

কোন না কোন প্রকার যন্ত্রণা ও তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছে। এই পা
এই পুরস্কার। (উত্থান ও পুনরায় উর্দ্ধমুখ হইয়া গমন)।

[শরৎকুমার ভিন্ন সকলের প্রস্থান

বেচারামের প্রবেশ।

শরৎ। কিরে, তুই এখানে কেন?

বেচা। শ্বশুড়ে থেকে একজন লোক এই চিঠিখানা নিয়ে এসেছে। বল্লে সরকার মশাই পাঠিয়েছেন, আর তাকে বলে দিয়েছেন যে এসেই আপনা হাতে দেয়, বাড়িতে নাকি ভারি বিপদ।

[লিপিপ্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান

শরৎ। (লিপিপাঠ পূর্ব্বক) এতে ত কিছুই ভেঙ্গে লেখেনি। বিপ আমার মাথা আর মুণ্ডু, কেবল আমাকে যা হয় কিছু একটা বলে বাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা। কিন্তু আমি ত এখন যেতে পারি নি, আমার এখা অনেক কাজ আছে। (চিন্তা পূর্ব্বক) আচ্ছা, সেই ভাল কথা, বিনয় পাঠিয়ে দিই। তারও শ্বশুড়ে যাবার প্রয়োজন আছে। ভুবনমোহি তাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছে। (লিপি পুনঃপাঠ।) সরোজ আর সুকুমারী অনেক দিন দেখিনি। একবার—বাড়ি—গেলেও হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হবড়া, শরৎবাবুর বাটী।

সরোজিনী ও সুকুমারী আসীনা।

সরোজ। (পত্র পাঠ)।

কলিকাতা,
২৩ এ ফাল্গুন, সন ১২৮০ সাল।

সরোজ,

আমি বোধ হয় শীঘ্রই বাটী প্রত্যাগমন করিব। এই পত্রখানি বিনয়-র দ্বারা প্রেরণ করিলাম। ইহাঁর ইতিহাস, ইহাঁরই মুখে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবে। ইহাঁর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে তুমি কিম্বা সুকুমারী কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। ইনি নামেও বিনয়, কার্য্যেও তাহাই। অতি ধীর ও নম্র। স্বভাবে দোষের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নাই। ইহাঁকে ঠিক আমার নিজ ভায়ার ন্যায় জ্ঞান করিবে। অন্যথা না হয়।

শুভানুধ্যায়ী শরৎ।

(হাস্য পূর্ব্বক) তোমার দাদা যেখানে যান, সেইখানেই তাঁর ভাই ভগ্নী জোটে। কে ঝি?

সুকু। যাই গো, দিদিঠাকরুণ্‌।

দাসীর প্রবেশ।

সরোজ। অ ঝি, যে বাবুটি এই চিঠিখানা এনেছেন, তাঁকে এইখানে ডেকে নিয়ে এস।

দাসী। তিনি কে গা, দিদিঠাকরুণ ?

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) তিনি বাবুর একজন ভাই সুবাদে।

দাসীর প্রস্থান ও বিনয়কে লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

সরোজ। আসুন, এইখানে বসুন। (দাসীর প্রতি জনান্তিকে) ঝি, তুমি জলখাবারের আয়োজন করে দাও।

[দাসীর প্রস্থান।

সরোজ। আপনি বসুন না। ([illegible] উপবেশন)। আপনার পথে কোন কষ্ট হয় নি ত ?

বিনয়। (মৃদুস্বরে) আজ্ঞা না।

সুকু। (সরোজিনীর প্রতি জনান্তিকে—পত্রাংশপাঠ) "ইহাঁকে ঠি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। অন্যথা না হয়"। "ইহাঁ সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে তুমি কিম্বা সুকুমারী কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না" দাদার হুকুম করে পাঠান হয়েছে, ছোট ভায়ের মত দেখতে হবে, কথা কইতে হবে। কলকেতা থেকে দাদার মধ্যে মধ্যে আইন করে পাঠান হয়। কে আমার কথা কইতে ইচ্ছা হয়, কইব,—না ইচ্ছা হয়, না কইব ? দাদা মনে করেন, যে তিনি হুকুম করলেই সব হয়ে গেল, তা আমাদের মত হোক, আর নাই হোক।

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক, জনান্তিকে) তিনি যা বলেন তা সত্য বাস্তবিক তুই পাখী।

সুকু। (জনান্তিকে) তোমাকে আর ব্যাখ্যানা করতে হবে না। আমি পাখী আছি, আমিই আছি।

দাসীর জলখাবার লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

(সরোজিনী এবং দাসী কর্ত্তৃক আসনাদি স্থাপন)।

[দাসীর প্রস্থান

সরোজ। আসুন, জল খান। (বিনয়ের উপবেশন)।

সুকু। (স্বগত) হুঁ, জল খান, খাবার খাবেন না।

সরোজ। খান না, লজ্জা করছেন কেন? আমরা আপনার জন্য.

সুকু। (জনান্তিকে, সরোজিনীর প্রতি) আপনার কথা আপনি ... আমার কথায় তোমার থেকে কাজ কি? "আপনার ভগী বই ত নয়।" এক নিমেষ না দেখা হতে হতেই ভগী হয়ে পড়লেন। তুমি হবে হও গে, আমি কেন হব?

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) তুই একটু থাম্ না, বন্? আপনি খান না, লজ্জা করতে লাগলেন কেন?

বিনয়। (সলজ্জে) আপনারা আমাকে আপনি বলেন, ওতে আমার ... হয়।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক, বিনয়ের নিকট উপবেশন করিয়া) আচ্ছা, ভাই, খাও। (সুকুমারীর প্রতি) তুই না হয় একবার বল্ না।

সুকু। (মৃদুস্বরে) খা——ন।

সরোজ। না, বন্, বে খাও।

সুকু। খা——ও। (অর্দ্ধোক্তি)।

বিনয়। (স্বগত) এমন কখন দেখি নি। একটি দেবতা, আর একটি ... পাখি। আমি আগে মনে করতেম, স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখলে ... ও অশিষ্ট হয়! (বিনয়ের ভক্ষণ)।

(সুকুমারীর প্রতি) ওঁর পথশ্রম হয়ে থাকবে। ওকে আর ... কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। কাল ওঁর কথা সব শুনব। চল, ওঁর ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি।

বিনয়। আমি একবার তেঁতুলতলার ঘাটে যাব।—সে ঘাটটা কোন দিকে? বেশি দূর কি?

সরোজ। এই যে। আমি একজন লোক দিচ্ছি, সঙ্গে যাবে এখন। ...?

দাসীর পুনঃপ্রবেশ।

সরোজ। ঝি, ইনি একবার তেঁতুলতলার ঘাটে যাবেন, এক জন লোক ... ঘাটটা দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

আসুন।

দাসী। [দাসী ও বিনয়ের প্রস্থান।

সুকু। তেঁতুলতলার ঘাটে ওঁর কি দরকার, জিজ্ঞাসা করতে পারলে না?

সরোজ। উনি যবে এখানে এসেছেন, যেটা নিজে ইচ্ছা করে না বল্লেন, সেটা জিজ্ঞাসা করা ভাল হয় না।

[দ্বারে আঘাত।

সরোজ। কেও?

নেপথ্যে। মা, আমি ভগবান্ সরকার।

সরোজ। আসুন।

ভগবানের প্রবেশ।

ভগ। মা, আমি ত বাবুকে চিঠি লিখলেম, তা তিনি এলেন না। আপনারা একবার লিখে দেখুন। আমি লোকের মুখে নতিজামদের বিষয়ে যে সব কথা শুনতে পাচ্ছি, তাতে আমার বড় ভয় হচ্ছে। তার নাকি বিশ ত্রিশ জন লেঠেল আর চার পাঁচ জন গোরা মাইনে করা চাকর আছে।

সুকু। (সভয়ে) সত্য, দিদি, আমারও বড় ভয় হচ্ছে।

সরোজ। কথায় যে বলে, "মগের মুলুক", একি তাই না কি? তার লেঠেল আর সাহেব চাকর আছে, তা আমাদের কি? আমরা ইংরাজের রাজ্যে বাস করি।

ভগ। মা, সে সব কেবল মুখের কথা। পাড়াগাঁয়ে এখনও জমীদারেরা যে রকম অত্যাচার করে, তা শুনলে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আপনাদের বাবুও ত এক জন জমীদার!

ভগ। মা, ভাল মন্দ সকলেরই আছে। কিন্তু আমাদের বাবুর মত কিম্বা সিমারবেলের দক্ষিণেশ্বর মালিয়ার মত ভাল জমীদার কটা আছে? কিন্তু একটা হয় ত ঢের।—তা সে যা হোক, আপনারা এক খানা চিঠি লিখুন, মা, বাবু যেন শিগ্গির আসেন।

সরোজ। আচ্ছা। (স্বগত) তিনি আসেন, এতে কি আর আমার অনিচ্ছা?

[সকলের প্রস্থান।

ভুবনমোহিনীর প্রবেশ।

বিনয়। আসুন—আপনি এলেন কেমন করে ?

ভুবন। তার একজন নতুন রঙ্গিনী যুটেছে, তাকে নিয়েই ব্যস্ত আ
আমাকে বড় একটা খোঁজ করবে না।

বিনয়। কিন্তু যদি খোঁজ করে, কি টের পায় ?

ভুবন। পেলেই বা ? ক দিক্ আটকাবে ? (হঠাৎ ভীষণস্বরে) ত
বুকের রক্ত চুষে খাব, তাকে মাটীর সঙ্গে চসব, তবে ছাড়ব !

বিনয়। (সভয়ে) কেন, তাঁর উপর এত রাগ কেন ?

ভুবন। এত রাগ কেন ? তুমি ছেলেমানুষ জান না। মেয়েমানু
ভাল বাসতে পারে, ভাল বাসার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, কি
রাগলে—রাগলে—যমকে পর্য্যন্ত কাঁদিয়ে দিতে পারে। এত রাগ কেন ? তু
ছেলেমানুষ বোঝ না। শত্তুরের কাটা ঘায়ে নুন দেয়া—তার চেয়ে আর সু
পৃথিবীতে নেই, আর সে সুখ মেয়েমানুষে যেমন বোঝে এমন আ
কেউ না।

বিনয়। (স্বগত) বাবা, এমন ভয়ঙ্কর রাগ ত আমি কখন দেখি নি
এক জায়গায় ডাঁড়িয়ে এঁর সঙ্গে কথা কইতে আমার ভয় হচ্ছে। (প্রকাশে
মতিলালবাবু কি আপনার কিছু বিশেষ ক্ষতি করেছেন ?

ভুবন। বিশেষ ক্ষতি ! বিশেষ ক্ষতি কাকে বলে, জান ? শোন। আম
স্বামীর কাল হবার আগেই আমার উপর মতিলালের নজর পড়েছিল, কি
তখন অনেক চেষ্টা করেও কিছু করে উঠতে পারে নি। স্বামী বেঁচে থাক
স্ত্রীলোক প্রায় কুপথে যায় না—বিশেষ তিনি আমাকে বড় ভাল বাসতেন
(অশ্রুত্যাগ)। তিনি বেঁচে থাকতে ত কিছু হবে না দেখে, তাঁকে
থেকে সরিয়ে দিলে। পূর্ণিমার রাত্তিরে তিনি বেশি রাত পর্য্যন্ত বাগা
বেড়াতে ভাল বাসতেন। একদিন এই রকম বেড়াতে গেছেন, কি
অনেক রাত হল তবু আর ফিরে আসেন না। আমার বড় ভাবনা হ
বাগানে লোক পাঠিয়ে দিলেম, কিন্তু তারা কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলে ন
তার পর দিন, বেলা ১১ টার সময়, আমাদের বাড়ি থেকে ক্রোশ ডেড়েক দূ
একটা খালে, তাঁর বডটা পাওয়া গেল। (অশ্রুত্যাগ)। বাড়ি নিয়ে তাঁর দ

টিয়ে দিছল। মতিলালের গুণে বলে একজন লেঠেল আছে, সেই ব্যক্তি এই জ করেছিল। অনেক থানাতল্লাসি হল, কিন্তু শেষটা কিছুই হল না। বরের নিয়ে চৌকীদারেরা খুব টানাটানি করতে পারে, কিন্তু বড়মানুষ- সীমায়ও এগোয় না।—তার পর, এর দরুণ হাঙ্গামা সব থেমে গেলে, টাল পাঁচ রকম করে ত আমার স্বামীর সমস্ত বিষয়টা বেদখল করে ল। কিছু দিন যায়, আমি একদিন একাদশী করে শুয়ে আছি, এমন সময়ে আমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। আমার দাসী টাসীদের টাকা দিয়ে বশ ছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও কারও সাড়া পেলেম না। কত কাঁদলেম, বিনতি কল্লেম, কিছুতেই শুনলে না। একে আমি মেয়েমানুষ, তাতে দিন উপবাস করে শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে, আমার——(ক্রোধে হইয়া কম্পন)। গলায় দড়ী দিতে গেলেম, দিতে দিলে না— পা বেঁধে রাখলে। মনে কল্লেম, না খেয়ে মরব—তাও হতে দিলে না, সময় চামচে দিয়ে জোর করে দুধ খাইয়ে দিতে লাগল। কিছু বল্লে, উড়িয়ে দিত! কেবল বলত "সুন্দরি, তোমাকে বড় ভাল বাসি"। এই দিন পনর গেল। তখন ভাবলেম, মিছে আর কেন নিজে মরবার মরি, ধর্ম্ম ত নষ্ট হয়েইছে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব কাঁচের মত, একবার আর যোড়া দেওয়া যায় না। এই ভেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেম, যে মতিলালের রক্তে স্নান করে আমার মেয়েজন্ম সার্থক করব। আর এক রকম ব্যবহার আরম্ভ করলেম। দু চার দিনের মধ্যেই ওর জন্মে দিলেম যে, ওকে আমি প্রাণের সহিত ভাল বাসি। স্বাধীন । সেই অবধি সন্ধানে আছি, কিসে ওর সর্ব্বনাশ কল্তে পারি। আবার আমাকে পুরুষ বলে হেয়জ্ঞান করে! নবীন প্রণয়িনী !

। (স্বগত) রাগের কারণ আছে।—মতিলালকে করে প্রাণে মারবে , কিন্তু সে হাজার পাজি হোক, তাকে খুন করে মারতে দেওয়া উচিত হয় না। আমাকে প্রতিপালন করেছে। একখানা বেনামা সাবধান করে দিই। অথচ এঁর কোন ক্ষতি না হয়— বিশ্বাস —

ছিল, যে করবার জন্যে ঝুলঝুলি। শেষে আপনার সমস্ত বিষয় রমাসুন্দরী নামে লিখে দিলে, তার বাপেরা রাজী হল।

বিশ্ব। কি বলে লিখে দিলে?

মতি। দানপত্র। “আমার সমস্ত বিষয় রমাসুন্দরীকে দান করিলাম; তাহাতে আমার কিম্বা আমার কোন উত্তরাধিকারীর কোন স্বত্ব থাকিবে না। এই বিষয়, তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা, তিনি দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন।” এই মর্ম্মে।

বিশ্ব। তার পর?

মতি। রমাসুন্দরীকে যে করবার বছর বার তের পরে ঈশ্বর দত্তের কাল হল। রমাসুন্দরীর ছেলে পিলে কিছু হয় নি। তখনও ভরা যৌবন। বর্ষা কালের গঙ্গার ঢেউর মত টল মল কচ্ছে। আমার সঙ্গে—তার পর বুঝতেই পার কি হল। লোকের কাণে কথা উঠল। রমাসুন্দরী লজ্জায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। একবার বাপের বাড়ি গিছল, সেখান থেকে ফিরে আসবার বেলা গঙ্গায় ডুবে মরে।

বিশ্ব। তা ত সব বুঝলেম। এখন আপনি তার বিষয়ের উপর দাওয়া করেন কি বলে, সেই ত হচ্চে কথা।

মতি। এতকাল মোক্তারি করে আসছ, এইটে আর বুঝতে পাল্লে না? আমার সঙ্গে ভাব——ভাবে বোঝ?—ছিল, তাই আমাকে তার বিষয় দিয়ে যায়।

বিশ্ব। বলি, আদালতে ত আর শুদ্ধ তাই বল্লে চলবে না?

মতি। কেন, আদালতে বলা যাবে যে সে নিরাশ্রয় হয়ে পড়লে আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে ছিলেম; তাই আমাকে দিয়ে যায়। আর তার নিজেরই বিষয়, সে যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারে। আমি সাক্ষী দেব।

বিশ্ব। (স্বগত) মা গঙ্গাই জানেন, তুমি কি সাক্ষী দেবে। আমাদের কি, আমরা টাকা পাব, মকদ্দমা চালাব বই ত নয়? (প্রকাশ্যে) আপনি এতদিন নালিশ করেন নি কেন?

মতি। এই পাঁচ রকম কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেম, আর ও তাড়াতাড়ি করবারও ত কোন সবিশেষ কারণ ছিল না।

বিশ্ব। এ মকর্দ্দমায়, মশাই, অনেক টাকা খরচ হবে। আর অনেক সময়ও লাগবে।

মতি। আচ্ছা কুছ পরোয়া নাই। যত টাকা চাই দেব, যত সময় লাগে লাগুক।

বিশ্ব। তাতেও প্রমাণ হয় কি না, সন্দেহ। তবে আমার যতদূর সাধ্য, করব, আপনি হচ্ছেন আমার অনেক কালের মক্কেল। মক্কেল বল্লেও হয়, মুরুব্বি বল্লেও হয়। শরৎবাবু এখন কোথায়?

মতি। সেটা কেবল কলকেত্তায় ফপরদালালি করে বেড়ায়। তা আমি এখন চল্লেম, আমার অনেক দেখতে শুনতে আছে, তুমি এদিকে লাগিয়ে দাও।

বিশ্ব। যে আজ্ঞে। মদতের বেলাটা যেন কম না পড়ে।

[মতিলালের প্রস্থান।

বিশ্ব। হরসুন্দরী যে এঁকে তাঁর বিষয় দিয়ে গেছেন, এ আমার বিশ্বাসই হয় না। মিথ্যে সাক্ষী কতকগুণ দেবে আর কি, জাল না করলে বাঁচি, হয় উকীলদের কুটকচালে প্রশ্নে টেঁকে কি না, বলা যায় না।—শরৎবাবুকে খবর দিই। এ দিক্ থেকে ত বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হবে। যদি, ও দিক্ থেকেও যদি কিছু টানতে পারি! যুদ্ধ বিগ্রহ বাধলেই কারো বড় মজা হয়, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

খবড়া, শরৎবাবুর বাটী।

বিনয় আসীন।

বিনয়। এখানে সবে এক মাস এসেছি, এরি মধ্যে এ যেন আমার ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে। সকলেই আমাকে ভাল বাসে। বিশেষতঃ উনি আমাকে যে রকম স্নেহের চক্ষে দেখেন, নিজের ভগ্নী ...

পারে কি না, সন্দেহ। স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতই কোমল; কিন্তু শৈশবাবস্থায় বিবাহ না হয়ে, অধিক বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখলে যে কি রমণীর মূর্ত্তি ধারণ করে, তা যারা সরোজিনীকে না দেখেছে, তারা বুঝতে অক্ষম। স্বচক্ষে না দেখলে, বিশ্বাস হয় না। লোকের এ বিষয়ে বদ্ধমূল কুসংস্কার সংশোধন হতে অনেক দিন লাগবে।—সরোজিনীর প্রতি আমার মনের ভাব কি? স্নেহ, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা। কিন্তু চুম্বক প্রস্তর?—অন্যাবধি মন নিতান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। (অধোবদনে চিন্তায় নিমগ্ন)।

সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকু। (স্বগত) বড় ভাবছে দেখছি, জব্দ কচ্ছি দাঁড়াও। আজ কাল রকম দিবারাত্রি ভাবে। (সুকুমারীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক বিনয়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পশ্চাদ্দেশে আগমন, এবং হঠাৎ তাঁহার কর্ণের নিকট একটা চুর্ণটোবে অগ্নিপ্রয়োগ)।

বিনয়। ([illegible] ও সবেগে উত্থান।) ঝ্যাঁ, ঝ্যাঁ, একি! (সুকুমারীকে দেখিয়া লজ্জিত [illegible]) আপনি!

সুকু। তুমি [illegible] রকম ভয় পেয়েছ না কি? তুমি যে করে উঠলে বাবারে, আমি [illegible], বুঝি ভূত টূত বা কিছু দেখে থাকবে!

বিনয়। [illegible] এসে অমন করে পটকা ছুঁড়লে ভয় হয় না?

সুকু। ([illegible]) দেখ, ঐ গাছতলায় একটা ভূত আছে, বলে না [illegible] ভাল উঁচু, আর হাত দুটো লম্বা লম্বা বাঁশের মত। [illegible] পেলেই এমনি করে ধরতে যায়। (প্রদর্শন) সন্ধ্যার সময় [illegible], তুমি একলা ওখান দিয়ে যেও টেও না, কি জানি, তোমাকে যদি একদিন পেয়ে বসে।

বিনয়। (স্বগত) ভারি আপ্রস্তুতে পড়েছি।

সুকু। আচ্ছা, তুমি ভাবছিলে কি?

বিনয়। কখন?

সুকু। এই আমি যখন এলেম?

বিনয়। কই? কি একটা বুঝি ভাবছিলেম।

সুকু। আচ্ছা, তোমরা ভাব কেন? তুমি ভাব, আর দিদি ভাবে।

করে, নরেন্দ্র বড় হলে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। সেই অনাথ বাল অনেক ঘুরে, অনেক বিপদ সহ্য করে, শেষে রমেশবাবু বলে এক জন দয়ার্দ্র চি ভদ্রলোকের স্নেহদৃষ্টিতে পড়ল। রমেশবাবু অনুগ্রহ করে নরেন্দ্রকে আপন বাড়িতে এনে রাখলেন, আর দিন দিন তাকে আপনার ভায়ের মত জ্ঞা নতে লাগলেন। কিন্তু সেখানে নরেন্দ্রর এক নূতন দুঃখের কারণ উপস্থি হল। রমেশবাবুর স্বর্ণলতা নামে এক অবিবাহিতা ভগ্নী ছিল। স্বর্ণলতার সর অন্তঃকরণ আর স্নেহময় মূর্ত্তি দেখে নরেন্দ্র ক্রমে তাঁর প্রতি আসক্ত হল। কখন ভাল বাসে নি। এই তার প্রথম ভাল বাসা—মন একেবারে বিগলি হল। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করতে পাল্লে না। সে এক জন দুঃখী, পথ কাঙ্গালি, আর স্বর্ণলতা বড়মানুষের ভগ্নী। বলতে সাহস হল না। মৃ এসে শেষকালে তার সকল দুঃখের অবসান করলে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

সুকু। তিনি কেন একবার বলে দেখলেন না ? রমেশবাবুকে কেন এ বার জানালেন না ? যিনি এমন দয়ালুস্বভাব আর পরোপকারী, তিনি আপন ভগ্নীকে বড়মানুষ না হলে বিবাহ দেবেন না, কেমন করে জানলেন সকলেই কি টাকা পূজা করে, কেউ কি গুণের পক্ষপাতী নয় ?

বিনয়। নরেন্দ্রর কোন বিশেষ গুণ ছিল না। আর যদিই থাক যদিই রমেশবাবুর মত কোন রকমে পেত, স্বর্ণলতা যদি তাকে বিবাহ কর না স্বীকার হতেন ?

সুকু। (অধোবদনে, অস্ফুটস্বরে) বোধ হয় তাঁর দাদার মত হ তিনি তাতে অস্বীকার হতেন না।

বিনয়। আপনি কি তা ঠিক জানেন ? নিশ্চিত জানেন ?

সুকু। কেমন করে জানব, আমার বোধ হয়।

বিনয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক—স্বগত) আশা পেতে পে নৈরাশ হলেম।

সুকু। আবার কি ভাবছ ? আর কৈ, আপনার নিজের ভাবনার কথা আমাকে কিছু বল্লে না, একটা গল্পই বল্লে।

বিনয়। (সুকুমারীর মুখের প্রতি কিঞ্চিৎকাল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, হ ইহার হস্ত ধরিয়া) সুকুমারী——

একজন ভৃত্যের ভীতভাবে প্রবেশ ও বিনয়ের

সুকুমারীর হস্তপরিত্যাগ।

বিনয়। কিরে, তোর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে কেন? হয়েছে কি?

ভৃত্য। মশাই, বলতে আমার গা কাঁপছে (কম্পন)।

বিনয়। (সোৎকণ্ঠে) কেন রে হয়েছে কি?

ভৃত্য। মশাই, আমি সরকারপুকুরের ধাপে বসে তামাক খাচ্ছি, এমন সময় [illegible] মোটা, অন্ধকারের মত কাল, বণ্ডামার্ক গোঁফ, যমের দূতের মতন [illegible], হাতে এক গাছা মোটা লাঠি—আমাকে এসে জিজ্ঞেস কল্লে, "হাঁরে, [illegible] বিনয়বাবু বলে কেউ একজন আছে"? আমি বল্লেম আছে। তা সে [illegible] জিজ্ঞেস কল্লে, "[illegible] এসেছে, চৌড়াটার মত, ছিপ- [illegible] আছি [illegible], হাঁ। আমি তাকে উলটে জিজ্ঞেস কল্লেম, হাঁগা, [illegible] কেন"? তা সে বেটা কিছু উত্তর দিলে না, কেবল আমার বাগে [illegible] কটমট করে চেয়ে চলে গেল। যাবার সময় যেন আপনা আপনি [illegible], "হুঁ, [illegible] ঘুনিয়ে এসেছে, বেটার ঘুনিয়ে এসেছে"। [illegible] আমার বড় ভয় হল, তাই আপনাকে দৌড়ে বলতে এসেছি।

সুকু। (সভয়ে) এ কি, তোমার কি কোন শত্রু আছে না কি?

বিনয়। (স্বগত) এঃ, দেখছি, নরপিশাচ [illegible] কোন চর। কি [illegible] একটা অনিবার্য্য [illegible]। আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) [illegible] দিকি আর দেখি, সেই লোকটা কোন দিকে গেল। তোর [illegible], আয়। (সুকুমারীর প্রতি) আপনি উপরে যান, আমি এখনই [illegible]।

সুকু। দেখ, যেন কোন বিপদে পড় না।

বিনয়। না, আপনার কোন চিন্তা নেই, আপনি উপরে যান।

সুকু। শীঘ্র ফিরে এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

হাবড়া, শরৎবাবুর বাটীর অন্তঃপুর।

সরোজিনী আসীনা। বেচারামের প্রবেশ।

সরোজ। তোমাদের বিকালবেলা আসবার কথা ছিল, এত রাত্তির কেন?

বেচা। দিদিঠাকরুণ, সে কথা আর কি বলব! দিদিঠাকরুণ, দাদার মত মানুষ বুঝি পিরথিমিতে কখন জন্মায় নি।

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) কেন, বল দেখি?

বেচা। রাত্তির আনব বলে, আমরা ত বেলা তিনটের সময় থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি করে হাবড়ায় এলেম। এসে, দাদাবাবু এগিয়ে টিকিট কিনতে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখেন কি না একটা বুড় মাগী একজায়গায় হাঁপুস নয়নে কাঁদছে। দাদাবাবু তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কল্লেন, বাছা, তুমি কাঁদছ কেন? মাগীটে বল্লে, যে সে কলকেতায় কোন্ বাবুর চাকরি করে, তার ছোট ছেলের ব্যামো হয়েছে শুনে দেশে যাচ্ছিল। একজনকে টিকিট কেনবার জন্যে টাকা দিছল, তা সে বেটা তার টাকাটি পালিয়ে গেছে।—তার টাকাকে টাকাও গেল, আর গাড়ি চলে যায়, তার যেতে দেরি হবে, এই জন্যে সে কাঁদছে। দাদাবাবু তাই শুনে দৌড়ে তাকে একখানা টিকিট কিনে এনে দিলেন, আর সঙ্গে যে কটা টাকা ছিল, তাও তাকে দিলেন, বল্লেন এই টাকায় তোমার ছেলেকে ওষুধ দিও। মাগীটে ত রোয়ে বসে গেল, দাদাবাবুর পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে বল্লে—বাবা, তুমি আমাকে রক্ষে কল্লে,—বাবা, তোমার সোণার কলম হোক,—বাবা, তুমি চিরজীবী হও। দাদাবাবু ত কি কল্লেন, পাগল হয়েছে নাকি, পাগল হয়েছে নাকি, বলে, কোন মতে পা ছাড়িয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। যাবার সময় দেখি, দাদাবাবুর চকে এক জল।—ও কি দিদিঠাকরুণ, তোমারও যে দেখি চকে জল!

সরোজ। (সত্বর চক্ষু মুছিয়া, ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আমার চকে জল বাঃ! তার পর কি হল?

বল্লেন, "বাবা শরৎ, আমি চল্লেম। আমার সরোজ রইল, থাক তো
মার আগার আর কেউ নেই। বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, চিরকাল
থেক।" (অশ্রুমোচন) তার কিছু পরেই মার মৃত্যু হল। এ পাপ পৃথিবী
করে গেলেন। সেই অবধি আমি এইখানে আছি। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)।

বেচা। (চক্ষু মুছিয়া) আচ্ছা, দিদিঠাকরুণ, তোমার আর ছোট
ঠাকরুণের বয়েস ত এখন পনর ষোলর উপর হবে, তা দাদাবাবু তোমাদে
দেয় না কেন? পাড়ার সকলে ঐ কথা বলে, আর কত নিন্দে করে।

(সরোজিনী লজ্জাবনতমুখী)।

বেচা বল না, দিদিঠাকরুণ? তা আর লজ্জা কি, আমি একটা
ছোপরা বুই ত নই? বে দেয় না কেন?

শরৎবাবুর প্রবেশ।

শরৎ কিরে, বেচারাম, কার বে রে? তোর না কি? তুই বে করবি

সরোজিনীর সসম্ভ্রমে উত্থান ও বেচারামের পলায়ন।

সরোজ। আসুন, ভাল আছেন ত? আপনার আসতে দেরি হল
তারই কথা হচ্ছিল, আর এ কথা সে কথা।

শরৎ (সস্নেহে) তুমি ভাল আছ ত?—উঃ, তুমি মস্ত বড় হয়েছ!
ছ মাস বাড়ি আসি নি, এরই মধ্যে এত বেড়ে উঠেছ? হঠাৎ দেখলে বে
সরোজ বলে বোধ হয় না!

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) হ্যাঁ, আমি ভাল আছি, আপনি বসুন।

শরৎ। (আশ্চর্য্যভাবে) এ কি, সরোজ, আমি আগে বাড়ি এলে,
কাছে দৌড়ে আসতে, আর এখন যেন বোধ হচ্ছে, আমার কাছ থেকে
সরে দাঁড়াচ্ছ, আর আমাকে "আপনি", "আসুন", "বসুন" বলে কথা
এর মানে কি! আমার উপর রাগ করেছ?

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) আপনার উপর রাগ?

শরৎ। ফের "আপনার"! তবে কি?

সরোজ। কৈ, কিছুই ত নয়? আপনি এখন বসুন

শরৎ। আবার? আবার "আপনি", "বলুন"? তোমার পায়ে পড়ি, সরোজ, কি হয়েছে, বল।

সরোজ। ছি, ছি, অমন কথা মুখে আনবেন না। (সাশ্রুনয়নে) আমি আপনার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করে আছি। মার মৃত্যু হলে পর, আপনি না দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিলে, আমি না খেতে পেয়ে এতদিন মরে যেতেম। আপনার কি আমাকে অমনতর কথা বলা উচিত?

শরৎ। আমি চল্লেম। আমি এখনি কলকেতায় ফিরে যাব। (গমনে উদ্যত)।

সরোজ। করেন কি, করেন কি? কলকেতায় ফিরে যাবেন কেন? লোকে বলবে কি?

শরৎ। লোকে বলবে কি, তা আমি কি জানি? আমি এখনই [illegible] তোমাকে আমি একদিন [illegible] বলেছি, আগেকার কথা আমার কাছে [illegible] ইন্দুমারী আমাকে যে রকম দেখে, তুমিও আমাকে ঠিক সেই রকম দেখবে। তা না, ফের সেই পঞ্চাশ বছরে পুরাণ কথা? আমি অবশ্য যাব। কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলব, সরোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তাই চলে যাচ্ছি। (গমনের উপক্রম)।

সরোজ। (শরৎবাবুর হস্ত ধরিয়া) আমার দোষ হয়েছে, ক্ষমা করুন। আর আমি অমন কথা মুখে আনব না। আপনি যাবেন না।

শরৎ। (দুঃখিতস্বরে) সরোজ, তুমি কি আমাকে ভাল বাস না? [illegible] রকম কথা বল্লে আমার মনে যে কষ্ট হয়, তা কি তুমি জান না, সরোজ? [illegible] আমাকে "আপনি", "আপনি" কচ্ছ কেন? এতকাল ত আমাকে "আপনি" বলে কথা কও নি?

সরোজ। ছেলেবেলা বুঝতে পারিনি বলে "তুমি" বলেছি, তা "আপনি" বল্লে কি কোন দোষ হয়?

শরৎ। "আপনি" বল্লে কেমন পর পর ঠেকে। "তুমি" যেমন আদরের [illegible], "আপনি" তেমন নয়।

সরোজ। কেন, ছেলেপিলে বড় হলে বাপ মাকে "আপনি" বলে কথা [illegible] তাতে কি তারা পর হয়ে যায়?

শরৎ। আপনি যা বল্লেন তা সবই ঠিক, কেবল আমার মনের সা মেলে না। তা আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না।

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) ও আবার কি! থাকেন, থাকেন, এক্ষু ধরেন।

শরৎ। তুমি আমাকে আপনি বলতে পার, আর আমি পারি নে; বুঝি সরোজ, তোমার মনে কি একটা হয়েছে, সত্য করে বল দেখি। আমি কিছু ভেবে ঠিক পাই নে। (চিন্তিতভাবে স্থিতি)।

সরোজ। (শরতের মুখের প্রতি সতৃষ্ণদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, স্বগত) শরৎ, কে যে তোমাকে আপনি বলি, তা বুঝতে পারনা, এই দুঃখ।

সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকু। (আহ্লাদে) এই যে দাদা এসেছে! কতক্ষণ এসেছ, দাদা?

শরৎ। (সাদরে) এই আসছি, তুমি ভাল আছ ত?

সরোজ। (সহাস্যে) তবে যে বলেছিলি, "দাদা বাড়ি এলে দাদার কথা কইব না?"

নেপথ্যে। মার, মার্——অরে, ডাকাত পড়েছে, পালা, পালা।

সকলে। (সোদ্বেগে) এ কি? এ কি?

বেচরাম ও দুইজন ভৃত্যের বেগে প্রবেশ।

ভৃত্যগণ। মশাই, ডাকাত পড়েছে, ডাকাত পড়েছে!

শরৎ, সরোজ ও সুকু। সে কি? সে কি?

একজন ভৃত্য। মশাই, দেশে মন্বন্তর হয়ে যে আজকাল এখানে সেখা ডাকাতি হচ্ছে, তা জানেন না?

শরৎ। তা ত আমি কিছু জানি নে! আমি যে এই এলেম। রাজধানী এর কাছে ডাকাতি? (সুকুমারীর প্রতি) বিনয় কোথায়?

সুকু। বলতে ত পারিনি।

সরোজ। এমন বিপদের সময়ে গেলেন কোথায়?

সুকু। দাদা, কি হবে? (ক্রন্দন)।

শরৎ। তোমাদের কিছু ভয় নেই। আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের ...ন বিপদ্ হবে না।

(নেপথ্যে উক্তপ্রকার গুরুতর শব্দ। সুকুমারী ও সরোজিনীর পরস্পর হস্তাবলম্বন।)

শরৎ। (আলমারির হইতে একটা রিভলভর বাহির করিয়া সত্বরে প্রস্তুত ...)। (ভৃত্যদিগের প্রতি) তোদের কোন ভয় নেই। তোরা এই ঘরের ...গুলি বন্ধ করে, দরজায় বেশ করে ঠেস দিয়ে দাঁড়া। যেন পিস্তল ভরতে ...তে এ ঘরে না এসে পড়তে পারে। তোদের কোন ভয় নেই, আমি বা... ...নি, ভয়্।

(ভৃত্যদিগের তদ্রূপকরণ ও ভয়ে কম্পন।)

নেপথ্যে। অরে, এই খানে মই লাগা, এই খানে মই লাগা। শগ্গির।—... না সাহেব।

...। ওরে বাবারে, ও আবার কি? আর এক দল না কি? মই ...ছে উঠছে। এইবারেই গিছি। (আর্ত্তনাদ।)

...। দিদি, আমার গলা শুকিয়ে উঠছে, আর বুকটা কেমন কচ্ছে। ...আমাকে ধর।

...। (চক্ষু মুদিয়া) জগদীশ্বর!

শরৎ। আর একটা ছোট পিস্তল ছিল যে, কি হল?—এই যে। (প্রস্তুত ...এক জন ভৃত্যের প্রতি) অরে, তুই এই পিস্তলটা ছুঁড়তে পারবি? এই ...এমনি করে ঘোড়াটা তুলবি, তার পর নীচের দিকে এইটে টানবি——

...। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আজ্ঞে——এ——এ——এ।

শরৎ। (ক্রুদ্ধভাবে) এক আজ্ঞে বলতেই তোর সাত বৎসর গেল, তুই ...বি, দেখছি (সোৎকণ্ঠে) কি করি? (ক্ষুদ্র পিস্তলটা টেবিলের ...ক রাখিয়া) এই খানে ত থাক্, তার পর যা হয় হবে। (সরোজিনী ও ...রীর প্রতি) তোমাদের কোন ভয় নেই। এই দুটো পিস্তলের গুলিতে ...দশ জন ডাকাতকে শোয়াতে পারি। স্থির হয়ে থাক। তোমরা এখন ...গোল, সকল দিক্ নষ্ট হবে।

(নেপথ্যে ভয়ানক কোলাহল ও একটা গবাক্ষ ভগ্ন করিয়া তরবারাদি-

হস্তে গোপীনাথ ও জন কয়েক লাঠিয়ালের গৃহমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা। শরৎ কর্ত্তৃক ক্ষিপ্ত গুলি দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া গোপীনাথের পতন ও মৃত্যু। তাহার অনুচরদিগের পলায়ন)।

শরৎ। (গোপীনাথের তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক) এতে উপর দেখ পারে। (অগ্রসর হইয়া লাঠিয়ালদিগের প্রতি পুনঃ পুনঃ গুলি করণ)।

নেপথ্যে। ওরে, পালা, পালা, বেটাদের হাতে দশ বারটা বন্দুক আছে পালা, পালা।

নেপথ্যে। ড্যাম, কাউয়ার্ডস।

(দুই জন গোরার বেগে প্রবেশ ও সহসা তাহাদিগের উভয়ের তরবারি অভিঘাতে শরতের হস্ত হইতে পিস্তলস্খলন।)

শরৎ। (বজ্রনিনাদে) জগৎ দেখুক, বাঙ্গালিদের কাপুরুষ অপবাদ সত্য কি মিথ্যা। (ভীষণবেগে উভয়কে অসিহস্তে আক্রমণ)।

(একজন গোরার নিধনপ্রাপ্তি, ও তাহার মৃতদেহাক্রান্ত হইয়া শরতের পতন ও তাঁহার পুনরুত্থানের চেষ্টা। সুকুমারীর ভয়দুঃখবিহ্বল হইয়া ক্রন্দন।)

দ্বি—গো। (শরতের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান হইয়া ও তাঁহার গলদেশে নিজ হস্তস্থিত করবালের অগ্রভাগ সংস্থাপন পূর্ব্বক) আই হ্যাভ ইউ নাউ, ব্লডী নিগার।

শরৎ। আমি মরি, কিন্তু স্বর্গ সাক্ষী বাঙ্গালী কাপুরুষ নয়।--সরোজিনি! সুকুমারী!

নেপথ্যে। অরে, বেটা পড়েছে, আয়, আয়।

সরোজ। আর আমি থাকতে পারি নে। আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু অনাথ নাথ আমার সহায়! ইংরাজরাক্ষসের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এ উপায় নাই। (উল্লিখিত ক্ষুদ্র পিস্তলদ্বারা গুলি করিয়া দ্বিতীয় গোরার শমনসদনে প্রেরণ।)

লাঠিয়ালদিগের পুনঃপ্রবেশ ও শরতের
উঠিয়া তরবারি গ্রহণ।

লা—গণ। (সভয়ে) অরে, বাবা, বেটা আবার উঠেছে যে রে!

[ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন

(শরতের তদহুবরণের উপক্রম

সরোজ ও সুকু। (শরতের হস্ত ধরিয়া) ওরা পালিয়েছে, আর তোমাকে
যেতে হবে না।

শরৎ। সরোজ, তুমি আজ আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। তা সে কথা পরে
হবে। আমি একবার দেখে আসি, কোথায় কি হল। (নিষ্ক্রমণ)।

সরোজ ও সুকু। তুমি যেওনা, তুমি যেওনা, আবার কি বিপদ্ হবে।

[শরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে, দূরে, খড়্গপ্রহারাদি শব্দ ও কোলাহল)।

৩য় দূ। (উঠিয়া দুই হস্ত দ্বারা মস্তক ধরিয়া) অরে তামার গদ্দানটা
মাথানের চেটে কেটে ফেলেছে কিনা দেখ্ ত। (কম্পন)।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

খড়দহ, শরৎবাবুর বাটী।

পর্য্যঙ্কোপরি শরৎবাবু নিদ্রিত, নিকটে সরোজিনী আসীনা।

সরোজ। (শরতের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া, মৃদুস্বরে) আর আমার এখ থাকা উচিত নয়। এই রকম দিবারাত্রি তোমার কাছে থাকলে কখন ম কথা বেরিয়ে পড়বে। তা হলে আর লজ্জা অপমান রাখবার জায়গা থাকবে ন যত কাছে থাকি, যত তোমাকে দেখি, ততই ভাল বাসতে ইচ্ছা করে। একবার ইচ্ছা হয়, শরৎ, তোমাকে সব বলে ফেলে মনের অসহ্য যাতনা নি রণ করি। কিন্তু সাহস হয় না। কেমন ভয় করে। আর তাতে আমার উ কারই বা কি? তুমি ত একে প্রতিজ্ঞা করেছ, বিবাহ করবে না। তাতে আ আমার এমন কি গুণ আছে, যে তোমার মন আকর্ষণ করতে পারি। সম সমানে প্রণয় হয়। কিন্তু তোমাতে আমাতে স্বর্গপৃথিবী হতেও অধিক বিভে তোমার অন্তঃকরণ দয়া, স্নেহ, উদারতার আধার। তোমার গুণে মোহিত না, পৃথিবীতে এমন লোকই নেই। মা বলেছিলেন, "মা, শরৎবাবু এক দেবতা, মানুষ কখন নন"। আমি তখন সে কথাটার মানে বুঝতে পারি এখন পাচ্ছি। আর আমি,—আমি কি? দুর্ব্বল অন্তঃকরণ একজন সা স্ত্রীলোক মাত্র। এমন কিছুই নই, যে তোমার ভাল বাসার যোগ্য পারি। ভায়ের ভাল বাসা নয়,—আরও কিছু—আরও বেশি। (দীর্ঘনি পরিত্যাগ)। যদি বলে ফেলে রাগ কর,—ঘৃণা কর? নাঃ, আমার মনের ক মনেই থাকুক। (অশ্রুত্যাগ)। আমি চিরদুঃখিনী,—জন্মদুঃখিনী। বাপ, মা নেই, তার চেয়ে আর দুঃখী কে? (অশ্রুমোচন)। আর আমি গেলে তোমার কিছু ক্ষতি হবে না। কুমুদিনী রইল, সেই সে

…কর। (উঠিয়া—সরোদনে) প্রিয়তম, হৃদয়েশ, আমি …ন,—…মের মত চল্লেম। জগদীশ্বরের নিকট এই মাত্র ভিক্ষা, যেন মরবার …সে একবার তোমার মুখ দেখে, তোমাকে সুখী দেখে, মরতে পারি। …ক্রিং অপসরণ।)

গীত।

রাগিণী সারা-ভৈরবী,—তাল মধ্যমান।

প্রেম-ভিখারিণী তব,—প্রাণেশ্বর।
বিনা ও প্রাণেশ-প্রেম বৃথা এ জীবন-ভার ॥
হৃদয়-মন্দিরে হায়, প্রেম-ময়-দেবতায়,
পূজিব প্রণয়-হারে, ছিল এ কামনা-সার।
হইল বিরোধী তায়, লাজ, অপমান-ভয়,
বিদরে এ ছার-হিয়া, সহেনা, সহেনা আর ॥
নাথ, সরোজিনী আজ, ধরি সন্ন্যাসিনী-সাজ,
ফিরিবে দেশে, বিদেশে, কানন, গিরি-শিখর।
অথবা তটিনী-নীরে, ইহ-জনমের তরে,
বিসর্জ্জিব, প্রাণ-নাথ, অসার-মূরতি মোর ॥

… পূর্ব্বক—নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) বেচারাম ?

…। আজ্ঞে——এ——এ।

…। একবার এইদিকে এস।

বেচারামের প্রবেশ।

…। কেন গা দিদিঠাকরুণ ?

…। বাবু ঘুমিয়েছেন, তুমি একটু এইখানে বস।

…। যে আজ্ঞে (উপবেশন)।

ত ত কিছু দোষ নেই? আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নয়।—[illegible] হতে
মি এই চার পাঁচ দিন দেখছি, আমি মুখের বাক্যে চাইলেই সরো[illegible]
ত, লজ্জিত, হয়——মুখ ফিরিয়ে নেয়। (চিন্তা)।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। কৈ, তাঁকে ত কোথাও দেখতে পেলেম না

শরৎ। ফের দেখ্‌গে যা ভাল করে, এ ঘর ও ঘর কোথায় আছেন।
ন কোথায়।

[বেচারামের প্রস্থান।

এক খানা পত্র লইয়া সরোদনে সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকু। দাদা একি? দিদি কোথায় গেলেন? তুমি কি দিদিকে কিছু
[illegible]?

শরৎ। (ব্যস্তভাবে) কেন, কেন, কি হয়েছে? তিনি কোথায়?

সুকু। এই শোন। (দুঃখপীড়িতস্বরে লিপিপাঠ)।

[illegible] ভগ্নী,

[illegible] তোমাদিগের নিকট যে কতদূর কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি, তাহা বলিতে পারি
আমি পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বালিকা। কিন্তু তোমাদিগের স্নেহে, তোমা-
[illegible] অনুকম্পায়, দুঃখ কাহাকে বলে জানিতাম না। যে স্থানেই থাকি, যত-
[illegible] থাকি, তোমাদিগকে কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। ভগ্নী, কিছু
[illegible] ও না, আমি চিরকালের জন্য তোমাদিগের নিকট বিদায় হইলাম।
[illegible] জন্য সুখা দুঃখ কিম্বা অন্বেষণ করিও না। এই পৃথিবীতে আর আমা-
[illegible] সাক্ষাৎ হইবে না। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা,
[illegible] চিরকাল সুখে থাক। সুকুমারী, প্রিয় ভগ্নী, তোমাকে ত্যাগ
[illegible] হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই। সুকুমারী, দিনান্তে
[illegible] এক একবার স্মরণ করিও।

দুঃখিনী সরোজ।"

[illegible] পূর্ব্বক) সমস্ত চিঠি খানার মধ্যে একবার তোমার নাম

(অশ্রু) দাদা, তুমি কি আবার দিদিকে কোন তিরস্কার করেছিলে না, আমার মনটা কেমন হচ্ছে, কি বলতে কি বলছি,—আমার উপর রাগ করো না। (ক্রন্দন)।

শরৎ। (চক্ষু মুছিয়া) সুকুমারী, আমি কি কখন, কোন দিন, তোমা কিছু বলেছি? সুকুমারী, আমি কি পশু?

বিনয়ের উৎকণ্ঠিতভাবে প্রবেশ।

বিনয়। একি? বাড়ির মধ্যে গোল উঠেছে, দিদিঠাকরুণ গে কোথায়?

শরৎ। (সকরুণস্বরে) ভাই, এই দেখ। (সরোজিনীর পত্র প্রদান

বিনয়। (পাঠান্তে) কি সর্ব্বনাশ! এর মানে কি?

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। এই চিঠি খানা ডাকে এসেছে।

[বিনয়কে পত্রপ্রদান ও প্রস্থান

বিনয়। (শীঘ্র পত্র পাঠ করিয়া) এই আবার আর এক বিপদ! বাবু লিখছেন, যে অনন্তপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যাদোষারো অভিযোগ করেছেন।

শরৎ। কোথায় বিচার হবে, কবে?

বিনয়। হুগলিতে। এখনও তার চোদ্দ দিন বিলম্ব আছে।

বেচারামের পুনঃপ্রবেশ।

বেচা। মশাই, এই আর এক খানা চিঠি। মোক্তার মশাই ছেন।

শরৎ। দেখি, দেখি। (পত্রপাঠ পূর্ব্বক) আর এক অভিযোগ! লানের। এই শনিবারের পরের শনিবারে।

সুকু। সকল বিপদ এক সঙ্গে উপস্থিত! (ক্রন্দন)।

বিনয়। পৃথিবীর নিয়মই। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বড়া, শরৎবাবুর বহির্ব্বাটীর উদ্যান ও পুষ্করিণী।

বৃদ্ধস্ত্রীলোকের বেশে মতিলাল ও চারিজন

লাঠিয়ালের প্রবেশ।

মতি। (স্বগত) এত দিন পৃথিবীতে বাস করে আর কিছু শিখে থাকি আর না থাকি, এইটে অন্ততঃ খুব শিখেছি, যে একবার বিফল হয়ে কোন কাজে নিরুদ্যম হতে নেই। আর ধনে আর চেষ্টায় হয় না, জগতে এমন কিছুই নেই। সফল হব বলে প্রতিজ্ঞা করলে, সফল হওয়া যায়ই যায়। লক্ষ্মীর বরপুত্রদের ত কথাই নেই!——কাজ হতে না হতেই গুপে বেটা অক্কা পেলে এইটেই ভারি আপ্সোষ। বেটা এসব বিষয়ে খুব পক্ক ছিল।—মরেছে, এক রকম ভালও হয়েছে বলতে হবে। বেটা আমার অনেক কথা জানত। সে বারটা যা হোক বড় রক্ষাই পেয়েছিলেম—ধনে, প্রাণে, মানে। গুপে আর দু এক বেটার উপর দিয়েই সব চোট গিয়েছে। আমি মনে করতেম, শরৎ ছোঁড়া আজকালের একটা বয়ের পোকা। ওর যে বন্দুক ছোড়া কস্ত আছে, তা কে জানে। বেটা আবার সেই সময়েই বাড়ি এসে উপস্থিত। ফের আর কি। তা আমিও আজ বন্দুক এনেছি। এবারে কিন্তু সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে। নেড়া কবার বেল তলায় যায়!—যে মকর্দ্দমা বাঁধিয়েছি, শিগ্‌গিরই বেটার সর্ব্বনাশ হবে, তখন বেটা আমার হাতে আসবে। বিষদাঁত না ভেঙ্গে দিলে সাপ বশ হয় না। টাকাই মানুষের বিষদাঁত। গরিবদের, যে দিকে ইচ্ছা, খেলান যায়। (প্রকাশ্যে অনুচরদিগের প্রতি) তোরা বুঝে সুঝে চলিস। ঠিক যে রকম বলে দিইছি। ধরা পড়লেই সর্ব্বনাশ। কি বলতে হবে, মনে আছে?

লা—গণ। আমাদের সব সাজ সাজা অভ্যেস আছে। আপনাকে আর শিকিয়ে দিতে হবে না।—"জয় রাধেকৃষ্ণ, দুটি ভিক্ষে পাই গো, মা জননী"

(নেপথ্যে শব্দ।)

মতি। চুপ। ও কিসের শব্দ রে?

১ম লা। আমি দেখে আসছি।

প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে পুনঃপ্রবেশ।

১ম লা। মশাই, বড় মজা হয়েছে; বড় ছুঁড়িটে নাকি এক বেট্টা নাপ্তের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, আর তাদের ধরে আনবার জন্যে শরৎ দত্ত নিজে বেরিয়েছে।

মতি। আরে, বলিস্ কিরে! এ যে পাহাড়ে পাঁচ কিল!

১ম লা। কি বকসিস দেবেন, তাই বলুন! এমন সুখবর এনে দিইছি।

মতি। অবশ্য। নাপ্তের পো খুব মজাটা করলে যা হোক! ও শব্দটা কিসের রে?

১ম লা। বেটাদের বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে, তারি শব্দ।

মতি। অরে, ঐ যে কে তিন জন এই বাগে আসছে না? নে, নে, কাপড় চোপড় ঠিক করে নে, শিগ্গির, শিগ্গির! (এক জন লাঠিয়ালের প্রতি) আরে বেটা, মাথার কাপড় একটু নাবিয়ে দে! (অন্য এক জনের প্রতি) আরে একটা নেজ বেরিয়ে রইল যে রে বেটা? এমন সব বোকা নিয়েও কাজ করতে হয়!

সুকুমারী, বিনয় ও ভগবানের প্রবেশ।

বিনয়। (ভগবানের প্রতি) দাদার কিছু উদ্দেশ পেলেন কি? কোন্ দিকে গিয়েছেন?

ভগ। না, না।

বিনয়। দিদির?

ভগ। না, মা,—তাঁরও কিছু খবর পাই নি।

সুকু। (বিনয়ের প্রতি) দাদা যে সময়ে যান, তুমি আমাকে চেঁচিয়ে ডাকলে না কেন?

বিনয়। আমি সে সময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে ছিলেম। বিপদের উপর বিপদ্, আমি এমন কখন দেখি নি।

ভগ। চিন্তা কি, মা? মা জগদম্বা রক্ষা করবেন।

সুকু। প্রথমে দিদি গেলেন, তার পর দাদা গেলেন, আর তা ছাড়া দুটো শক্ত মকর্দ্দমা। না জানি ভবিষ্যতে আমাদের জন্য আরও কি সঞ্চিত আছে।

ভগ। অমন করে বিপদ ডাকতে নেই, মা—ওতে অমঙ্গল হয়। কিসের ভয়? ভয় কি? গ্রামের সব লোক আমাদিগের দিকে, সকলেই বাবুর জন্যে দুঃখ কচ্ছে।

বিনয়। (সুকুমারীর প্রতি) রাত্রি হয়েছে, আপনি শুন গে।

দা—গণ। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) জয় রাধেকৃষ্ণ, দুটি ভিক্ষে পাই গো, মা জননী।

ভগ। (সাশ্চর্য্যে) এত রাত্তিরে ভিক্ষে কিরে, বাবু! কাল সকালে আসিস, যা।

দা—গণ। (ক্রন্দনের স্বরে) আমরা তিন দিন অবধি কিছু খেতে পাইনে। দুটি খেতে দাও, বাবা। তোমাদের ধনে পুত্তে লক্ষ্মী লাভ হবে, বাবা।

সুকু। আচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে এস, বাছারা, আমি দিচ্ছি। (অগ্রসরণ)।

মতি। (স্বগত) তোমার অধরসুধা ভিক্ষা চাই, সুন্দরি।

ভগ। গায়ের ওপর ঢলে পড়িস কেন রে মাগী? পথ দেখতে পাস্‌নে না কি?

দা—গণ। জয় রাধেকৃষ্ণ।

(সুকুমারী, বিনয় ও ভগবানের উপর হঠাৎ আক্রমণ ও তাঁহাদিগের মুখমধ্যে বস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগকে দৃঢ়রূপে বন্ধন।)

মতি। বস্। কেউ যেন একটা হুঁ শব্দ না করে। তোরা এক এক জন এক এক পথ দিয়ে যাবি। কে কোন্ দিকে গেল, কোন মতে যেন না ঠিক করে উঠতে পারে। আমি মাল নৌক করে ভাগলপুরে চালান দেব।

[সকলকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজমহলসন্নিকটস্থ উপত্যকা ভূমি।

অশ্বপৃষ্ঠে শরৎবাবুর প্রবেশ।

শরৎ। কি রম্য দৃশ্য! আমি পূর্ব্বে কখন পর্ব্বত দেখি নি। চিত্রে আর বাস্তবে কত প্রভেদ! সম্মুখে মধ্যরাত্রির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ গিরিশৃঙ্গ, চতুর্দ্দিকে হরিততৃণাচ্ছাদিত মাঠ, মধ্যে মধ্যে অত্যুচ্চ তরুদণ্ড, দূরে ক্ষুদ্র নদী—ঠিক যেন রৌপ্যতন্তু। মনুষ্যবসতির চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয় না।—স্বতঃই মনে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হয়। যে নিতান্ত হতভাগ্য, তারও মন কিয়ৎ কালের জন্য সুস্থিরতা লাভ করে। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) কিন্তু আমার মন শান্ত হবার নয়—অনুতাপে দগ্ধ হচ্চে। মৃত্যুর সময় সরোজের মা আমার উপর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করে যান। মনে কর—যদিও এ অসম্ভব—মনে কর, তিনি যদি হঠাৎ এসে আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করেন, "বিশ্বাসঘাতক, আমার সরোজ কোথায়?" আমি কি উত্তর দিতে পারি?—এতস্থানে অন্বেষণ করলেম, এত অন্বেষণ করলেম, কিন্তু সরোজের কোন সন্ধানই পেলেম না। শুনলেম, তাঁর এক মাতুল রাজমহলে কর্ম্ম করেন—দেখি যদি এইখানেই এসে থাকেন। কিন্তু বিফলপ্রযত্ন হলেম। এখানে তাঁর কেউই নেই। (পশ্চাদ্দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) সহিসটে আবার গেল কোথায়? বধু—উ—উ?

বধুর প্রবেশ।

বধু। বন্দেগী।

শরৎ। কঁহা গিয়াথা?

বধু। অভি ইধার চলা আওতে হেঁ, হুজুর। ক্যা হুকুম মহারাজ?

শরৎ। তোম ঘোড়াঠো আস্তাবলমে লে যাও। অব বহুত ঠাণ্ডা হৈ। দো এক ঘড়ি বাদ হাম পয়দলে ফির যাঙ্গে।

মধু। যো হুকুম, ধর্ম্মাবতার।

[অশ্ব লইয়া মধুর প্রস্থান।

শরৎ। এই ঘাসটার উপর একটু বসি। (উপবেশন)। সুকুমারীর জন্য এক এক বার মন কেমন করে। নাঃ, বিনয় ত সেখানে আছে।

নেপথ্যে। অন্ধকে একটি পয়সা দাও গো, বাবুসাহেব, অন্ধকে একটি পয়সা দাও।

শরৎ। এ আবার কি?

একজন অন্ধ মুসলমানের প্রবেশ।

অন্ধ। অন্ধকে একটি পয়সা দাও, বাবুসাহেব, আল্লা তোমার ভাল করবে।

(শরতের অন্যমনা হইয়া পয়সা দিবার উপক্রম। সেই অবসরে অন্ধের চক্ষুরুন্মীলন ও শরতের মস্তকে সবলে করস্থ লগুড়াঘাত। শরতের সংজ্ঞাত্যাগ ও ভূমিতে পতন।)

চারিজন মুসলমানের প্রবেশ।

একজন মু। জলদি, জলদি। বড় রুইটে পড়েছে। অনেক টাকা আছে।

(একস্থান হইতে তৃণাপনয়ন, একটা গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটন ও শরৎকে লইয়া তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মুসলমান ভিন্ন সকলের প্রবেশ। তৎকর্ত্তৃক গুপ্তদ্বার বন্ধকরণ ও তদুপরি পূর্ব্ববৎ তৃণবিন্যাস।)

মু। অন্ধকে একটি পয়সা দাও গো, বাবুসাহেব, অন্ধকে একটি পয়সা দাও। আল্লা, আল্লা,—অন্ধকে কেউ একটি পয়সা দেয় না, আল্লা!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজমহলসন্নিকটস্থ উপত্যকা ভূমি—ভূমধ্যে।

শরৎ অজ্ঞান। আমীর খাঁ ও চারিজন

মুসলমান আসীন।

শরৎ। (মূর্চ্ছান্তে) তোমরা আমাকে কোথায় এনেছ? আমি কোথায়?

আমীর। আপনি উত্তম স্থানে আছেন, আপনার কোন চিন্তা নেই।

শরৎ। কেন আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?

আমীর। বলছি। অগ্রে আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। ইংরাজদের শাসনাধীনে আপনারা সুখে আছেন?

শরৎ। এ যে আশ্চর্য্য প্রশ্ন! এর অর্থ কি? (স্বগত) যবনের মুখে সাধুভাষা!

আমীর। আচ্ছা, আপনি উত্তর দিন্ ত, অর্থ জানবেন এখন পরে।

শরৎ। প্রশ্নের উদ্দেশ্য না বুঝলে, কি করে উত্তর দেব? সুখ অসুখ সকল রাজ্যেই আছে।

আমীর। সত্য। কিন্তু ন্যূনাধিক আছে। আকবরাদি বাদসাহের সময় আপনারা যে প্রকার সুখে ছিলেন, এখন কি সেই রূপ আছেন?

শরৎ। এক এক জন মুসলমান সম্রাট ছিলেন বটে যাঁদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়, কিন্তু অধিকাংশই ভয়ানক ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যথেচ্ছাচারী ও নৃশংসস্বভাব ছিলেন। মুসলমানদিগের আধিপত্য আমরা পুনঃপ্রার্থনা করি না।

আমীর। (বিদ্রূপ করিয়া) ইংরাজদিগের মধ্যে সকলেই জিতেন্দ্রিয়—নিরীহ মেষশাবক!

শরৎ। আমি তা বলছি নে। কিন্তু মুসলমানদিগের যথেচ্ছাচারিতার

রণা ছিল না। ইংরাজদিগের যথেচ্ছাচারিতা কিয়ৎ পরিমাণে—বরিঞ্চ বত্যন্ত মাত্র—সভ্যতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ।

আমীর। ইংরাজেরা যে মধ্যে মধ্যে ঘোর অত্যাচার করে, তাহা কি আপনি অজ্ঞাত আছেন? না স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন?

শরৎ। উভয়ের কোনটাই না।

আমীর। আপনাদের দেশ স্বাধীন হলে আপনি সুখী হন না?

শরৎ। তাহা কি আবার জিজ্ঞাসাসাপেক্ষ?

আমীর। আপনাদের দেশ স্বাধীন করবার জন্য যদি কেউ চেষ্টা করে, আপনি তার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন?

শরৎ। (স্বগত) আমার বড় কুতূহল হচ্ছে, সব ভাল করে জানতে হল? (প্রকাশ্যে) তা এখন বলতে পারি নে। এরকম চেষ্টা কি কেউ কচ্ছে?

আমীর। হাঁ। অনেক দিন অবধি হচ্ছে। এই গৃহই ষড়যন্ত্রকারীদিগের সমাবেশস্থান। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা কত বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র সংগ্রহ করেছি।

শরৎ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আপনারা এ দ্বারাই ইংরাজসিংহকে ভারতবক্ষ হইতে বিদূরিত করবেন?

আমীর। মহীরুহ একদিনে ফলভরে অবনত হয় না।

শরৎ। আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

আমীর। শুনুন। কাফরেরা আমাদের সকল ধনসম্পত্তি অপহরণ করেছে। আমরা তাহাদের ধনী, প্রভুভক্ত, প্রজার নিকট আমাদিগের অপহৃত অর্থ সুদসমেত পরিগ্রহ করছি। প্রচুর অর্থ সঞ্চয় হলেই বারুদের ক্রীড়া আরম্ভ হবে। আপনাকে ৪০০০ টাকা দিতে হবে।

শরৎ। যদি না দিই?

আমীর। মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হতে হবে।

শরৎ। যদি তা না হই?

আমীর। আপনার গৃহিণী বিধবা হবেন।

শরৎ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আমার একটা কথা শুনুন

চেষ্টা। আপনারা কখন সফল হবেন না। আমাদের দেশের কাপুরুষেরা এখন

স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হয় নি—স্বাধীনতা প্রাপ্ত হলেও যা যে আমরা তা বহুদিন রক্ষা করতে পারব, তাও বিলক্ষণ সন্দেহের স্থল। আর স্বাধীনতার নামে আপনাদের অধীনতা স্বীকার করতে কেউ সম্মত হবে না।—আপনারা এ ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আপনাদের এই গুপ্তমন্ত্রণা রাজপুরুষদের গোচর করব না।

আমীর। (হাস্য করিয়া) সে পরের বিবেচনা। আপনি টাকা দিতে স্বীকৃত কি না?

শরৎ। আমার নিকট ত টাকা নেই?

আমীর। আপনি আমাদের ৪০০০ টাকা ধারেন বলে একটা অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিন, তা হলেই যথেষ্ঠ হবে।

শরৎ। আমি যদি আপনাদের সকল কথা প্রকাশ করে দিই?

আমীর। (সহাস্যে) ক্ষতি কি? প্রমান দিতে পারবেন?

শরৎ। আপনাদের এই গৃহ।

আমীর। (ঈষৎহাস্যের সহিত) কোথায়, জানেন?

শরৎ। না, তা জানি না। অজ্ঞানাবস্থায় এনেছেন। কিন্তু চেষ্টা করে দেখব।

আমীর। (হাস্য পূর্ব্বক) এ পর্য্যন্ত যাঁরা আপনার মত এসেছেন, তাঁরা ত কেউ পারেন নি।

শরৎ। কেন?

আমীর। অজ্ঞানাবস্থায় এসেছেন, অজ্ঞানাবস্থায় গিয়েছেন।

শরৎ। অজ্ঞানাবস্থায় আসার মানে বুঝতে পারি—আমার বেলা যা হয়েছে। অজ্ঞানাবস্থায় গিয়েছেন কি রকম?

আমীর। মর আর আকিং!

শরৎ। (স্বগত) ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন। এদের অন্যমনস্ক করে দিয়ে, একবার একটা বন্দুক হাতে করতে পারলে হয়। (প্রকাশ্যে) আপনি এমন উত্তম বাঙ্গালা বলতে শিখলেন কেমন করে?

আমীর। আজ্ঞা, আপনার আশীর্ব্বাদে অনেক গুলি ভাষাতেই দাসের অধিকার আছে।

শরৎ। (হঠাৎ উঠিয়া, এক বন্দুকের মুখ একটা বারুদের পিপার উপর স্থাপিত করিয়া) দেখতেই পাচ্ছেন, বন্দুক প্রস্তুত আছে। কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করুন, আমাকে ছেড়ে দেবেন। আর না হয়, অনুমতি দেন ত বারুদে অগ্নি প্রদান করে, আমরা সকলেই সশরীরে স্বর্গে যাই। গৃহস্তব্ধ।

(পশ্চাৎ হইতে একজন মুসলমানের প্রবেশ ও শরতের দক্ষিণ স্কন্ধে প্রবলবেগে আঘাত। শরতের হস্ত হইতে বন্দুকপতন ও রজ্জু দ্বারা তাঁহার হস্তবন্ধন।)

আমীর। মহাশয়, আপনি আমাদের দলভুক্ত হলে বড় ভাল হত। বাঙ্গালিদের মধ্যে আপনার মত চতুর আর সাহসী অল্পই দেখেছি। ক্ষমা করবেন, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করি। যতদিন না আপনার তেজের খর্ব্বতা জন্মে, তত দিন আপনাকে বন্দীভাবে থাকতে হবে। অনাহারে। (সঙ্গীদিগের প্রতি ইঙ্গিত এবং তাহাদিগকর্ত্তৃক গৃহমধ্য হইতে দুই তিন খানি কাষ্ঠফলক উত্তোলন ও তদাবিষ্কৃত গর্ত্তমধ্যে শরৎকে নিক্ষেপ)।

শরৎ। (ভিতর হইতে) এখানে বড় অন্ধকার। আহার না দেন নাই দেবেন, একটা প্রদীপ দিন্। মহাশয়, আরশোল্লা, বিছে, টিকটিকি সব গায়ে উঠছে। একটা আলো দিন্।

আমীর। টাকা দিতে স্বীকার আছেন?

শরৎ। (তীব্রস্বরে) না, দশ হাজার বার না। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু কোন উপায়ে, কখন, যদি এই নরক হতে উদ্ধার পাই, আপনারা উপযুক্ত শাস্তি পাবেন। সেটা যেন স্মরণ থাকে।

আমীর। (হাস্য পূর্ব্বক) আচ্ছা!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সালিকা, একটি উদ্যানবাটী।

চারিজন মদ্যপায়ী আসীন।

মদ্যপদিগের গীত।

রাগিণী পিলু,—তাল পোস্তা।

মদের মতন, এমন রতন, আছে কি আর এ সংসারে
অনেক সুকৃতি হলে, মদকে তবে চিন্তে পারে ॥
কল্লে অন্যে উপাসনা, লভে মাত্র রূপা, সোনা,
সদ্য-স্বর্গ সম্ভাবনা, সুরা-দেবী পূজলে পরে।
যদি চাও সদ্য-মুক্তি, কর মদে দৃঢ়-ভক্তি,
নব্য-তন্ত্রে এই যুক্তি, অন্যথা কে কত্তে পারে ॥
সুরা-বৈরী আছে যত, লম্ফ ঝম্ফ দেয় কত,
লুকিয়ে মদেতে রত, নরকে যায় পাপ-ভরে ॥

১ম ম। বহুত হয়েছে, বাবা। গ্লাস দাও, বাবা. গলা সানিয়ে নিই।

২য় ম। আরে বেটা, তুই আজ দুবোতল পার করিছিস, আরও খেয়ে একেবারে কুপকাৎ হবি রে?

১ম ম। আঃ— [illegible] দাও না, বাবা। দু তিন বোতলে ডুবব না, বাবা, অনেক দিন সাঁতার দিতে শিখিচি। ভয় নেই, তোমার বন বিধবা হবে না, বাবা।

৩য় ম। হলেই বা কি? আজকাল বিধবার বে হচ্ছে যে, বাবা।

(সকলের মদ্যপান)

অনতিদূরে সরোজিনীর প্রবেশ।

সরোজ। আর আর হাঁটতে পারি নে। পা ব্যথা করছে।—মামার বাড়ি এখান থেকে আর কতদূর হবে?—গেলে তাঁরা আবার চিনতে পারবেন কি না, তাই ভাবছি। একে ত আপনার মামা নন, তাতে ছেলে বেলা থেকে দেখা শুন নেই। (আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া) বড় মেঘ করেছে। (তড়িৎ-বিকাশ ও বজ্রধ্বনি)। উঃ, শব্দে কাণ পাতা যায় না। (চিন্তিতভাবে) কোথায় যাই?—ঐ যে একটা আলো দেখতে পাচ্ছি, দেখি যদি ঐখানে একটু দাঁড়াবার জায়গা পাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, সভয়ে) ওমা, মাতাল যে!

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

৪র্থ ম। আরে, একটা মেয়েমানুষ যে রে!

২য় ম। আরে তাইত! ষোড়শী, রূপসী, যুবতী!

১ম ম। আসতে আসতে পালিয়ে গেল যে। ধর, ধর।

সকলে। চোর পালায়, ধর, ধর।

সকলের প্রস্থান ও সরোজিনীকে ধৃত করিয়া পুনঃপ্রবেশ।

১ম ম। ভয় কি, সুন্দরি, পালাচ্ছিলে কেন?

২য় ম। (এক পাত্র মদ লইয়া) পদ্মমুখে একটু মদ দেবে, সুন্দরি?

৩য় ম। (পাত্র কাড়িয়া লইয়া) দাঁড়া না রে বেটাচ্ছেলে, ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে, দেখতে পাচ্ছিস নে, অত বাড়াবাড়ি করিস কেন?

সরোজ। (স্বগত) জগদীশ্বর! তাঁদের না বলে এসেছি, তারি শাস্তি।

১ম ম। অরে, তোরা সব এখান থেকে যা। ও ভয় পাচ্ছে।

৩য় ম। ছি, ছি, কি মজারি কথা গো! বলে, পাগলা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা!

১ম ম। আরে, না রে না। (কর্ণে কথন)।

৩য় ম। সত্যি ত? দেখ, বাবা, ফাঁকি দিও না! নীতিবোধে পড়েছ, বাবা, প্রবঞ্চনা বড় পাপ।

[প্রথম মদ্যপ ও সরোজিনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ম। ভয় কি, প্রেয়সি? আমার এখনও বে হয় নি, আমি তোমাকে বে করব—সত্যি বলছি, বে করব—আর খুব ভাল বাসব, ভয় কি? কোত্থেকে আসছ, সুন্দরি?

সরোজ। দেখুন, আমি অনেক দূর থেকে আসছি। আমার বড় খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খাবার এনে দিতে পারেন?

ম। এ আর পারি নি, সুন্দরি? কি খাবে, প্রিয়ে?

সরোজ। যা হয়। (চিন্তা পূর্ব্বক) দেখুন, আমি পেঁপে বড় ভাল বাসি। পেঁপে একটা এনে দিতে পারেন কি?

ম। একটা ছেড়ে কুড়িটে দিতে পারি, সুন্দরি। মালি বেটা আজই সব পেঁপে পেড়েচে। তোমাকে কি না দিতে পারি, প্রেয়সি?

সরোজ। তবে কৃপা করে কিছু খাবার আর দুটো পেঁপে এনে দিন। আর দেখুন, আমি পরের হাতে ছাড়ান কোন ফল টল খেতে পারি নি—কেমন প্রবৃত্তি হয় না। দয়া করে যদি অমনি এক খানা বঁটি কি বড় ছুরী নিয়ে আসতে পারেন, ত বড় ভাল হয়।

ম। এ যে বাগান বাড়ি, এখানে ত বঁটি নেই, সুন্দরি। ছুরী আছে। পাঁচ ইয়ারে বসে আমোদ করবার সময়, কার্কস্ক্রু দিয়ে মদের বোতলের ছিপি খোলবার দেরি সয় না। ছুরীর বাঁট দিয়ে টক করে বোতলের মাথাটা ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে, অমনি—(ভঙ্গী)। তা সেই ছুরী এনে দেব?

সরোজ। আনুন না, ক্ষতি কি?

ম। একটু মদ খাবে, প্রিয়ে?

সরোজ। আচ্ছা, আপনি খাবার আনুন আগে, তার পর দেখা যাবে এখন।

মদ্যপের প্রস্থান, এবং ছুরী, খাবার, পেঁপে, ইত্যাদি লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

ম। এই নাও, সুন্দরি, যা যা চেয়েছিলে, সব এনেছি।

সরোজ। আপনি এখন তবে অনুগ্রহ করে এখান থেকে একটু সরে যান। আমার পুরুষ মানুষের সম্মুখে খেতে লজ্জা করে।

ম। এইত, সুন্দরি, নিষ্ঠুরের মত কথা বল্লে। অধীনকে প্রসাদ না দিয়ে সব একলা খাবে, সুন্দরি?

সরোজ। না, আমার লজ্জা করে, আপনি একটু ওদিকে যান। আমার এখনি খাওয়া হবে।

ম। আচ্ছা, সুন্দরি, তোমারই কথা সই। বাবা, স্ত্রীলোকের কথা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে রাখতে হয়। আচ্ছা, প্রেয়সি, আমি যাচ্চি, তুমি খাও।

মদ্যপের প্রস্থান ও সরোজিনী কর্ত্তৃক গৃহদ্বারে অর্গলপ্রদান।

নেপথ্যে ম। ওকি, সুন্দরি, দরজা বন্ধ কল্লে কেন?

সরোজ। না, ও কিছু নয়। আমার খাবার সময় কেউ যদি এসে পড়ে, তা হলে আমার খাওয়া হবে না, এই জন্য দরজা বন্ধ করলেম। আপনি একটু যান, আমার এখনই হবে।

নেপথ্যে ম। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, সুন্দরি! কেউ তোমার খাবার বিঘ্ন করবে না। তোমাকে বড় ভাল বাসি, সুন্দরি, দয়া করে দাসের জন্যে কিছু প্রসাদ রেখ।

সরোজ। (ছুরী লইয়া) খেদ করবারও সময় নেই! শরৎ, মরবার সময় একবার তোমার মুখ দেখতে পেলেম না, এই দুঃখ রইল। মাগো, তোমার দুঃখিনী কন্যা চল্‌ল। আত্মহত্যা মহাপাপ, তা জানি, কিন্তু স্ত্রীলোকের সতীত্ব প্রাণের চেয়েও বড়—অনেক বড়। বড়টা রক্ষা করবার জন্য ছোটটা ত্যাগ করতে হয়। জগদীশ্বর, নির্ব্বোধ বালিকার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। (ক্রন্দন করিতে করিতে) শরৎ, তোমাকে বড় ভাল বাসতেম। কত ভাল বাসতেম, তা বলতে পারি নি। একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি দেখা পেতেম!—আর দুঃখ করে কি হবে। (দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক—চক্ষু মুছিয়া) দেখ্‌রে, মাতাল সব, নৃশংস, পামর, নিষ্ঠুর, পেঁপে খাওয়া দেখে যা,—তোদের কীর্ত্তির পতাকা দেখে যা।

(গলদেশে ছুরিকাঘাত ও পতন।)

(ঘন ঘন বিদ্যুৎপ্রকাশ ও বজ্রধ্বনি।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজমহলসন্নিকটস্থ পাহাড়ময় প্রদেশ।

কতকগুলি কুলি লইয়া হরিদাসবাবুর প্রবেশ।

হরি। পূর্ব্বে সমুদ্র এই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং মৃত্তিকার কোন না কোন স্তরে সামুদ্রিক জন্তুর অস্থিকঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে। সেই অনুসন্ধানেই আমার এখানে আসা। (কুলিদিগের প্রতি) তোরা সব মাটী খোঁড়্, কোন হাড় টাড় পেলে আমাকে এনে দিস্।

(কুলিদিগের তথাকরণ)।

১ম কুলি। এই নেন একখানা হাড়।

হরি। (গ্রহণ পূর্ব্বক) এ ত দেখছি হাতের [illegible]। মানুষের বলে বোধ হয় না। থাক্, কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করা যাবে। খোঁড়্, খোঁড়্, আরও খোঁড়্।

২য় কুলি। এই খানটার মাটিতে ফাঁপা বলে ঠেকচে। মশাই, [illegible] কি?

হরি। খোঁড়, খোঁড়্। দেখ্, ওর ভিতর কি আছে।

২য় কুলি। মশাই, এখানে একখানা মস্ত পাথর চাপা রয়েছে।

হরি। ধর্, দু তিন জনে ধরে তুলে ফেল্।

(কুলিদিগের তথাকরণ)।

ভিতর হইতে। একি, হঠাৎ আলো এল কোন খান দিয়ে!

কুলিগণ। (সভয়ে) ওরে, কথা কয় কি সে রে?

ভিতর হইতে। এ ত সূর্য্যের আলো দেখছি! এতদিনে বুঝি এই নরকযন্ত্রণা হতে মুক্তি পেলেম! প্রাণ গতপ্রায় হয়েছিল।

(গর্ত্তের ভিতর হইতে শরতের উত্থানের চেষ্টা)।

কুলিগণ। (সত্রাসে) ওরে বাবা, ভুঁইফোড় ভূত রে—বাবারে, মাথাটা কত বড় দেখ। পালা, পালা! (কুলিদিগের পলায়ন)।

হরি। (ভয় ও কুতূহলের সহিত) একি, প্রকৃতির আবর্ত্তনে ভূমধ্যে কোন নূতন জীবের সৃষ্টি হল না কি? যদি তাই হয়, আমার নাম চিরস্মরণীয় হবে, আমি প্রথম আবিষ্কার করেছি!—কিন্তু একটু সরে দাঁড়ান ভাল, কি জানি যদি হিংস্র জন্তু হয়। বিজ্ঞানের জন্য কি আমার বহুমূল্য মনুষ্যজীবন হারাব?

(কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্গমন)।

শরৎ। (উঠিয়া) আঃ, অনেক দিনের পর—এই যে একজন মানুষ দেখতে পাচ্চি! মহাশয়——

হরি। (সভয়ে আরও কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্গমন পূর্ব্বক) আরে মলো, মানুষের মত কথা কয় যে! খপরদার, কাছে আসিস নে—খপরদার, কাছে আসিস নে।

শরৎ। (আহ্লাদে) একি হরিদাস বাবু যে! আমাকে চিন্তে পাচ্ছেন না?

হরি। (...) বেশ কথা কইতে পারে দেখছি, মানুষ না কি? নাঃ, একটা আরটা প্রমাণে কিছু বিশ্বাস করা উচিত নয়। যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। হাত পা গুলা মানুষের চেয়ে লম্বা বলে বোধ হচ্ছে। লাঙ্গূল আছে কি না দেখলেই টের পাওয়া যাবে। পেছন ফের, তোমার নেজ আছে কি না, আমি দেখতে চাই।

শরৎ। আপনি পাগল হয়েছেন না কি? আমি শরৎকুমার দত্ত, আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না?

হরি। আরে মলো, আবার এগিয়ে আসে? (কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্গমন)। খপরদার, বলচি।—বাঙ্গালির মত কথা কচ্ছে, যদি মানুষ হয় ত অবশ্য বাঙ্গালা বর্ণমালা জানে। আচ্ছা, তুমি ক খ গ ঘ সব বলে যাও দেখি।

শরৎ। ভাল আপনে পড়িছি। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ——

হরি। আচ্ছা, থাক্। ফাঁকি দিয়ে দাঁত দেখে নিইছি। দাঁত গুলা ঠিক মানুষের মত। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) তুমি আমাকে কামড়াবে না?

শরৎ। তোমার মুণ্ডটা চিবিয়ে খাব।

হরি। ও বাবা, বিজ্ঞান মাথায় রইল!

[পলায়ন।

শরৎ। অ হরিদাসবাবু, শুনুন, শুনুন,—কামড়াব না, কামড়াব না।

হরিদাসের পুনঃপ্রবেশ।

শরৎ। আপনি কি পাগল হয়েছেন না কি?

হরি। আচ্ছা তুমি আগেকার কোন একটা কথা বল, তবে আমি বিশ্বাস করব।

শরৎ। বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভাতে আপনি একদিন "মনুষ্য কপি-বংশোদ্ভূত" এই নামে একটা বক্তৃতা করেছিলেন। (স্বগত) অন্ততঃ তুমি নিজে যে তাই, তার আর কোন সন্দেহ নাই।

হরি। হয়েছে, হয়েছে। আপনি শরৎবাবু বটে! (সক্ষোভে) কিন্তু আপনি আমার বড় ক্ষতি করলেন। আমি আপনাকে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড আবিষ্ক্রিয়া করছিলেম। যা হোক, আপনি এর ভিতর ঢুকে ছিলেন কেন?

শরৎ। কতক গুলা দুষ্ট মুসলমান ধরে রেখেছিল। সে সব পরে বলব। আমার বাড়ির খবর কি বলুন।

হরি। বড় মন্দ। মতিলাল দে দ্বারা আপনাদের সমস্ত বিষয় হরণ, আপনার ভগ্নী আর বিনোদবাবুর তিরোধান এবং অনন্তপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর মিথ্যাদোষারোপ অপরাধের বিচারের দিবস অনুপস্থিতি হেতু আপনাকে ধৃত করিয়া আনয়নের আজ্ঞা প্রচার।

শরৎ। বড় আপ্যায়িত হলেম! সুসংবাদের বৃষ্টি! বিদ্রোহ উত্তেজনা অপরাধের কি হল?

হরি। না, শুদ্ধ ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে মিথ্যাদোষারোপ অপরাধের অভিযোগ হয়।

শরৎ। হুগলিতেই হয়েছিল?

হরি। হাঁ।

শরৎ। সরোজিনীর কোন সন্ধান পাওয়া গেছে ?

হরি। আমি বলতে পারি নে—বোধ হয় না।

শরৎ। আমার ভগ্নীর কথা কি বলছিলেন ?

হরি। তিরোধান। গুজব, মতিলাল কোথায় ধরে নিয়ে গিয়ে রেখেছে

শরৎ। হ্যাঁ, বলেন কি ?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনরপুর, মতিলালবাবুর বাটীর একটি গৃহ।

বিনয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, মতিলাল নিকটে দণ্ডায়মান।

মতি। দুট কর্ম্ম কল্লে, তোর জীবন রক্ষা হয়।

বিনয়। কি, কি ?

মতি। এক—তুই আমাকে তোর সমস্ত সম্পত্তি দান কল্লি বলে লিখে দিবি।

বিনয়। আচ্ছা, স্বীকার আছি। বেঁচে থাকি ত আমি নিজের সংস্থান করতে পারব। আর কি ?

মতি। আর, একমাস আগেকার তারিখ দিয়ে এই মর্ম্মে একখানা চিঠি লিখে দিবি—যেন তোর মাকে (আমার স্ত্রীকে) লিখছিস, যে শরৎবাবুর ভগ্নীর উপর তোর সন্দেহ হয়।

বিনয়। (সক্রোধে) সরলতার, নির্দোষিতার, প্রতিমূর্ত্তি, সুকুমারীর উপর সন্দেহ হয় ? বলতে তোর মুখ খসে পড়ল না ?—তাতে তোর লাভ কি ?

মতি। (সরোষে) লাভ এই। একটা বাজে মেয়েকে বের করা, আর

যার স্বভাবে প্রণয় দান করা অভ্যাস আছে তাকে বের করা,—ইংরিজি আইনে এ দুয়ের মধ্যে অনেক বিভেদ করে।

বিনয়। (স্বগত) উঃ, আমার যদি হাত পা বাঁধা না থাকত, ওর মাথাটা আছড়ে ভেঙ্গে ফেলতেম। (প্রকাশ্যে) আমি প্রাণান্তেও এমন লিখে দেব না।

মতি। (সক্রোধে) তোকে দুখানাই লিখে দিতে হবে। (বস্তুবর্ষণ পূর্ব্বক) না দিস, ত তোকে এই দণ্ডেই যমালয়ে পাঠাব।

বিনয়। (অসহ্যক্রোধে) নরাধম, নারকি, তুই মনে করিস নে যে তুই আমার হাত পা বেঁধে রেখেছিস বলে, আমার মন তোর বশ হয়েছে,—কি কোন কালে হবে। আর তুই এটা ঠিক জানিস যে শরৎবাবু এই অত্যাচারের প্রতিফল দেবেনই দেবেন।

মতি। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) তোর শরৎ এখন কোথা, তা জানিস?

বিনয়। কোথায়?

মতি। জেলে। রাজমহলে না কোথায় পালিয়ে গিছল, সেখান থেকে পরে এসে পুলিসেই তাকে কয়েদ করেছে।

বিনয়। তাঁর মুক্তির জন্য কোন চেষ্টা হচ্ছে না?

মতি। এখন কি আর তার টাকা আছে, যে সকলে তার হয়ে লড়বে? সে দফা আমি রফা করে দিইছি।

বিনয়। সুকুমারী কোথায়?

মতি। সে খবরে তোর কাজ কি? নিজেরই সামলা আগে, তার পর পরের কথা। মিছে সময় নষ্ট করিস নে। তুই এখন, যা বল্লেম, তা করবি কি না তাই বল্।

বিনয়। কখন না। বাঙ্গালিরা কাপুরুষের জাত, কিন্তু কৃতঘ্ন নয়। উপকারকের জন্য সকল ক্ষতি স্বীকার করতে পারে। যে শরৎবাবু বিপদের সময় আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, তাঁরি ভগ্নীর নামে আমি মিথ্যাপবাদ দেব? আবার মিথ্যাপবাদ বলে মিথ্যাপবাদ নয়, দুরপনেয় অসতীত্ব কলঙ্কের অপবাদ! সকলেই কি নরপিশাচ যে?

মতি। তবে রে পাজি! (বিনয়ের বক্ষোপরি দক্ষিণপদস্থাপন পূর্ব্বক) তুই লিখে দিবি কি না, বল্। এখনই তোকে আমি মেরে ফেলতে পারি। বল্, সই করবি কি না।

ভুবনমোহিনীর, ছদ্মবেশে, বেগে প্রবেশ, মতিলালকে আঘাত পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ ও প্রস্থান।

মতি। (সভয়ে) ও বাবা! ও বাবা! কি গো! (উত্থান পূর্ব্বক, স্বগত) ভয় পেয়েছি দেখালে চলবে না। (প্রকাশ্যে) সই করে দে এটায়, এখনি দে, তা না হলে তোর ভাল হবে না বলছি,—দেখ্ এখনও বলছি।

(দ্বারে আঘাত)।

মতি। ও আবার কি? কে ও?

(পুনরায় দ্বারে আঘাত)।

মতি। আরে কে ও? উত্তর দেয় না কেন?

নেপথ্যে। আজ্ঞে আমি দোয়ারি।

মতি। চাস্ কি?

নেপথ্যে। আজ্ঞে এক খানা পত্তর।

মতি। বঠক্খানায় রেখে দিগে যা।

নেপথ্যে। যে এনেছে, সে বলছে এখনি পড়ে এর জবাব দিতে হবে। বলে, তা না হলে আপনার মন্দ হবে।

মতি। ভাল আপদেই পড়িছি।

[প্রস্থান।

বিনয়। আর আমার আশা নেই। শরৎবাবুর বিষয় এর হস্তগত, তিনি নিজে কারাগারে, দিদি আর সুকুমারী নিরুদ্দেশ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) এঁদের জন্যই বেশি ভাবনা হচ্ছে।

পত্রহস্তে মতিলালের পুনঃপ্রবেশ।

মতি। এ চিঠি খানা কে লিখলে? কিছু ত বুঝতে পারছি নে।

খুলেই দেখি। (পত্রের দুই এক পংক্তি পড়িয়াই গুরুতর কম্পন।) সর্ব্বনাশ! গঙ্গায় ডুবে মরেছিল যে! এইবারেই গিছি! না গেলেও নয়! কি করি?

[কম্পন ও প্রস্থান।

বিনয়। এ আবার কিসের পালা আরম্ভ হল? কিছু সুলক্ষণ বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু কোন্ খান দিয়ে যে কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

ভুবনমোহিনীর পুনঃপ্রবেশ।

ভুবন। তালা বন্ধ কত্তে ভুলে গিয়েছে। আমি তোমার শেকল খুলে দিচ্ছি। (বন্ধনমোচনের চেষ্টা)। (ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক) ও মা, এ কেমন শেকল গো, চাবি দেওয়া। আচ্ছা, তোমার কোন ভয় নেই, আমি যেমন করে হোক, তোমাকে বাঁচাব।

[প্রস্থানের উপক্রম।

বিনয়। একটা কথা শুনুন, একটা কথা শুনুন। [illegible] সন্ধান করতে পেরেছেন?

ভুবন। পেরেছি। তার মাথার এক গাছা চুলও [illegible] পারবে না। ভয় নেই।

—ভুবনমোহিনীর প্রস্থান ও মতিলালের পুনঃপ্রবেশ।

মতি। তোকে এ ঘরে রেখে যাওয়া হবে না। চল্, ভেতরের ঘরে চল্।

বিনয়। আমার হাত পা বাঁধা, আমি কেমন করে যাব?

মতি। হাত পা বাঁধা থাকলে কেমন করে যেতে হয়, তা জানিস নে বুঝি? এই দেখ্।

[পদাঘাত দ্বারা বিনয়কে গড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

খড়দা, একটি সামান্য গৃহ।

একজন স্ত্রীলোক ও একটি বালকের প্রবেশ।

বালক। মা, আমার এ বেশে বড় লজ্জা করে!

স্ত্রীলোক। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) নাচতে বসে আর ঘোমটা কেন? এতদূর এসে, এখন লজ্জা করলে চলবে কেন? তোমার জন্যেই ত আমার এতদূর আসা? তুমি একেবারে——

বালক। (লজ্জিতভাবে) আর আমাকে লজ্জা দিও না, মা। আমাদের আর কতদূর যেতে হবে?

স্ত্রী। বোধ হয় এই খানেই বাসা পাব এখন। এ বাড়ীতে কে আছে গা?

ভুবনমোহিনীর প্রবেশ।

ভুবন। (আহ্লাদে) এই যে!—

স্ত্রী। (ভুবনমোহিনীর প্রতি সঙ্কেত) আমরা এই খানে কিছু দিন থাকব। একটা ঘর ভাড়া পেতে পারি কি? (পুনরায় সঙ্কেত)।

ভুবন। হাঁ, পাওয়া যাবে না কেন? কিন্তু আগাম ভাড়া চাই। তোমাদের ত, বাছা, আমি চিনি নে।

বালক। (স্ত্রীলোকটির প্রতি জনান্তিকে) মা, ভাড়া যেন বড় বেশি না হয়, আমার কাছে অল্পই টাকা আছে।

স্ত্রী। কৈ, ঘর দেখাও দেখি, তার পর ভাড়া ঠিক হবে এখন।

ভুবন। আচ্ছা, ঘর দেখাচ্ছি, এস।

স্ত্রী। (জনান্তিকে, ভুবনমোহিনীর প্রতি) তোমাকে ও চেনে না চিনলে আসত না। ভগবান্ এসেছে?

ভুবন। (জনান্তিকে) এসেছে

সকলের প্রস্থান ও কিয়দ্বিলম্বে ভগবানের সহিত উক্ত স্ত্রীলোকটির পুনঃপ্রবেশ।

ভগ। ছেলেটি কে, আপনাকে বলতেই হবে।

স্ত্রী। পরে টের পাবে। এখন জানতে চেষ্টা কর না। কারণ আছে।

ভগ। ছেলেটিকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে বোধ হচ্চে। ও আপনার কে হয়?

স্ত্রী। কেউ নয়। ছেলেটি বড় ভাল। আমি ওর একবার একটু উপকার করেছিলেম, সেই অবধি আমাকে মা বলে ডাকে। সে কথা এখন থাক্, এদিক্‌কার খবর কি বল দেখি। কাগজ পত্র সব তয়েরি হয়েছে?

ভগ। সব।

স্ত্রী। শরৎ?

ভগ। জেলে।

স্ত্রী। বাল কলকেতায় আপীল করা হয়েছে?

ভগ। যে দিন আপনার চিঠি পাই, সেই দিনই। আর দেশের সব খবরের কাগজওলারা তাঁর হয়ে লেগেছে। আজ কালের মধ্যেই যা হয় একটা নিষ্পত্তি হবে। উকিলেরা ত অনেক ভরসা দিচ্ছে। বলে, বড় জোর হাজার খানেক টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেবে।——তিনি নিজের গের নিজেই টেনে আনেন। সেই কালে একবার চোক কান বুজে দোষ মানলেই হত। তা না, বল্লেন কি না—"উৎপীড়িত স্বদেশীয়দিগকে ধবলমূর্ত্তিদের অত্যাচার হতে রক্ষা করবার জন্য যদি আমার জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাও দেব"।

স্ত্রী। দেখ, আমি যে এর ভিতর আছি, তা যেন শরৎ ঘুণাক্ষরেও না টের পান্। তাঁর কতকগুলি বন্ধু নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে মকর্দ্দমার খরচ চালাচ্ছেন, এইটে রটিয়ে দিও।

ভগ। যে আজ্ঞে।

স্ত্রী। মতিলালকে আসতে বলা হয়েছে?

ভগ। এল বলে। যে চিঠি লেখা হয়েছে, সে ছেড়ে তার বাপ আসবে।

স্ত্রী। দেরি হচ্ছে, ফের লোক পাঠাও।

[ভগবানের প্রস্থান।

স্ত্রী। শক্ত খেলা। (ভুবনমোহিনীকে চিন্তিতভাবে স্থিতি)।

মতিলালের প্রবেশ।

মতি। আ—প—নি, আ—প—নি, আ—মা—কে, কে—ন—(কম্পন)।

স্ত্রী। (সক্রোধে) কুলাঙ্গার, ... , কেন ডাকিয়েছি আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছিস ?

মতি। আ—মি, আ—মি, আ—প—নি, গ—ঙ্গা (কম্পন)।

রমা। আমি গঙ্গায় ডুবে মরেছি, মনে করেছিলি ?

ভগবানের পুনঃপ্রবেশ।

রমা। (ভগবানের প্রতি) কাগজ গুলি নিয়ে এস।

ভগ। এই যে এনেছি।

রমা। (মতিলালের প্রতি) সই কর্।

মতি। (সভয়ে) কি সই করব ? ওতে কি লেখা আছে ?

ভগ। এই খানায় লেখা আছে, "শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঠাকুরাণী আমাকে তাঁহার বিষয় কখন দান করেন নাই—এক কপর্দ্দকও না। বিচারালয়ে তাঁহার স্বাক্ষরিত বলিয়া যে দানপত্র দেখাইয়াছিলাম, তাহা কৃত্রিম। মিথ্যা অভিযোগ করিয়া শরৎবাবুকে অন্যায় কষ্ট দিয়াছি"।

মতি। শরৎ আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিছল। তার জন্য আপনি এত কচ্ছেন কেন ?

রমা। শরৎ আমাকে তাড়িয়ে দেয় নি। আমি নিজের ইচ্ছেয় গিছলেম। (ভগবানের প্রতি) ওখানায় কি লেখা আছে, পড়।

ভগ। (পাঠ)। "শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঠাকুরাণীর অসতীত্বাপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। ভুবনমোহিনীর সহিত তাঁহার শৈশবাবধি অতিশয় সৌহৃদ্য ও প্রণয় ছিল। সন ১২৭৮ সালে ভুবনমোহিনীর এক উৎকট পীড়া হয়। ... পূর্ব্বকার সৌহৃদ্য ও প্রণয়ের অনুরোধে রমাসুন্দরী তাঁহার নিকট ... গতায়াত করেন। ইহা হইতেই উল্লিখিত অপবাদের উৎপত্তি। ... অন্য কারণ নাই। তাঁহার পবিত্র দেহে পাপের ছায়ামাত্র কখন

রমা। নে, সই করে নে।

মতি। (স্বগত) যা আছে কপালে, একবার খেলে দেখি। এই শেষ চাল। (প্রকাশ্যে) মনে করুন, আমি যদি এতে সই না করি? সাক্ষী ত যোগাড় করতে পারব?

রমা। মিথ্যা সাক্ষী?

মতি। আচ্ছা, একটা কথা নিয়ে ঝকড়া করবার দরকার নেই। আমি যাকে সাক্ষী বলব, আপনি না হয় তাকে মিথ্যা সাক্ষী বলবেন, তাতে আমার কিছুই আপত্তি নেই, কিন্তু প্রমাণ ত হবে? ইঁদুর ধরতে পারলেই হল, কাঠের বেরাল হল ত কি বয়ে গেল?

রমা। ভুবনমোহিনীর মুখ কেমন করে বন্ধ করবি?

মতি। সে আ[illegible] ভাল বাঁদর। আর সে কুলটা, তার কথা কে বিশ্বাস করবে? চার বছর ধরে তার প্রমাণ——

রমা। (কষ্টে ক্রোধসম্বরণ পূর্ব্বক) তোর স্ত্রীর?

মতি। সে সতীলক্ষ্মী, স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু বলবে না।

রমা। আমার সর্ব্বনাশ করবে?

মতি। তাতে হানি কি? স্বামীর জন্য হিন্দুস্ত্রীরা সব কত্তে পারে। আজ কালের নবীন ছুগরি ত নয়। তিন আইনে রেজিষ্টরি করা মাগও নয়, অবলাবান্ধব বাবুদের "বনকুসুম"ও নয়।

রমা। ভগবান, দরজায় দরোয়ান আছে?

ভগ। হুজুর।

রমা। এই পাপিষ্ঠকে একজনের জিম্মে করে দাও, আর একজনকে থানায় খবর দিতে বল।

মতি। (সভয়ে) কেন, কেন?

রমা। নরাধম, কীট, তোকে আমি অনেক দিন ক্ষমা করেছি। পৃথিবী আর তোর ভার বহন করতে পারে না। (উঠিয়া) তোর মনে নেই, কর্ত্তা বেঁচে থাকতে একবার তাঁর নাম জাল করেছিলি, তোর স্ত্রীর কান্নায় আমি তোকে বাঁচিয়ে দিই? সে সব কাগজ এখনও আছে। আর একবার——

মতি। (রমাসুন্দরীর পদযুগল বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া) মা, আপনি

আমার মা, আমাকে এই বারটা ছেড়ে দিন্। আমি বুঝতে পারি নি। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।

রমা। আচ্ছা, দে, সই করে দে।

(মতিলালের তথাকরণ)।

মতি। কিন্তু শরৎ যদি উল্টে আমার নামে নালিস করে?

রমা। যাতে না করে তার উপায় করা যাবে। তোর মুখ আমি আর দেখতে চাই নে। আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা।

মতি। (স্বগত) আচ্ছা, এর একটা আমি শোধ নেব।

[অধোবদনে প্রস্থান।

রমা। কাগজ দুখানা সাবধান করে রেখ। শরৎ খালাস হলেই প্রথম খানা তাঁর হাতে দিও। আর ওখানা আমাকে দাও।

ভগ। না, দুখানাই আমার কাছে থাক্।

[ভগবানের প্রস্থান।

ভুবনমোহিনীর পুনঃপ্রবেশ।

ভুবন। (সোদ্বেগে) কল্লে কি, দিদি? ওকে ছেড়ে দিলে?

রমা। কেন, কেন?

ভুবন। ও যে বিনয়কে আর সুকুমারীকে ধরে রেখেছে।

রমা। সর্ব্বনাশ, তাত আমি জানি নি! তুমি ত আমাকে সে সব কিছু বল নি?

ভুবন। বলবার সময় পেলেম কই?

রমা। এখন উপায়?

ভুবন। উপায় আর এখন কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু, শিগ্‌গির গিয়ে ওকে ধরা! আমার বড় ভয় হচ্ছে। আমি এগিয়ে যাই, তুমি থানায় খপর পাঠাও। আজ একটা খুন টুন করবে। আমি ওকে বেশ জানি।

রমা। চল, চল, আমার প্রাণটা ধড়ফড় কচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আনন্দপুর, মতিলালবাবুর বাটী।

বিনয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

বিনয়। ক দিন অবধি মারব মারব কচ্ছে, একেবারে মেরে ফেল্লেই বাঁচি। আর সহ্য হয় না, প্রাণ যায়।

কিরীচহস্তে মতিলালের প্রবেশ।

মতি। এ অপমানের শোধ তুলতেই হবে। সব দরজায় চাবি দিইছি। যা করবার তা করে, কোথাও পালিয়ে যাব। টাকায় কি না হয়? দু হাতে টাকা ছড়াব। নানাসাহেব এতদিন কি করে রয়েছে? (বিনয়ের প্রতি) তুই গান গাইতে জানিস?

বিনয়। (আশ্চর্য্যভাবে) কেন?

মতি। গেয়ে নে। গাইতে গাইতে স্বর্গে চলে যাবি। তোর আজ পৃথিবীতে শেষ দিন।

বিনয়। কেন, একেবারে মেরে ফেল, এ রকম করে দগ্ধে মারার চেয়ে সে ভাল। কিন্তু এখানেই হোক, আর অন্যত্রই হোক, একদিন নিজের দুষ্কৃতের ফল ভোগ করতে হবে, তা যেন মনে থাকে।

মতি। তবে এই নাও। (মারিতে উদ্যত।) নাঃ, দাঁড়া, সেটা দেখে মর্। কত্তে বসেছি ত পূরপূরই করব। কিরীচখানা এইখানে থাক্।

প্রস্থান ও সুকুমারীকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

সুকু। বিনয় এখানে! (সরোদনে) বিনয় আমাকে রক্ষা কর, বিনয় আমাকে রক্ষা কর। (মতিলালের প্রতি) আমাকে ক্ষমা করুন, ছেড়ে দিন্।

মতি। (হাস্য পূর্ব্বক) তোমাকে কি ছেড়ে দিতে পারি, সুন্দরি! যে কত্তে চেয়েছিলেম, এতদিন সাধাসাধি করেছি, স্বীকার হও নি যে? তোমার মধু পান করব। (সুকুমারীকে চুম্বনের চেষ্টা)।

সুকু। কেউ নেই যে আমাকে রক্ষা করে? (সুকুমারীর অস্ত্রাঘাতে মতিলালের পতন)।

মতি। (উঠিয়া) তবে রে হারামজাদি। (সুকুমারীকে আক্রমণ।)

বিনয়। (অত্যুচ্চস্বরে) নরাধম!—কে আছ দৌড়ে এস। একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হয়। (শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার প্রয়াস)।

ভুবনমোহিনীর রুদ্রমূর্ত্তিতে বেগে প্রবেশ।

ভুবন। (কিরীচ দেখিয়া) বাঃ, আজ আমার জন্ম সফল। (কিরীচ দ্বারা মতিলালকে আঘাত)। পূবদিকের লাল দরজা যে বাইরে থেকে খোলা যায়, তা বুঝি ভুলে গিছলি? (মতিলালকে পুনঃ পুনঃ আঘাত)। (সুকুমারী ও বিনয়ের মূর্চ্ছা। অতিশয় রক্তক্ষরণে মতিলালের সংজ্ঞাত্যাগ)।

ভুবন। (কিরীচহস্তে, ক্ষিপ্তভাবে উচ্চহাস্য ও সর্ব্বাঙ্গকম্পন)। হাঃ, হাঃ, হাঃ কি মজা! আর এক মজা দেখ সকলে। (নিজের বক্ষে কিরীচ-প্রবেশ, পতন ও মৃত্যু)।

(মতিলালের সংজ্ঞাপ্রাপ্তি ও বেদনাসূচক আর্ত্তনাদ।)

অত্যুৎকণ্ঠিতভাবে বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। ওমা একি গো! (ক্রন্দন।) আমার কপাল পুড়েছে বুঝি। এরি জন্যে তুমি আমাকে ও বাড়িতে যেতে বলেছিলে? (রোদন)।

মতি। বড় কষ্ট হচ্ছে।—কথা কইতে পারি নে।—মলেম, মলেম!

বিন্দু। (সরোদনে) তুমি অমন কথা বল না, আমার বুক ফেটে যায়। তুমি বাঁচবে, অবিশ্যি বাঁচবে। সস্তেন টস্তেন করাব—ভাল ডাক্তার দেখাব, অবিশ্যি বাঁচবে।

মতি। পাগল—পাগল।—দেখে বুঝতে পাচ্ছে না।—সে আশা নেই।—কর্ম্মের ফলভোগ করছি।—ঠকাতে গিছলেম, নিজে ঠকলেম—প্রাণে ঠকলেম।—আর বাঁচব না, আর বাঁচব না।

বিন্দু। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ওসব কথা মুখে এন না। (বিনয়কে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।) ওগো মাগো, আমার কি দশা হল গো। (বিনয়ের হস্ত ধরিয়া) অ বাবা বিনয়, ওঁকে বাঁচিয়ে দে—বাবা, বাঁচিয়ে দে।—ওমা, নকে চড়ে যা কেন গো? এ আবার কি হল! (রোদন)।

(বিনয় ও সুকুমারীর সংজ্ঞালাভ।)

মতি। আমার—বগলিতে—শেকলের—চাবি—আছে, খুলে—দাও।

(বিন্দুবাসিনীর ওপাকরণ ও ক্রন্দন।)

মতি। (কষ্টের সহিত) আমি মরি,—আমি মরি। (বিনয়ের প্রতি) বাবা, ক্ষমা কর। (সুকুমারীর প্রতি) মা, ক্ষমা কর। ইহকালটা ত গেছেই—তোমাদের শাপে যেন পরকালটাও না যায়।—ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

বিনয়। (দুঃখিতস্বরে) আপনি আমার প্রতিপালক, একপ্রকার পিতা। আমার কাছে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়। যিনি ক্ষমাকরতে পারেন, যিনি করুনাময়, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

বিন্দু। ওরে বাবা বিনয়, তুইও অমনতর কথা বলতে লাগলিরে? ওরে তবে কি আশা নেই রে বাবা, আশা নেই ?

বিনয়। মা, সকলই ঈশ্বরের হাতে।

মতি। বাবা, তুমি তোমার ৮০০০ টাকা ফিরে পাবে। সুকুমারীকে৫০০০ টাকা দিয়ে গেলেম। বাকী সব তোমার মার নামে রইল।

বিন্দু। (ক্রন্দনের সহিত) ওগো, আমি তোমার টাকা চাই নে। তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

মতি। বাবা, যাতে আমার আত্মার সদ্গতি হয়, করো। (যাতনাবৃদ্ধি।) (বিন্দুবাসিনীর প্রতি) ওগো, আর বাঁচি নে।—তোমার উপর অনেক কুব্যবহার করেছি—না বুঝে করেছি—অন্যায় করেছি।

বিন্দু। ওগো, তুমি আরও হাজার, বার কর। আমাকে ফেলে যেওনা, সঙ্গে নিয়ে চল।

মতি। বি—ন—য়,—ক্ষ—মা।—বি—ন্দু—বা—সি——

(যাতনাভোগ ও মৃত্যু। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বিন্দুবাসিনীর মুখ হইতে হঠাৎ রক্ত উদ্গীরণ, মতিলালের শরীরের উপর তাঁহার পতন ও মৃত্যু।)

বিনয়। (বিন্দুবাসিনীর শরীর পরীক্ষা করিয়া, সকরুণে) স্বামীর মৃত্যুজনিত শোকে সতীর হৃদয়তন্ত্রীচ্ছেদ এবং সহমরণ। এ প্রকার ঘটনা অবনীমণ্ডলে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মা, সতীত্ব নারীর শিরোভূষণ। আপনি পৃথিবীতে সেই সতীত্বের আদর্শ। স্বামী নিষ্ঠুর ও নির্গুণ হলেও যিনি এরূপ আপনার মত সেবাভক্তি করতে পারেন, তিনিই যথার্থ সতী।

দাস দাসী ইত্যাদির প্রবেশ।

সকলে। একি! একি! (খেদপ্রকাশ।)

বিনয়। চল, ঘর থেকে বার করি।

[মৃতদেহত্রয় লইয়া সকলের প্রস্থান।

—•••—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—◆—

খবড়া, শরৎবাবুর বাটী।

ভগবানের প্রবেশ।

ভগ। (সানন্দে) আত্তর দিব্বির নিকচ করেছে! আমি জীব কেটেছি! বলে ত ফেলি, তার পর যা হয় হবে! হাবীর মা শুনে আহ্লাদে কেঁদে ফেল্লে! মেয়েমানুষগুণ কেমন এক রকম, আহ্লাদ হলেও কাঁদে, দুক্ষ হলেও কাঁদে। (অশ্রুমুছন)। বাবুর বের সময় এইবারে হাবীর মাকে এক ছড়া সাতনরী গড়িয়ে দিতে হবে।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। মশাই——

ভগ। আরে মল, আমি হাবার মার জন্যে সাতনরী গড়াব মনে আঁটছি, বেটা এসে মশাই, মশাই, আরম্ভ কল্লে। যা, যা, যা, এখন যা।

বেচা। (কৃত্রিমভয়প্রকাশ পূর্ব্বক) অরে বাবারে, সরকার মশাইকে কিছুকে পেয়েছে নাকি! রাম, রাম, দুর্গা, দুগ্‌গা।

ভগ। এমন ক্ষুদ্রকে চাকর ত কখন দেখি নে! চাকর না চাকরের ছানা। দিবিব আমার দাঁত বের করে? দাঁড়া ত রে আবাগের বেটা দূর——

বেচারামের পলায়ণ ও ভগবানের তৎপশ্চাদ্ধাবন।

ভগ। কাছাটা ছাই আবার খুলে গেল। ডাঁড়া বেটা, ডাঁড়া।

[কাছাহস্তে প্রস্থান।

শরৎ, সুকুমারী ও বিনয়ের প্রবেশ।

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) বিনয়, সরোজের কোন সন্ধান করিতে পারলে না? কোন সন্ধান না?

বিনয়। সমস্ত ভারতবর্ষে লোক পাঠিয়েছি। স্বতন্ত্র স্থানে অনেক খবর দিয়েছি। জেলা, গ্রাম, সহর, ফাঁড়ি, থানা, রেলওয়ে ষ্টেসন, ষ্টীমারের ঘাট, বাজার, হাট: এমন স্থান নেই, যেখানে কোন না কোন প্রকার অনুসন্ধান করা হয়েছে। শুদ্ধ তাই নয়, ছোট বড় সকল কাগজে—বঙ্গদর্শন, অমৃতবাজার-পত্রিকা, ন্যাসন্যাল-পেপর, সাধারণী, ভারতসংস্কারক, সাপ্তাহিক-সমাচার, সহচর, বেঙ্গলি, এডুকেশন-গেজেট, সোমপ্রকাশ, হিন্দু-পেট্রিয়ট—আর কত নাম করব, সব কাগজে—যে কেউ তাঁর বিষয়ে কোন সংবাদ এনে দিতে পারবে, তাকে ২০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাবে—বিজ্ঞাপন করা হয়েছে। কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হল না। (দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ)

সুকু। (সরোজিনীকে উদ্দেশপূর্ব্বক, সরোদনে) কি দোষে আমাদের ত্যাগ করে গেলে, দিদি? আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেম বলে গেলে, দিদি? দিদি, সে আদরের ঝগড়া, ভালবাসার ঝগড়া, তা কি বুঝতে পার নি? দাদারই বা কি দোষ? তুমি গিয়ে অবধি তাঁর ব্যারাম আর বিপদ, তাঁর উপরও কি একটু দয়া হল না? আমি যেন পাগল, যা তাই বকতেম, তিনি ত তোমাকে কোন দিন একটি কথাও বলেন নি?

শরৎ। (বিনয়ের প্রতি) "স—জ শ—বাবুর বড় ব্যারাম, যে স্থানেই থাক, একবার অনুগ্রহ করিয়া আসিবে"—এই বিজ্ঞাপনও দিতে বলেছিলে—[illegible] হয়েছে?

বিনয়। আজ্ঞা হাঁ, তাও ত আজ ৬ দিন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতেও ত কিছু হল না?

শরৎ। বিনয়, আমার বোধ হচ্ছে, সরোজিনী আর পৃথিবীতে নেই। আমাদের বৃথা চেষ্টা হচ্ছে।—বিনয়, আমি সরোজকে কি রকম ভাল বাসতেম, তা আগে বুঝতে পারি নি। নিজের মন নিজে বুঝতে পারি নে। আর দেখ, সরোজও বুঝি আমাকে সেই রকম ভাল বাসত। ইদানীং আমার কাছে বস্‌ত না, আপনি বলে কথা কইত, মুখের বাগে চাইলে মুখ নাবিয়ে নিত, আর যেন কত সময়ে কি বলব বলব বলে আসত, অথচ এসে বলতে পারত না।

বিনয়। সে ভাব থাকলে যাবেন কেন?

শরৎ। কেমন করে বলব? বোধ হয় লজ্জায়।—আমি কি অন্ধ ছিলেম, তখন এসব দেখে শুনেও কিছু বুঝতে পারি নি। কিন্তু ভাই, সরোজ আর নিশ্চয়ই জীবিত নেই। তা হলে ভাল বাসুক আর না বাসুক, আমার ব্যারামের কথা শুনে একবার আসতই আসত।

একজন ভৃত্যের একখানা সম্বাদপত্র লইয়া প্রবেশ।

ভৃ। এই খবরের কাগজ খানা একজন ডাক হরকরা দিয়ে গেল।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

বিনয়। (সংবাদপত্র [illegible] করিয়া) য়্যাঁ, একি! (পাঠ)।

শরৎ। কি [illegible]

বিনয়। না [illegible] পাৎকোয় পড়ে মরে গেছে।

শরৎ। না ভাই, [illegible] সন্দেহ হয়। তা নয়, আর কিছু। আমাকে দাও, আমি দেখি।

বিনয়। না, ও আর আপনি কি দেখবেন।

শরৎ। আঃ, দাও না। (বিনয়ের হস্ত হইতে সম্বাদপত্র কাড়িয়া লওন, পাঠ ও মূর্চ্ছা)।

বিনয় ও সুকু। য়্যাঁ, কি হল, কি হল?

(মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা।)

সুকু। (অশ্রুপূর্ণনয়নে) ও দাদা, ও দাদা? কৈ কোন উত্তর দেন না যে? (ক্রন্দন)।

বিনয়। ভয় নেই, ভয় নেই। বেঁচে আছেন।

(শরতের চক্ষুরুন্মীলন ও ক্রমে সংজ্ঞালাভ)।

শরৎ। ভাই, আমি তখনই জানি সরোজ এ পৃথিবীতে নেই। তা না হলে অবশ্যই তিনি এতদিন ফিরে আসতেন। (সংবাদপত্রপাঠ।) "শুক্রবার বেলা আটটার সময় সরোজিনী নামে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ একটি কূপের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হত্যাকারীরা এখনও ধৃত হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শবদাহন করিবার অনুমতি দিয়াছেন"।

সুকু। দিদিগো, আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলে। বুক ফেটে যায়, দিদি। (সুকুমারীর অতিশয় রোদন।)

শরৎ। বিনয়, সুকুমারীকে একটু ওদিকে নিয়ে যাও, সান্ত্বনা করগে। আমি আর সহ্য করতে পারি নি।

[বিনয়ের সুকুমারীকে লইয়া প্রস্থান।

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক) মনটা কেমন উদাসীনের মত হয়েছে, জগৎ শূন্যময় বোধ হচ্ছে। —একবার দেশভ্রমণে বেরুব।—তা হলেই যে অন্তঃকরণ স্থির হবে, তা নয়। সে [illegible]। [illegible] এখানে থাকলে দিবারাত্র সরোজকে মনে পড়বে, আর ক্রমেই [illegible] উঠবে। বিদেশে বিদেশে ঘুরলে অনেক সময়ে মনের দুঃখ ভুলে থাকতে পারব। এমন শান্ত, এমন নম্র-স্বভাব, এমন বুদ্ধিমতী।—সরোজ, তোমাকে আমি ভাল বাসতেম, প্রাণের চেয়েও ভাল বাসতেম।—তুমি [illegible]।—তা আর ভেবে কি হবে।—কিছু ভাল লাগছে না। দেশভ্রমণেই বেরন যাক। আজই, এখনই যাব। এদের না বলে যেতে হবে। (উঠিয়া বস্ত্রপরিধান)।—কিন্তু সুকুমারীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে——

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। মশাই, একজন লোক এসেছে, বলছে আপনার সঙ্গে কি কথা আছে।

শরৎ। আঃ, যা, যা, বিনয়ের কাছে নে যা।

ভৃত্যের প্রস্থান ও কিঞ্চিৎ বিলম্বে পুনঃপ্রবেশ।

ভৃত্য। না, মশাই, সে বলছে বড় দরকারি কথা, আপনি ছাড়া আর কারিও কাছে বলবে না।

শরৎ। কি আপদ্। যা, নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

একটি লোকের প্রবেশ।

শরৎ। কি প্রয়োজন, শীঘ্র বলুন।

লোক। মহাশয়, আমি অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছি। হাঁপিয়ে গিছি। অত তাড়াতাড়ি বলতে পারব না।

শরৎ। আচ্ছা, বলুন, যত সংক্ষেপে পারেন বলুন।

লোক। ঐ ত, আবার তাড়া দিলেন।

শরৎ। আচ্ছা, বলুন, কি বলবেন বলুন।

লোক। (একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া) আপনারা কি এই কাগজে কোন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ?

শরৎ। হ্যাঁ।

লোক। কোন স্ত্রীলোকের বিষয় ?

শরৎ। হ্যাঁ, বলুন না,—যা বলবেন, শীঘ্র করে বলুন।

লোক। ঐ আবার তাড়া দিচ্চেন।

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ও অশ্রুমোচন।) আমরা তাঁর বিষয় সমস্ত অবগত হয়েছি।

লোক। কি অবগত হয়েছেন ?

শরৎ। (ভৃত্যকর্ত্তৃক পূর্ব্বে আনীত সংবাদপত্র খানি দিয়া) এই দেখুন। (অশ্রুত্যাগ।)

লোক। (পাঠ করিয়া, উপহাস্য পূর্ব্বক) মহাশয়, এ সংবাদটা [illegible]। বোধ হয় সম্পাদকের কল্পনা মাত্র। সংবাদের অভাব হলে, সম্পাদকেরা মধ্যে মধ্যে দু একটা সংবাদ রচনা করেও দিয়ে থাকেন

শরৎ। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি, মহাশয়, ওটা মিথ্যা? আপনি কেমন করে জানলেন?

লোক। মিথ্যা নাও হতে পারে। আপনারা যে সরোজিনীকে হারিয়েছেন, ও হয়ত সে সরোজিনীর কথা নয়।

শরৎ। আপনি কি আমাদের সরোজিনীকে দেখেছেন? হ্যাঁ, মহাশয়, তিনি কি বেঁচে আছেন? কোথায় আছেন?

লোক। (উত্থান পূর্ব্বক) না, মহাশয়, আমি চল্লেম। আমি অত তাড়াতাড়ি বলতে পারি নে। আপনি একেবারে পঞ্চাশটে কথা জিজ্ঞাসা করে ফেল্লেন, আমি তার কোন্‌টার উত্তর দিই?

শরৎ। (লোকের হস্ত ধরিয়া) মহাশয়, আপনি যা চাইবেন, তাই দেব। আপনি কি তাঁকে দেখেছেন? আপনি আমার এই একটা কথার উত্তর দিন্।

লোক। আচ্ছা, টাকা দিন্ আগে। যা চাই, তাই দিতে হবে না, যে দু হাজার টাকা দেবেন বলে বিজ্ঞাপন করেছেন, তাই দিন্।

শরৎ। এখানে ত অত টাকা নেই? আপনার কি এখনই চাই?

লোক। হ্যাঁ, মহাশয়, এখনই চাই। কথায় বলে, "কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি"।

শরৎ। আচ্ছা, মহাশয়, তাই সই।—অত টাকা এখানে নেই।—কিন্তু আমি এক রকম করে করে দিচ্ছি। (শীঘ্র বাক্স খুলিয়া) এই নিন আমার সোনার ঘড়ি আর চেন। এ দুইএর দাম ৮০০ টাকা। এই নিন এক খান ৫০০ টাকার নোট, এই নিন এক খান ২০০ টাকার নোট। এই নিন খুচর নোট, ১৩০ টাকার। এই হল ১৬৩০। এই নিন নগদ টাকা, ২০০। ১৮৩০।—আর কি দিই, এখানে ত আর কিছু নেই? (চিন্তা পূর্ব্বক) আচ্ছা, দাঁড়ান। (আলমায়রার ভিতর হইতে একটি ছোট বাক্স বাহির করিয়া) কলেজে চারটে মেডেল পেয়েছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ।) ছাড়তে মায়া হয়।—নাঃ, সরোজকেই যখন হারিয়েছি, তখন আর চারটে মেডেল নিয়ে কি হবে? নিন, মহাশয়, এই মেডেল কটার দাম ২০০ টাকা হবে। আপনার দু হাজার টাকার উপর হয়ে গেছে। এখন বলুন, সরোজের বিষয় কি জানেন।—আচ্ছা, যা বলবেন, তা সত্য কি না [illegible]

লোক। অবশ্য, সত্য যে তার প্রমাণ দেব। না দিতে পারি, আপনার টাকা ফিরিয়ে নেবেন। আমি ত আর আপনার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি নে?

শরৎ। আচ্ছা, বলুন, বলুন।

লোক। তিনি ত এখান থেকে বেরিয়ে, অনেক ঘুরে টুরে, একদিন রাত আটটা নটা হবে, বড় বৃষ্টি হচ্ছে, এমন সময় এক বাবুদের বাগানবাড়ির কাছে পৌঁছুলেন। সেখানে দেখেন কি না কতকগুলো লোক বসে মদ খাচ্ছে। দেখেই তিনি পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সেই মাতালেরা তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, তিনি অনেক দূর না পালাতে পালাতে, দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেল্লে।

শরৎ। তার পর, তার পর?

লোক। তাঁকে ধরে নিয়ে এসে, তাঁকে——অনেক মন্দ কথা বল্লে।

শরৎ। (উঠিয়া) মহাশয়, হয়েছে, হয়েছে, আর শুনতে চাই নে। সে মাতালদের বাড়ি কোথায়, বলুন। শীঘ্র বলুন, রাগে আমার গা কাঁপছে।

লোক। শুনুন আগে শেষ পর্য্যন্ত। মাতালেরা তাঁর কিছু করতে পারে নি।

শরৎ। (আহ্লাদের সহিত) তিনি তাদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন?

লোক। হুঁ—গলায় ছুরী দিয়ে।

শরৎ। (উপবেশন পূর্ব্বক) কি বল্লে—কি বল্লেন?

লোক। তিনি কৌশল করে একখানি ছুরী যোগিয়ে গলায় দিলেন।

শরৎ। আত্মহত্যা করলেন? (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ও অশ্রুমোচন।) আপনি যে ইতিপূর্ব্বে বলেছিলেন তিনি মরেন নি?

লোক। কৈ, তিনি মরেন নি, এ কথা ত আমি বলি নি?

শরৎ। আপনার কথার ভাবে বোধ হয়েছিল।

লোক। "বোধ" আপনি সবই করতে পারেন। আপনি যদি চক্ষু বুজিয়ে "বোধ" করেন, যে সরোজিনী আপনার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, তা বলে কি তাই হবে না কি?—আচ্ছা, মহাশয়, সরোজিনী আপনার কে? একটা মেয়েমানুষের জন্য এত টাকা খরচ, আর এত খোঁজখপর!

শরৎ। (ক্রুদ্ধভাবে) মহাশয়, সে কথায় আপনার কাজ কি? আপনি যা বলতে এসেছেন, তাই বলুন।

লোক। তিনি ত গলায় ছুরী দিলেন।

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) সরোজ প্রাণত্যাগ করেছেন! তা, আর শুনে কি হবে। (হস্তদ্বারা মুখাবরণ।)

লোক। এই আবার আপনার আর এক ভ্রম। তিনি মরেছেন আপনাকে কে বল্লে?

শরৎ। (উঠিয়া—লোকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ভাই, আমাকে একেবারে বল, তিনি বেঁচে আছেন কি নেই।

লোক। না, মহাশয়, আমি একেবারে বলতে পারব না। একেবারে বলা আমার অভ্যাস নেই। পর পর যদি শুনতে চান্, ত শুনুন। না হয়, আপনার টাকা এই রইল, আমি চল্লেম।

শরৎ। আচ্ছা বলুন, আপনার যেমন করে ইচ্ছা বলুন, আমি আর একটি কথাও কইব না।

লোক। তিনি গলায় ছুরী দেবার পর, মাতালেরা তাঁকে ধরাধরি করে একটা খানায় ফেলে দিয়ে এল। তার পর দিন, খুব সকালে, সেই খানাটার কাছ দিয়ে একজন স্ত্রীলোক যাচ্ছিল। সে তাঁকে দেখতে পেয়ে, ভাল করে তাঁর বাগে চেয়ে, মনে ভাবলে, যে তাঁর শরীরে এখনও প্রাণ আছে। এই মনে করে, তাঁকে তুলে, তাঁর মুখে হাতে জল দিয়ে, অনেক করে তাঁকে চেতন করে, তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। আর সেখানে কিছু দিন ধরে সেবা শুশ্রূষা করে তাঁকে—বাঁচালে। গলায় একটা চোট লেগেছিল মাত্র, সাংঘাতিক কাটে নি। রক্ত পড়ে ক্ষীণ হয়ে, আর ভয়ে, তিনি মূর্চ্ছা গিছলেন।

শরৎ। (উঠিয়া, আহ্লাদে গদগদভাবে) ভাই, তোমাকে যে কি দেব, তা বলতে পারি নি।

লোক। শেষ পর্য্যন্ত শুনুন আগে, তার পর মেরে না তাড়িয়ে দিলে বাঁচি। সেই স্ত্রীলোকটির রঞ্জন নামে একটি বেশ সুন্দর ছেলে আছে। বয়স প্রায় ২২।২৩ বৎসর হবে। সেই রঞ্জন আপনাদের সরোজিনীকে বে করব বলে খেপে উঠল। তার মাকে বল্লে, "যদি তুমি ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার বে না দাও, ত আমি গলায় দড়ি দে মরব"। তা তিনি কি করবেন, রঞ্জনের

ভাই, কিছু মনে করো না। বড় রাগ হয়েছিল, মুখ দিয়ে কত কি বেরিয়ে গেছে। ভাই, আমি সরোজকে কত ভাল বাসতেম—এখনও বাসি—তা তুমি জান না (অশ্রুত্যাগ।)

লোক। (অশ্রু মুছিয়া) আজ্ঞা, আমি দুঃখী মানুষ, আমাকে বকেছেন, তার আর কি। তবে মহাশয়, আমি এখন যাই। (গমনের উপক্রম।) হাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল, ভাগ্যে ভুলে যাই নি। তিনি এই আর একখানা কি চিঠি দিয়েছেন, দেখুন। (লিপিপ্রদান।)

শরৎ। আর একখানা চিঠি? (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) না, এখানা আর পড়ব না। আমার সাহস হয় না। এখানায় হয়ত বা অন্য কোন একটা অশুভ সংবাদ আছে।

লোক। পড়েই দেখুন না কেন একবার।

শরৎ। আ—চ্ছা, দে—খি। (লিপিপাঠ।)

"প্রিয়তম শরৎ,

আমি তোমারই আছি। তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। আমি শীঘ্রই যাইব, চিন্তিত হইও না। সুকুমারী আর বিনয় কেমন আছে?

তোমার সরোজ।"

(অধোবদনে) আমার মাথাটা ঘুরছে।—আমি এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। আমি কি জেগে না ঘুমিয়ে?

লোক। (অন্যস্বরে) তবে, মহাশয়, আমি যাই। আপনি ত আমাকে তাড়িয়েই দিচ্ছিলেন।

শরৎ। (লোকের মুখের প্রতি একবারমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় অধোবদনে) আমি একেবারে পাগল হয়ে গিছি। আমার পদে পদে ভ্রম হচ্ছে। ঠিক যেন বোধ হল, সরোজের গলা শুনলেম।

লোকের ছদ্মবেশপরিত্যাগ ও সরোজিনীমূর্ত্তিধারণ।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) তবে, মহাশয়, আমি যাই।

শরৎ। আবার সেই স্বর! (মুখোত্তোলন পূর্ব্বক) একি! (সরোজিনীর বাহুদ্বয় দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক) রাক্ষসি, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর রাক্ষসি! (অশ্রুবর্ষণ।)

সরোজ। (অঙ্কত্যাগ পূর্ব্বক) শরৎ, প্রাণনাথ, আমি তোমারই,—তোমারেই সরোজ।

শরৎ। তিন ঘণ্টা ধরে জ্বালাচ্ছিলে কেন, রাক্ষসি? পাঠশালের গুরু-মহাশয়ের মত "ওঠ বস" করাচ্ছিলে কেন, রাক্ষসি?

সরোজ। (সহাস্যে) তোমাকে আবার "ওঠ বস" করালেম কখন! গুরুমহাশয় বা হলেম কখন!

শরৎ। কেন এই এতক্ষণ কি হচ্ছিল? এক একবার আশা দিয়ে স্বর্গে তোলা হচ্ছিল, এক একবার বা নীরাশসমুদ্রে নিমগ্ন করা হচ্ছিল, আবার এক একবার ক্রোধে অন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল।—(সরোজের হস্ত ধরিয়া) সরোজ, না জেনে বকেছিলেম, আমার উপর কি রাগ করেছ?

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) হুঁ—উ, বড্‌ড!

শরৎ। তবে কাঁদলে কেন?

সরোজ। (স্নেহস্বরে) তুমি আমাকে এত ভাল বাস তাই জানতে পেরে।

শরৎ। তার পরেও তবে তুমি আমাকে জ্বালালে কেন, বল। (মুখ ফিরাইয়া) যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কইব না।

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক, উঠিয়া) আচ্ছা, তবে আমি যাই, সেই রঞ্জনকে বে করিগে।

শরৎ। (সরোজিনীকে নিকটে বসাইয়া, স্মিতবদনে) খুব উপকথা বলতে শিখেছ যা হোক। আচ্ছা, মা যা বল্লে, তার কতদূর সত্য, আর কতদূর মিথ্যা?

সরোজ। সেই স্ত্রীলোকটি, আমাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, যত্ন করে, বাঁচালেন, ঐ পর্য্যন্ত সত্য। তাঁর রঞ্জন বলে ছেলেও নেই, (সস্মিতে) আর আমাকে বে করতেও চায় নি।

শরৎ। (সস্নেহঅনুযোগের সহিত) তোমার জন্য এত কষ্ট পেয়েছি, এত অন্বেষণ করেছি, এত দিন এস নি কেন, সরোজ?

সরোজ। (সাশ্রুনয়নে) শরৎ, না জেনে অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর। তোমাদের এমন বিপদ হয়েছিল, তা আমি কিছুই টের পাই নে। সেই স্ত্রীলোকটির বাড়িতে এক রকম সুখে ছিলেম, এমন সময় একদিন একখানা

[illegible] বাঁধা খপরের কাগজে তোমার বিজ্ঞাপন দেখতে পেলেম। দেখে আর থাকতে পারলেম না, তখনই চলে এলেম।

শরৎ। পুরুষের বেশে এলে কেন?

সরোজ। সেই স্ত্রীলোকটির পরামর্শে।—কতকটা নিজের ইচ্ছারও বটে।

শরৎ। তা এখানে এসে আবার এত রঙ্গ করলে কেন?

সরোজ। এক, তোমার মন বোঝবার জন্য।—যদি তেমন তেমন দেখতেম ত চলে যেতেম।

শরৎ। এখন বুঝেছ কি? না, আবার কোন দিন পালিয়ে যাবে?

সরোজ। (সহাস্যে) আরই যাব। আর মনে ভাবলেম, যদি সত্যই তোমার কঠিন পীড়া হয়ে থাকে, তা হলে একেবারে দেখা দেওয়া ভাল নয়। হঠাৎ অত্যন্ত আহ্লাদে ব্যারাম বাড়তে পারে। হিতে বিপরীত হবে। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আচ্ছা, সে কথা এখন থাক, সুসংবাদ এনে দিতে পারলে যে চতুর্গুণ দেবে বলেছিলে, তা কি দেবে দাও।

শরৎ। (সস্নেহে, সরোজের হস্ত ধরিয়া) সরোজ, সুসংবাদ এনে দিতে পারলে চতুর্গুণ দেব বলেছিলেম, তোমাকে পেলে চতুর্গুণ দেব তা ত বলি নি। তুমি ত আমারই, নিজের জিনিস আবার টাকা দিয়ে কেনে কে?

সরোজ। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) সুকুমারী আসছে, তুমি ওকে কিছু বল না, দেখি কি করে। (একপার্শ্বে স্থিতি।)

সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকু। দাদা, সরকার মহাশয় বল্লেন, যে দিদি বেঁচে আছেন, আর তাঁর খপর নিয়ে না কি কে একজন লোক তোমার কাছে এসেছে।

শরৎ। (বিষণ্ণভাবে) বড় মন্দ খপর। ঐ স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছ থেকে এসেছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।

সুকু। (সরোজিনীর নিকট গমন করিয়া) হাঁগা বাছা——ওমা, দিদি যে! দিদি, আমার ধন, আমার [illegible] কেমন করে, আমি ঠিক [illegible] তোমার মুখের বাগে চাইতে [illegible] —(কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া, সরোজিনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) তুই এ[illegible] [illegible] দিদি, দিদি! আমাদের কি এমন

করে কাঁদিয়ে যেতে হয়? আমি তোর ছোট বন্, আমাকে ছেড়ে যেতে তোর মায়া হয় নি, দিদি? (অশ্রুত্যাগ।)

সরোজ। (সুকুমারীর হস্তধারণ পূর্ব্বক) আর লজ্জা দিস নে, বন্। আমি এমন কাজ আর কখন করব না।

সুকু। হুঁ, তোকে নাকি করতে দিচ্ছি! দিন রাত চক্ষে চক্ষে রাখব, একগাছা শিকলি পরাতে দেব?

সরোজ। (শরতের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া, অস্ফুটস্বরে) শিকলি আর পরাতে হবে না, আপনিই পায়ে পড়েছে।

সুকু। (আহ্লাদে) সত্য না কি! (পুনরায় সরোজিনীকে আলিঙ্গন।) সকলকে বলি গে।

[প্রস্থান।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) সকলকে মানে বিনয়কে!

শরৎ। তুমি কেমন করে জানলে?

সরোজ। আমি জানি।

বিনয়ের সহিত সুকুমারীর পুনঃপ্রবেশ।

বিনয়। দণ্ডবৎ হই গো, দিদিঠাকরুণ! চিনতে পারেন কি? (সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত।)

সরোজ। (বিনয়কে উঠাইয়া ও তাঁহার হস্ত ধরিয়া) ভাই বিনয়, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর লজ্জা দিও না। যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছি।— লজ্জাও পেয়েছি, কষ্টও পেয়েছি। (অশ্রুত্যাগ।)

বিনয়। (দুঃখিতস্বরে) দিদি, নিজেও কষ্ট পেলেন, আমাদেরও কষ্ট দিলেন।—(সস্মিতে) আর একটা যে কি শুনছি, তা সে কবে?

(সরোজিনী লজ্জাবনতমুখী।)

শরৎ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) তা তোমাতে আমাতে পরামর্শ করব এখন।

বিনয়। (সুকুমারীর প্রতি) আমিই একটা হতভাগা রয়েছি আর কি। কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

সুকু। (সত্রাস ভয়ে) তা আমি কি জানি ? (জনান্তিকে সরোজিনীর প্রতি—উৎকণ্ঠিত ভাবে) কি দিদি ?

সরোজ। (ঈষৎহাস্যের সহিত) কি হল আবার ?

সুকু। (জনান্তিকে) বলি তোকে ত বরাবর দিদি বলে এসেছি, আর দাদা ত দাদা। আচ্ছা, লোকে যখন জিজ্ঞাসা করবে, "তোমার দাদার কার সঙ্গে বে," তখন কি বলব " দিদির সঙ্গে দাদার বে " ?

সরোজ। পোড়ার মুখি,—তোমার মুখ বন্ধ করছি, দাঁড়াও। (শরতের প্রতি জনান্তিকে কথন।)

শরৎ। (আহ্লাদে) আচ্ছা ! (বিনয় ও সুকুমারীর হস্ত পরস্পরসংলগ্ন করিয়া) ভাই বিনয়, সুকুমারীকে তোমায় দিলেম। সুখে রেখ, সুখে থেক।

সুকু। (অধোবদনে—সরোজিনীর প্রতি) আমি যেন এক খানা বই কি কাপড় ! " সুকুমারীকে তোমায় দিলেম"।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আচ্ছা, তুই সত্য করে বল্ দেখি, বিনয়কে ভাল বাসিস কি না। চুপ করে রইলি যে ? (পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্ণের ঘড়ি ও চেন বিনয়ের গলায় দিয়া) ভাই বিনয়, তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি, এই তোমার বের যৌতুক দিলেম। (টাকা ও নোট সুকুমারীর হস্তে দিয়া) আর তোমাকে এই দিলেম।

সুকু। এ তুমি কোথা পেলে, দিদি ?

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) তোমার দাদাকে সরোজিনীর সংবাদ এনে দিছলেম, তারই পুরস্কার।

বিনয়। তা ঘড়ি চেন এল কোত্থেকে ?

সরোজ। জানবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছিলেন ! ঘরে নগদ ২০০০ টাকা ছিল না।

বিনয়। (মেডেল চারিটি লইয়া) তবে এ কটা বাকী থাকে কেন ? এগুলও দিই।

সরোজ। (সহাস্যে) না ভাই, ওকটা থাক্। ওগুল ছাড়তে ওঁর বড় মায়া হয়েছিল। দেবার সময় চক্ষে জল এসেছিল।

শরৎ। হাঁ, চক্ষে জল এসেছিল ? মিথ্যা কথা বল কেন ?

বিনয়। (স্বগত) একটা মজা কচ্চি, দাঁড়াও।

প্রস্থান ও একখানা ক্ষুদ্র পুস্তী লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

বিনয়। (একখানা চৌকীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া) আমি একটা বক্তৃতা করি, আপনারা শ্রবন করুন। (পাঠ।) "মূঢ়মতি অজ্ঞলোকে ভাবে যে বিশুদ্ধ প্রণয় নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয়, পরিষ্কৃত ধর্ম্মের সোপান।" "প্রণয়ে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে......দেশহিতৈষিতাবৃত্তিকে একেবারে নিস্পেষিত করে, অধিক আর কি বলিব"——(শরৎকর্ত্তৃক পুস্তী কাড়িয়া লওন।) আচ্ছা, নিলেন, নিলেন, আমার মুখস্থ আছে। "প্রণয় মাত্রেই জঘন্য,—প্রণয় মাত্রেই কুৎসিত পঙ্ক। ইহার বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ নাই, সকলই অবিশুদ্ধ।" (চৌকী হইতে অবতরণ।)—এমন বক্তৃতা করলেম, কেউ একবার একটা হাততালিও দিলে না।

সরোজ। বিনয়, ওখানা কি বই, ভাই?

বিনয়। আজ্ঞা, এমন কিছু নয়, একটা বক্তৃতা মাত্র।

সরোজ। কার বক্তৃতা, ভাই?

বিনয়। (শরৎকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া) জিজ্ঞাসা করুন না কার।

শরৎ। (ঈষৎলজ্জিতভাবে) ও আমারই এক সময়ের বিদ্যাপ্রকাশ। বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণ, জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত, অনেক যুবকই মধ্যে মধ্যে এ রকম বক্তৃতা করে থাকেন। তবে আমিই চোর দায়ে ধরা পড়ে গিছি, এই পর্য্যন্ত।

সরোজ। (সহাস্যে) এখন কি মত, শরৎ?

শরৎ। (সরোজিনীর হস্তধারণ পূর্ব্বক সস্নেহে) এই যে তুমি তার সাক্ষী!

বিনয়। জগতে অনেকেরই এই রকম সংস্কার আছে যে কুলস্ত্রীরা আমাদের নিঃস্বার্থপরতার, দেশহিতৈষাব্রতের, সমাজসংস্করণচেষ্টার প্রধান অন্তরায়। সংস্কারটি সম্পূর্ণ সত্য নয়——সমুদয় ইতিহাস প্রমাণ। কিন্তু নিতান্ত অলীকও নয়। বাস্তবিকই গৃহকামিনীরা অনেক সময়ে সাতিশয় ক্ষুদ্রহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানাভাব বা কুশিক্ষাই এর মূল কারণ। বলতে সাহস হয় না, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, যত দিন না শিক্ষার সমতা দ্বারা

নরনারীর মনের ভাব একতা প্রাপ্ত হয়—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এক পথে চালিত হয়——ততদিন ভারতের মুখমালিন্য দূর হওয়া দুষ্কর।

সরোজ। ভাই, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমাদের অভাগা জাতের হয়ে দুকথা বলে, এমন লোকের সংখ্যা অল্প।

নেপথ্যে। একজন মেয়েমানুষ এয়েছে, বড়দিদিঠাকরুণের সঙ্গে একবার দেখা কত্তে চায়।

সরোজ। (কৃতাঞ্জলিপুটে—অত্যন্ত বিনীতভাবে) শরৎ, একটা কথা তোমার কাছে আমি গোপন করেছি, তোমাকে ক্ষমা কর্‌তে হবে।

শরৎ। (সরোজিনীর হস্ত ধরিয়া) কি গোপন করেছ, সরোজ ? আর তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করাই বা কেন ? একবার শুধু বল্লেইত হত ?

রমাসুন্দরীর প্রবেশ।

সুকু। মা! (চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিতি।)

সরোজ। (রমাসুন্দরীর নিকট গমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া) মা, আপনা হতেই সব পেয়েছি। (অশ্রুমোচন।)

শরৎ। (হতবুদ্ধিভাবে) মা কি, সরোজ ?—তুমি কি সব ভুলে গেছ ?

সরোজ। (অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক) আমি সে সব কিছু বিশ্বাস করি নে। উনিই সেই স্ত্রীলোক, উনিই আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

সুকু। আমিও বিশ্বাস করি না। (রমাসুন্দরীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক, তাঁহার চরণে হস্ত দিয়া) মা, আমি তোমার মেয়ে।

রমা। মা, অনেক দিন তোদের মুখে মা শুনি নে। (অশ্রুত্যাগ ও সুকুমারীকে উঠাইয়া তাঁহার মুখচুম্বন।)

বিনয়। মতিলালবাবুর বিষয় আমি কতকটা জানি। আমিও বিশ্বাস করি না।

ভগবানের প্রবেশ।

ভগ। বিশ্বাস করবার কোন বিশেষ হেতুও দেখি নে। (মতিলালের স্বাক্-

মানার টাকা দিয়ে আপনাকে জেল থেকে খালাস করেন। মতিলালের গ্রাস হতে বিষয় উদ্ধার করেনও উনি।

শরৎ। (ভগবানের প্রতি—মৃদুস্বরে) তুমি আমাকে আগে এ সব বল নি কেন?

ভগ। (বদ্ধাঞ্জলিকরে) উনি আমাকে বারণ করেছিলেন।

শরৎ। (রামাসুন্দরীর সম্মুখে নতজানু ও গললগ্নবস্ত্র হইয়া) মা, আমি আপনার কুসন্তান। ক্ষমা চাইতে আমার সাহস হয় না। তবে মা বলে যদি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করেন।—(অশ্রুদ্বারা বাক্‌রোধ।)

রমা। (শরৎকে উঠাইয়া, অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক) বাবা, তোমার মত ছেলে তপস্যা করে পাওয়া যায় না। আমারই দোষে সব হয়েছে। আমি সে সময়ে রাগ করে না চলে গেলেই হত।—ভাল ভালয় যে ফের তোমাদের মুখ দেখতে পেলেম, এই আমার সৌভাগ্য। (সরোজিনীর হস্ত ধরিয়া) বাবা, আবার যেন হারিও না। এমন রত্ন পৃথিবীতে নিত্য পাওয়া যায় না। মার মনের কথা আমি সব জানি। (শরতের হস্তে সমর্পণ।) মার এখন লজ্জা হচ্ছে!

শরৎ। (সরোজিনীকে গ্রহণ পূর্ব্বক) আপনার আজ্ঞা আমি কখন লঙ্ঘন করব না।

বিনয়। (জনান্তিকে, সরোজিনীর প্রতি) উঃ, দাদাবাবুর কি মাতৃভক্তি গো! মা দিলেন বলেই যেন আপনাকে হাত বাড়িয়ে নিলেন! আমাকে অমন করে কেউ কিছু দিলে, আমিও নিতে পারি।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক, জনান্তিকে, বিনয়ের প্রতি) কেন ভাই, দোকর না কি? আচ্ছা, আমি সুকুমারীকে বলে দেব।

রমা। (বিনয়ের প্রতি) বাবা, আমি সবই জানি। (সুকুমারীকে বিনয়ের হস্তে প্রদান।) কিন্তু, বাবা, আমার মাকে নিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। তোমাকে এই খানে থাকতে হবে।

বিনয়। যে আজ্ঞা।

রমা। (যুগলদ্বয়ের প্রতি অবলোকন করিয়া) বাবা, লোকে বলে, না

মলে স্বর্গ দেখা যায় না। কিন্তু, বাবা, যার এমন দুই ছেলে আর দুই মেয়ে আছে, তার এই খানেই স্বর্গ।

ভূপ। স্বর্গ না হোক, পরিস্থান দেখুন। (ভূমিতে পদাঘাত।)

পরীস্থান ও পরীনৃত্য।

পরীদিগের গীত।

রাগিণী জংলা,—তাল জলদ-একতালা।

আজি কিবা শুভ-দিন উদয় হইল।
প্রণয়ী-মিলন হেরে, হৃদি সুখে উথলিল॥
কিন্তু হে সন্তান-গণে, বারেক ভেবহে মনে,
সকলের অযতনে, দেশের কি দশা ঘটিল।
তোমাদের নিজ-দোষে, আছ সবে পরবশে,
হীনবলে, অপযশে, ত্রিজগত পূরিল॥
নরনারী পরস্পরে, ভারত-উদ্ধার-তরে,
উদ্যোগী হও যত্নভরে, হও না তায় শিথিল।

শরৎ। "তোমাদের নিজ-দোষে, আছ সবে পরবশে,
হীনবল অপযশে, ত্রিজগত পূরিল॥"

বজ্রধ্বনিতে, ভারতের দৈর্ঘ্যে বিস্তারে, কথাটি প্রতিধ্বনিত হউক।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত।

টক রচনায় অনেকগুলি অভিপ্রেত বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

*। মফঃস্বলস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি ইউরোপীয়েরা যে প্রকার অত্যাচার করেন, হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট্ ম্যাক্রেণ্ডেলের চরিত্র দ্বারা তাহা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।—সোমপ্রকাশ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উপেন্দ্র বাবু আমাদিগকে " শরৎ-সরোজিনী " নামক একখানি নাটক উপহার দিয়া যেরূপ পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, এই " সুরেন্দ্র-বিনোদিনী " দ্বারাও আমাদের সেইরূপ, বরং অধিক পরিতোষ জন্মাইলেন।—এডুকেশন-গেজেট।

নীলদর্পণের পর আর যত নাটক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের মঙ্গল হয় নাই তাহা আমরা বলি না, কিন্তু "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী"র গ্রন্থকর্ত্তা নাটক লেখার একটী নূতন আকার দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে এক জন গ্রন্থকর্ত্তা নির্জ্জন গৃহে অবস্থিতি করিয়া গ্রন্থরচনা দ্বারা দেশের কত মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারেন। যিনি বেঙ্গল থিয়েটরে, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি দৃঢ়রূপে জানিতে পারিয়াছেন যে এদেশের ম্যাজিষ্ট্রেটেরা কিরূপ অখণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত, ষ্টীফেন সাহেবের নূতন দণ্ডবিধি আইন তাহাদের হস্তে কি ভয়ানক অস্ত্র, করাগারবাসীরা কত কৃপার পাত্র, এবং তাহাদের উপর গবর্ণমেণ্ট কত নিপীড়ন করেন। যাঁহারা এইরূপ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহারা দেশের পরোমপকারী, এবং যাঁহারা দেশহিতৈষী, তাঁহাদের সকলের এইরূপ গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত।—অমৃত-বাজার-পত্রিকা।

উপেন্দ্র বাবু যখন "শরৎ-সরোজিনী" নাটক প্রকাশ করেন, তখন লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার পরলোকগত কোন বন্ধু সেই নাটকখানি রচনা সমাপ্ত করিয়া তাঁহার প্রতি মুদ্রাঙ্কনের ভার দিয়া যান। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী"র বেলায় তিনি লিখিয়াছেন যে সালিকাগ্রামের কোন বট-বৃক্ষমূলে এই পুস্তক খানি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে তাঁহার পরলোকগত বন্ধু ভূত হইয়া অভ্যাসগুণে এই নাটকখানি লিখিয়া বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভূতটীর উৎপাত সহ্য করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি, এবং সার রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাবিত [illegible] নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইলে যদি কোন ব্যক্তি [illegible] (নাটকলেখক ভূতটীর) উহার [illegible]

করিতে যান, তাহা হইলে কেবল আমরা নহি, নাটকাভিনয়দর্শনামোদী অনেক ভূতও তাঁহার (ভূতোন্মাদনসাধনেচ্ছু ব্যক্তির) প্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইবে। * * রচনার গুণে পাঠকের পদে পদে কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। চিত্তের উত্তেজনা সাধনে নাটককারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। দুরাচার ম্যাক্রেগেওন সাহেবের দুর্ব্ব্যবহার, বিরাজমোহিনীর বিপদ এবং পরাণে কয়েদির বৈরশোধ বৃত্তান্তগুলি পাঠ করিলে শরীরস্থ শোণিত দ্রুতবেগে বহমান হয়।—সাপ্তাহিক-সমাচার।

ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক। এদেশের বর্ত্তমান বিজ্ঞশ্রেণীস্থ লোকের কতিপয় অভিপ্রেত প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ উৎকৃষ্ট রসের সমাবেশ করিয়া নাটকখানিকে বিলক্ষণ সরসও করা হইয়াছে। ইহার লেখা অতি সারগর্ভ, রসাল, প্রাঞ্জল ও পরিপক্ক। * * ।—ঢাকাপ্রকাশ।

বঙ্গীয় যন্ত্রালয়সমূহের অপারমহিমায় এদেশে নাটকের আর এইক্ষণ অভাব নাই। আমাদের সাহিত্যসমাজ ইদানীং দিনে দিনে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, যে সকল নূতন গ্রন্থের আবির্ভাবে উপকৃত কিংবা অপকৃত, অন্ততঃ উৎপীড়িত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই নাটক। বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, বিশেষতঃ বঙ্গোদ্যানের কুসুমকলিকাসদৃশী সুকুমারমতি পাঠিকারা যে সকল গ্রন্থের আদর করেন এবং প্রশংসা করেন, অথবা অনাদর এবং অপ্রশংসা করিয়াও যে সকল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহার অধিকাংশ নাটক। অপিচ, এদেশের অসংখ্য পত্রিকার অসংখ্য সমালোচকবর্গ অহর্নিশ যে সকল গ্রন্থের নিন্দাবাদ করেন, তাহারও অধিকাংশ নাটক। এ এক সামান্য বিচিত্রতা নহে। * *।

তবে কি লোকে নাটক লিখিবে না, এবং নাটক পড়িবে না? এ কথায় আমাদিগের উত্তর নাই। আমরাও অনেক সময়ে এইরূপ সংকল্প করিয়াছি যে, আর যে কোন কুক্রিয়াতেই কেন আসক্ত না হই, প্রাণান্তেও বাঙ্গালা নাটক পড়িয়া আপনার নিকট আপনাকে রুচিহীন এবং রসানুভব-শক্তিহীন বলিয়া অপ্রেক্ষয় করিব না। কিন্তু সৌভাগ্যই বল, আর দুর্ভাগ্যই বল, আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদিগের এই সাধুসংকল্প সকল সময়ে রক্ষা পায় না। আমরা এত যে নিন্দা করি এবং কুৎসা করিয়া থাকি, তথাপি কখনও কখনও মনের ... বশতা ও বিমোহিত হইয়া দুই এক খানি নাটক পড়ি, এবং পড়িয়া গ্রন্থকারের নিকট পরাভব স্বীকার করি।

সুরেন্দ্রবিনোদিনীতে আমাদিগের এইরূপ সংকল্প ভঙ্গ হইয়াছে। আমরা
বৎসর উপেন্দ্র বাবুর শরৎ-সরোজিনী পাঠ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, "নিন্
কর আর প্রশংসাই কর, ইহাকে পড়িতে হইবে। ইহার আদি হইতে
সমস্তই কৌতূহলোদ্দীপক। আরম্ভ করিয়াছ, কি ঠেকিয়াছ। কোন মতে
নিঃশেষ না করিয়া পারিবে না।" এই কথাগুলি সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে
সম্যক্ প্রযুজ্য। আমরা ইহার আদি হইতে অন্ত প্রতি পৃষ্ঠা এবং প্রতি পংক্তি
বাধ্য ও বিমোহিত হইয়া পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠসময়ে গ্রন্থকারের নি
পুনঃ পুনঃ সানন্দ-হৃদয়ে পরাভব মানিয়াছি। যদি এই দুইখানি নাটক এ
ব্যক্তির তুলিকার চিত্র হয়, তবে চিত্রকরকে একজন উচ্চশ্রেণীর লোক বলি
কেহই সঙ্কুচিত হইবে না।

যাহা হউক, সুরেন্দ্রবিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃ
-জ্ঞতাভাজন। তিনি মরিয়াও বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। আরও কিছুদিন বাঁচি
থাকিলে তাঁহা দ্বারা বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি বিশেষরূপে উপকৃত ও অলঙ্কৃ
হইবে। আমরা এবার তাঁহার সহিতই তাঁহার তুলনা করিলাম; কি
দিন পরে হয় ত তাঁহাকে বঙ্গের জীবিত ও মৃত সমস্ত নাটকলেখকে
সহিতই তুলনা করিতে বাধ্য হইব। তিনি দেশ কাল পাত্র বিবয়ে অভি
এবং লোকচরিত্রজ্ঞ। কবির ইহাই প্রধান গুণ। সুতরাং তিনি নাট
লিখিতে সর্ব্বথা উপযুক্ত। ভাষাও তাঁহাকে প্রিয়সখীর ন্যায় পরিচর
করিতেছে। তিনি যখন হাসিতে কি হাসাইতে চান, ভাষাও তখন চ
কিরণ-ধৌত শৈল-কুসুমের ন্যায় হাসিতে থাকে; এবং তিনি যখন কাঁদি
কি কাঁদাইতে চান, ভাষাও তখন প্রভাত-ছায়াবৃতা লতার ন্যায় ধী
ধীরে অশ্রুবর্ষণ করে। পাঠকের হৃদয়বৃত্তির উপরও তিনি কিরূপ সব
আঘাত করিতে পারেন, সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর কারাভিনয়ই তাহার প্রমা
বাঙ্গালায় নীলদর্পণ ভিন্ন আর কোন নাটকে এইরূপ রুদ্র বর্ণনা আ
কি না, আমরা জ্ঞাত নহি। আমরা শরৎসরোজিনীর বেলায় তাঁহ
সংগীতগুলিকে নিন্দা করিয়াছিলাম, এবারকার সংগীতগুলির প্রশং
করিব। নিম্নে দুই রসের দুইটি সংগীত উদ্ধৃত হইল। পাঠকবর্গ এ
দুইটিতেই কবির সহৃদয়তা এবং ভাবাকুলতার পরিচয় পাইবেন। • •।-

বান্ধব।